আবুবকর সিদ্দিক

# জল রাক্ষস

# জলরাক্ষস

আবুবকর সিদ্দিক

ঝড়ের দিনের সাথি
কমলেশ সেনকে

## ভারতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আমার উপন্যাস লেখার সপ্তম প্রচেষ্টা 'জলরাক্ষস'। ক্লাস টেন থেকে শুরু করে এর আগে পর্যন্ত ছ'টা উপন্যাসে হাত দিয়ে আর শেষ করতে পারিনি। উদ্যমের অভাব ও খুঁতখুঁতে স্বভাবের পরিণাম যা হয়।

এ লেখাটিও ভেঙে ভেঙে তৈরি। তখন আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প-৮/সি, শিক্ষকভবনে থাকি। ১৯৭৯-এর জুলাই মাস। রাজশাহীর উত্তরাঞ্চলে চাঁপাই নবাবগঞ্জ, চরইসলামপুর, দেবীনগর, উজীরপুর, দুর্লভপুর, নবীনগর সে বছর পদ্মা, মহানন্দা ও পাগলা নদীর বন্যার ঢলে ভেসে যায়। প্রতিদিন সকালে রাজশাহী শহর থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক বার্তা'র পৃষ্ঠায় জীবন ও সম্পত্তিনাশের ভয়ংকর সব খবর আর ছবি দেখে দেখে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। রাতে আলো নিভিয়ে বিছানায় গেলে মনের তলাকার অদৃশ্য নেগেটিভে মৌন ক্রিয়ায় ফুটে উঠতে থাকে অন্যতর এক অতীত বন্যার প্রিন্ট। আমার নিজের বাড়ি দক্ষিণবঙ্গের বাগেরহাটে—সুন্দরবন বেল্টে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বঙ্গোপসাগরীয় জেলাগুলির, বিশেষ করে, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনার উপর দিয়ে ঘণ্টায় ১৫০ মাইল বেগে 'গোর্কি' নামে প্রলয় ঝড় বয়ে যায়। বাগেরহাটের আরও দক্ষিণপুবে রামপাল, মরেলগঞ্জ, শরণখোলা, দাকোপ প্রভৃতি নিম্নাঞ্চল-এলাকা ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। সুন্দরবন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সেবারের সাইক্লোনে। বিপর্যয়ের এই কাছে-থেকে-দেখা ছবি আমার চেতনায় স্থায়ীভাবে দাগ কেটে বসে যায়।

যে কোনো জখমের নিয়ম হল, টাটকা অবস্থার পরবর্তী চাক-বাঁধতে-থাকার দিনগুলোতে ক্ষতের দগদগে চট উদোম হয়ে পড়ে। দুর্যোগের পর দেখা গেল, দিনে দিনে সমাজের নানা রকম উৎকট বিকৃতি চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। ঘটনাটি ঘটে সেই ঝড়ের বছর ১৯৭০-এর নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে এক দুপুরবেলায়। বাগেরহাট শহরে শিশুময়রার (কালো কমনীয় বিশাল দেহের মানুষটির নাম শিশু) মিষ্টির দোকানে বসে খবরের কাগজ পড়ছি। বাদা এলাকার কাছে বসত, আমার খুব চেনা এক আধাশিক্ষিত 'মাত্বর সাহেব'-এর সঙ্গে বহুদিন পর দেখা। খুশির আবেগে মেতে উঠে হাফ ডজন কিং-সাইজ রাজভোগ ও আরও আরও মিঠাইয়ের অর্ডার দিয়ে বসে সে। কে কার কথা শোনে? তার আকুল আর্জির বয়ানটা ছিল এরকম "আমার একখান মোটে আপিত্তি ছার। এই এতোডুন কাচা টাহা পাইছি। এট্টা সৎকাজে ব্যেয়ায় করতি দেন। আফ্নের আল্লার কিরে ছার! আফনি হলোগে আমারগো বাল্লকগো ওস্তাদ।" রাজভোগের পালা সাঙ্গ করার পর গাল ভরে পান চিবুতে চিবুতে মাত্বর সাহেব তার হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির ভেদরহস্য ভাঙতে শুরু করল। বাদা এলাকায় কোনো এক মৃত্যুপুরীতে জলবন্দি হয়ে ভাসছে স্তূপীকৃত পচাগলা লাশ। এই অসমসাহসী অর্থগৃধ্নু শিকারিটি লুঙ্গি

মালকোঁচা মেরে মুখে গামছা বেঁধে রামদা-হুইলবঁড়শি-খা'রই নিয়ে একা একা সেই ভৌতিক মুলুকে হানা দিয়েছে। মোটা মোটা গাছগর্দান। তার ডালে-জঙ্গলে বাধানো মানুষির লাশ — খালি লাশের পর লাশ — পানির পরে হাত-দ্যাড়হাত পুরু চটের পর্দা হয়ে ভাসতিছে লাশ — তুফোনের বাড়ি খাইয়ে ওঠে আর নামে আর ডাকতি থাহে আমারে : আয় — আয় — আয় —। মন্তরে টানা সাপের মতো আমার ডিঙিনাও কের্‌মে কের্‌মে আ'গোতি থাহে মির্‌তুপুরীর দিকি। বাঁশের ধ্বজী দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লাশের দঙ্গল ভেদ করি ডিঙির পথ কেটে নিয়েছে। বঁড়শিতে গেঁথে লাশ টেনে এনেছে হাতের কাছে। দা দিয়ে হাত-গলা-নাক-কানের গহনা কেটে কেটে খা'রই ভরেছে। তারপর সুযোগমতো ধুয়েমুছে সাফসাফাই করে স্যাকরার কাছে বেচে একচোটে একগাদা টাকার মালিক হয়ে গেছে। ওই টাকাতেই তার সেদিনের রাজকীয় অতিথিভোগের আয়োজন।

উনিশ বছর পর বন্যাপ্লাবিত উত্তরবঙ্গের রাজশাহী শহরে বসে ১৯৭৯-এর ১০ জুলাইয়ের রাতে সেই স্মৃতিবিষ কলমের কালিতে গুলে নিয়ে নেশাগ্রস্ত ঝোঁকে 'জলরাক্ষস' লিখতে বসে যাই। রাত প্রায় দশটা থেকে একটানা কলম চালিয়ে পরদিন বেলা দেড়টার দিকে ক্ষান্তি আসে। এই একাসনে বসে সে-বৈঠকে লেখা হয় ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আগাগোড়া সবটা একবার পড়ে দেখি। খুব বাজে লাগে। ফলে আর হাত দেয়া হয়ে ওঠেনি। পাণ্ডুলিপি ফেলে দেবার কথাও চিন্তা করেছি।

দু-বছর পরের কথা। ইতোমধ্যে বাসাবদল ঘটে গেছে। পশ্চিমপাড়ারই ৮৮/বি, শিক্ষকভবনে উঠে এসেছি। রাজশাহীতে তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট ভারতীয় হাইকমিশনার ছিলেন ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র সুসাহিত্যিক দেবকুমার মৈত্র। তাঁর তাগিদ আমাকে আবার টেবিলে এনে বসায়। ১৯৮১-র ৩ থেকে ৯ মে এই সাতদিনে 'জলরাক্ষস'-এর বাকিটুকু অর্থাৎ ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম পরিচ্ছেদ শেষ করি।

তখনও পর্যন্ত বুঝতে পারিনি, এই কাহিনির শুরুটাই করা হয়েছিল মধ্যিখান থেকে আচমকা। ১৯৮১-র ২ অক্টোবরে ঢাকার সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'-র ঈদু আজহা সংখ্যায় উপন্যাসটির ৭ম থেকে ১০ম পরিচ্ছেদ ছাপা হয় 'জলরাক্ষস' নামে। ছাপার অক্ষরে কাছে পেয়ে সন্দেহ হল, গল্পটির পূরণে কোথাও ফাঁক রয়ে গেছে। বিষণ্ন হয়ে উঠি মনে মনে। এ ভাবেই চলে আসছিল। বছরখানেক পরে ১৯৮২-র ২৭ থেকে ২৯ মে, এই তিনদিনে আরও কিছু স্লিপ লিখে আগের প্রকাশিত টেক্সটের গোড়ায় জুড়ে দিই ১ম, ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ হিসেবে। এই তিন পরিচ্ছেদ একসঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে 'জিৎ' শিরোনাম নিয়ে ১৯৮৩-র ঈদুল আজহা সংখ্যা 'বিচিত্রা'-য় ও একই বছরে শারদীয় 'পরিচয়' পত্রিকায় ছাপা হয়।

তখনকার মতো এটাই বইয়ের সমাপ্তি বলে প্রত্যয় হয়। কটা দিন বেশ স্বস্তিতে ছিলুম। কিন্তু আবার অঘটন ঘটে যায় আড়াইমাস পরে মে মাসের ২২ তারিখে রাজশাহী থেকে ঢাকায় যাওয়ার পথে নগরবাড়িঘাটে। বেলা এগারোটা হবে। ফেরির জন্যে বসে আছি। আদিগন্ত ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডবে উত্তাল হয়ে উঠেছে যমুনা নদী। সেই অশান্ত ক্যানভাস সামনে নিয়ে অবচেতনেই সহসা এই আপাতসমাপ্ত উপন্যাসের উপসংহারের পরও আবার একটি বাড়তি পৃষ্ঠা চলকে ওঠে। তড়িঘড়ি উত্তেজনায় ঘাটেই এক রেস্তোরাঁ-মালিকের কাছ থেকে তার ক্যাশখাতার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে লিখে ফেলি চূড়ান্ত শেষের আঠারোটি লাইন। এ

ভাবেই তালিতাপ্পি খেতে খেতে শেষঅবধি বর্তমান কিনারায় এসে ঠেকেছে লেখাটি।

এ-উপন্যাসের কিছু কিছু ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে পাঠকমহলে প্রশ্ন উঠেছে। দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যায় উদাহরণস্বরূপ বলেশ্বরী বিবির ধর্ষণদৃশ্য ও মসজিদের ইমামের মতো পবিত্র পুরুষের পরদ্রব্য লুণ্ঠনকর্ম।

প্রথম ঘটনাটির প্রত্যক্ষ দর্শক বাগেরহাটের (এখন ফকিরহাট থানাভুক্ত) টাউন নোয়াপাড়া নিবাসী শ্রদ্ধেয় ননী মুখুজ্জেমশাই। প্রচণ্ড সাইক্লোন চলাকালে গোশালায় গোরুর জাবনা দেয়া চাড়ির গায়ে পেড়ে ফেলে গৃহবধূকে ধর্ষণের আমনবিক দৃশ্যটি তাঁর নিজের চোখে দেখা। পরে তাঁর মুখ থেকে আমার শোনা।

তবে দ্বিতীয় ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী আমি স্বয়ং। ১৯৬০ এবং '৬১ পর পর দু'বছর দুটি প্রলয় সাইক্লোন বয়ে যায় তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের উপর দিয়ে। আমি তখন বাগেরহাট পি.সি. কলেজে শিক্ষকতা করি। ষাট সালে বাসা ছিল বাগেরহাট শহরের আমলাপাড়ায়। একষট্টি সালে উঠে যাই কলেজরোডে। বিশেষ ঘটনাটি ঘটে ষাট সালের ঝড়ের দিন বেলা দশটা-সাড়ে দশটার দিকে। রাতে শুরু হয়ে তখনও ভীমনাদে ভীমবেগে বয়ে চলেছে ঘূর্ণিঝড়। মা-বাবা-ভাই-বোন সবাই খাটের উপর জবুথবু হয়ে বসে কাঁপছে। বাইরের দৈত্য দরজা জানালা ভেঙে ভেতরে ঢোকার জন্যে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে চলেছে। প্রচণ্ডতর কৌতূহলে হুট করে দরজা খুলে আমি বারান্দায় বেরিয়ে আসি। বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের এ সুযোগ মিস করতে দেওয়া যায় না। সাদা দিন, পরিষ্কার আকাশ। তারই মধ্যে ঝেঁপে ঝেঁপে প্রচণ্ড গর্জনে বয়ে চলেছে সাইক্লোন। আলুথালু সাদা বৃষ্টির পর্দা ঊর্ধ্বশ্বাসে উড়ে চলেছে রাস্তার উপর দিয়ে। ডালপালা, ক্যানেস্তারা, খসাচাল, গোলপাতা, বোঁটাছেঁড়া কাঁচা কাঁচা নারকেল, জানালার পাল্লা, পাপোশ, ঝাঁটা — সব তালগোল পাকাতে পাকাতে উড়ে যাচ্ছে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। আমলাপাড়ার এ রাস্তা দক্ষিণ → উত্তরবাহী। বিপন্ন মানুষের আর্তনাদ ঝড়ের তাণ্ডব আর কী কাণ্ড প্রতিবেশী হামিদ সাহেব অর্থাৎ নুরুল আমিন স্কুলের শ্রদ্ধেয় আবদুল হামিদ সাহেব লুঙ্গি মালকোঁচা মেরে খালি গায়ে জনহীন রাস্তায় ধেয়ে ধেয়ে ফুটবলের মতো দুরন্ত গতিতে রাস্তার উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটন্ত পরের গাছের কাঁচা নারকেল ধরছেন। দৃশ্যটি অচিন্ত্যপূর্ব। উপন্যাসে একটু নমনীয় করে শিক্ষকের জায়গায় ইমাম সাহেবকে চালিয়ে দিয়েছি আমি।

প্রথম সংস্করণে কথ্য উচ্চারণঘেঁষা বানান লেখার ঝোঁকে 'খ্যালা', 'ব্যালা', 'ম্যালা', 'এ্যাক', 'ত্যারো' প্রভৃতি লিখেছিলাম। এখন আবার 'খেলা', 'বেলা', 'মেলা', 'এক', 'তেরো'-তে ফিরে এসেছি।

পাড় খসে পড়ছে নদীর, নদী
চওড়া হচ্ছে, দুদিকেই তার বাড়বাড়ন্ত
ফুলে ফেঁপে জল কামড়ে ধরছে মানুষের
ঘরবাড়ি গেরস্থালি তছনছ
জল যাচ্ছে গড়িয়ে—তেড়ে, বাদা ভেঙে
মাঠ গুঁড়িয়ে, কাৎ হয়ে পড়ছে গাছপালা
ডাঙা থেকে তালকানা পাখি মারছে
আকাশের দিকে লাফ, পরিত্রাণ
চাই, বাঁচতে চাই, বেঁচে থাকতে চাই,
শুধু বাঁচা, অহরহ মৃত্যুর ওলোটপালোটের
মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই, শুধু বাঁচতে চাই॥

— শক্তি চট্টোপাধ্যায়

# শুভবার্তা

আবুবকর সিদ্দিক বাংলাদেশের সাহিত্য-প্রাঙ্গণে নবাগত কেউ নন। কবি হিসেবে তিনি অধিক পরিচিত। কিন্তু গদ্য-রচনা তাঁর নিকট দুয়োরানি নয়। গল্প কম লেখেননি। কিন্তু পুস্তকাকারে এ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি আজও। উপন্যাস অবশ্য তিনি লিখেছেন। এতদিনে পুস্তকাকারে 'জলরাক্ষস' বেরুচ্ছে, আমি তার জন্যে বিশেষ আনন্দিত। কারণ পত্রিকায় যখন উপন্যাসটি ছাপা হয়, তখনই পাঠকমহল নড়ে উঠেছিল। তার চেয়েও বেশি নড়ে উঠেছিল কর্তৃপক্ষ — শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার ভার যাদের হাতে ন্যস্ত। শেষ পর্যন্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে সামারি ট্রায়ালের আসামিরূপে লেখককে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল, সসম্মানে তিনি মুক্তি পান। আমার মনে হয়, এই পুস্তকের মধ্যে ক্ষোভ-ক্রোধের নানা হেতু বর্তমান। তীক্ষ্ণ সমাজ-সচেতন লেখক ক্ষমাহীন চাবুক হেনেছেন অবিচার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে। কর্কশ নন্দনতত্ত্বের মাপকাঠি প্রয়োগের চেয়ে, আমার মতে, এই বই প্রত্যেকের পড়ে দেখা উচিত সৌন্দর্য রস আহরণের জন্যে। আবুবকর সিদ্দিক যে অমিত তেজ এবং সাহসের সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন-ধারার আলেখ্য তুলে ধরেছেন, তা মনে রাখার মতো ঘটনা। তাঁর এই প্রাণশক্তির স্পর্শে আমাদের সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। আশা করি, আবুবকর সিদ্দিক তা মনে রাখবেন।

২৬ ১ ৮৪

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

## এক

পুরানো পুঁজে আর পুরানো রক্তে দলা পাকানো তিনদিনের খারাপ মেঘ। মসজিদের গম্বুজ ছাড়িয়ে কালো বাঁশবন পেরিয়ে নদীর ওদিকে যে ছাড়া ছাড়া আকাশ, সেই উত্তর-পশ্চিম কোণটায় ঠায় দাঁড়িয়ে আজ তৃতীয় দিন। হলুদে-লালে বিকার ধরা রোদ। তাকানো যায় না।

সেদিকে তাকিয়ে ইদু মুনশি বিড় বিড় করে। তিনদিন ধরে বিড় বিড় করছে। ভয়ানক দুশ্চিন্তায় কপাল ও গালের প্রতিটি খাঁজ কেটে বসেছে। চোখ বিকল হয়ে যেতে বসেছে। পাটিতে পাটিতে দাঁত গেঁথে আছে। আর বাঁকা নাক হেলে পড়েছে একপাশে।

ইদু মুনশি আছরের নামাজ শেষ করে মসজিদের সামনেকার টিউবওয়েলের কাছে এসে দাঁড়ায়। দাড়িতে আঙুল ব্রাশ করতে করতে কথা বলে। কথার থুথুতে দুর্গন্ধ ছিটকে আসে। গ্যাদাচোরা বাঁয়ে ছিল। নাক টেনে গন্ধের ধাত পরখ করতে করতে আরও বাঁয়ে সরে দাঁড়ায়। নাক টানাটা মুদ্রাদোষ। স্বর নেকো হয়ে যায়। বলে, জেঁ কী কঁন হুঁজুর?

কতিছি কী লক্ষণ আবালে[১] ঠেহি। মানেকথা সমায় ঘোনাইছে। ইদু মুনশির রাগ রাগ গলা। কার উপর রাগ?

জেঁ কন। গ্যাদা ক্যান ক্যান করে।

পাপে ঘিরিছে।

গ্যাদাচোরা ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে। কাটা কপালে হাত রেখে খেউড়ওআলিদের মতো ঢঙ করে বলে, পাঁপে ছাড়ে না বাঁপে। দাঁবাড় আসলো বোলে।

ইদু কুঁজো দিয়ে ছিল। সড়াৎ করে লম্বা হয়ে যায়। কী কও কথাডা?

কতিছি এই ম্যাঘের কথা। গোরুর পোঁকও[২] মরবে গোরুও মরবানে।

যাই চৌধুরিসায়েবরে কঁয়ে আসি খবরডা। কোমরে ঘুর্ণি তুলে গ্যাদা চলে যায়। চৌধুরিসায়েবের কাছে সরাসরি নয়, চুরির ইয়ার গোনজোরালির কাছে। গ্যাদা জাতে পুরুষ, ধাতে গোনজোরালির সেবিকা। গুণের মধ্যে গুণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে।

আমার চারকুড়িআশি বয়েস গ্যালো। এমন সব্‌বোনাশা আলামত[৩] দেহিছি নাকি? কই? না কী হবানে কপালে? ইয়া মা'বুদ[৪]! বিড় বিড় করতে থাকে ইদু মুনশি।

সামনে সবুজ দুনিয়া। কত শত একর জুড়ে তার শুমার[৫] অনুমানে আসে না। দলিল-পরচা-দাগ-খতিয়ানই বলতে পারে। ধানে পাক লাগেনি, তার আগেই গাছের গোড়ায় পচ ধরেছে। বৃষ্টির জল জমে আছে। এখন নাবালের দিকে। সবুজ ঢেউ আরবি ঘোড়ার পিঠের

---

১. আবালে = অপয়া

২. পোঁক = পোকা (আঞ্চলিক কথ্যরীতির দরুন 'পোকা' 'পোক' হয়েছে। উপরন্তু বক্তা, গ্যাদা খোনা বলে 'পোক'-কে 'পোঁক' উচ্চারণ করে)।

৩. আলামত = পূর্বলক্ষণ, লক্ষণ।

৪. মা'বুদ = উপাস্য, পূজনীয়।

৫. শুমার = সংখ্যা, ইয়ত্তা।

মতো দুলকি চালে লয় মেলাচ্ছে বিকেলের হাওয়ার সঙ্গে। ইদুর খালি পেট। খরখরে চামড়া। নাই জুড়ে হাতের তালু ঘুরোতে ঘুরোতে বলে, চাই বাঃবাঃ! বাহাঃ।

তারপর হঠাৎ বাতাসটা দম আটকে বন্ধ হয়ে যায়। ঈশান কোণে হামা দিয়ে থাকা তিনদিনের বদ মেঘ ওটা। ইদু মুনশি নাক কুঁচকে তাই দেখে। 'আশি বছরে'-র সত্যিমিথ্যে সেও উচিতমতো জানে কি না সন্দেহ। তবে খারাপ মেঘটাকে চিনতে কারও অসুবিধা হয় না। চোখ টেরিয়ে বলে, আ, বিধেতাল্লা, এ কী আলামত! গোনজোরডারে পারলামই না হেদায়েত করতি। মানেকথা—

ধানে পাক ধরবে এবারে। গোছগুলোন যেন ভরাগাইয়ের ওলান। টস টস করছে। আর ইদুর পেটে নিঘিন্নে খিধে দংশে মারছে কাঁহাতক! সে একজন ভূমিহীন। তবে চাষি নয়। মসজিদের তোলা-সিন্নি-মানসিক; এই সব উঞ্ছবৃত্তি করে খায়। শব্দটা পেশইমাম[১]।

মাথার উপর খোলা আকাশ। দম বন্ধ করে ওঁত পেতে আছে। মতলব খারাপ।

কেউ কোথাও নেই। ইদু একটা কায়দামতো গাল দেয়, নিজের চোয়াল উঁচিয়ে ঠোঁট ভেটকিয়ে, শালাশ্‌শালা! মানেকথা—!

হঠাৎ গরম ছ্যাঁকা। কানপিঠের চামড়া শিউড়ে ওঠে। ইদু চোখ ঘুরিয়ে দিগন্তের দিকে তাকায়। কান পেতে ঠাহর করার চেষ্টা করে। আরেকটা গরম হলকা ধেয়ে আসে। শুকনো ঝামা-শরীরের ইদুকে ঝলসে দিয়ে যায়। লোকটা দাড়ি উড়িয়ে লোকালয়ের দিকে ছুট মারে। আর ঘেয়ো নাছোড়বান্দা মেঘ চোখ মটকে আড়মোড়া ভাঙে। ল্যাজ উঁচিয়ে ইদুর পিছু নেয়।

•

তল্লাটে মন্বন্তর লেগেছে সে আজ তিনমাস। সেই সঙ্গে মারি আর মরক। মোট জনসংখ্যার বিশভাগের একভাগ মরে ফৌত। ভূমিহীনের ভারী ফ্যাসাদ। বেঁচে থাকতে তখন বাঁচার গরজটাই ছিল বড়ো। সরকারি সড়ক ধরে কাজের তালাশে যেতে হয়েছে। পরের জমিনে কামলা[২] খাটতে হয়েছে। ভিখ মেঙেছে। পাশদুয়োরে হাত পেতেছে। উপোসে-রোগে পা দুটো অচল হয়ে এখন দাঁড়ানোর জমি নেই। নিদানশোয়া শোবে, সে ভুঁইটুকুও আতান্তরে। ছিল একটা বারোয়ারি গোরস্থান। আগেভাগে মরণেঅলারা দখল করে নিয়েছে। এখন মাঠের কানায় বা নদীর চরায় সব গায়ে গায়ে মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকতে হয়। পচা গন্ধে বাতাস বোটকা ভারী।

এমনও দশা, এই একটু পরে ঠিকঠাক মরবে বলে টের পায় যে, সে ধুঁকতে ধুঁকতে মাঠের নাবালে কী নদীর চরায় পৌঁছে আগাম শুয়ে শুয়ে শ্বাস টানছে। চালধোয়া জলকাটা চোখ। আকাশ ও আকাশের কর্তাকে শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছে। রক্তচোখ বুজে আসে। নাকেমুখে সিঁটানি। শকুনডানার সিঁটে গন্ধ নিতে নিতে শেয়ালেরা নামতে থাকে। হিম লাগা পায়ের তালুতে-পাতায় নাক ঘষে স্বাদের ওজন বোঝার চেষ্টা করে।

প্রতিবাদ নেই। প্রতিরোধ নেই। কোথাও কোনো স্পন্দনলক্ষণ নেই। যা কিছু সব অবধারিত। ক্ষয়। মৃত্যু। পচন। লয়। কেবল যে অন্ধকার চেপে এলে পর অন্য কথা।

---

১. পেশইমাম = নামাজ পড়ার সময় যিনি ইমামতি করেন বা নেতৃত্ব দেন।

২. কামলা = কিষাণ, ভূমিহীন চাষি।

BanglaBook.org

ক্ষুধার ঘোরে পেশির সবটুকু শক্তি নিয়ে যে অমানুষিক বিকার সে সুযোগে জেগে ওঠে, তা কামনা। প্রাকবৈনাশিক সম্ভোগকামনা। মৃত্যুর অধিক দ্রুত গতিতে জন্মের দায় বাড়তে থাকে একেবারে নীচুতলায়। মানুষের কৃমিতে মাপা-মাটির ফাঁকা ঠাঁই ভরাট হয়ে যায়।

কান্নার ধ্বনিটুকু ওঠে না আর। রগ ও স্নায়ুর দরকারি বলটুকু উবে গেছে। উপরন্তু, শোকেরও আতান্তর। জ্যান্ত মানুষের নাকেঠোঁটে মাছি বসে ডিম পাড়ে। আস্তে আস্তে একঘেয়ে হয়ে আসে মৃত্যুর ভয়াবহতা। মড়া বয়ে নিয়ে যেতে যেতে বাহকদের ঘাড়ের হাড়ে ঝিঁঝি ধরে। রাগে হিংসায় ইচ্ছা করে, দেয় ফেলে কাঁধের বোঝা। কাঁদতো। কাঁদার জুতটুকু শুষে নিয়েছে আকাল। চাল আগে মণে বিকোতো। এখন সেরে। দর চড়তে চড়তে নাগালছুট। সোনাকুচির পারা। যার দরকার নেই, সেই চৌধুরি ছাড়া আর কারও বাপের মুরোদ নেই কিনে খাবার। আকাশে মাংসাশী শকুন। তার উপর তিনদিনের পচা মেঘ ম্যাদা রোদ।

হ্যাঁ, এই গ্রাম কপালে চোখ তুলে মাঠের দিকে পা ছড়িয়ে রুঠো স্তন মেলে দিয়ে বসে আছে। উদ্ধারের আশা স্মৃতি বোধ সবই নষ্ট।

সন্ধের দিকে রঙের ব্যাপারটা কেমন গোঁজামিলে ভরে যায়। ছোপ ছোপ ছায়া। খাবল খাবল আলো। সবটা জুড়ে বাঘডোরা। একধরনের বিশ্রী নিস্তব্ধতা সমস্ত প্রকৃতির টুটি টিপে সিঁটিয়ে রাখে। প্রহরের পর প্রহর নিথর পড়ে থাকে বাঁশবন গাবগাছ বাবলাঝাড়। অক্সিজেন না পেয়ে বায়ুমণ্ডল ফেঁপে ওঠে।

পুরো বেলা কেটে যাবার পর সর্ সর্ শব্দ নেমে আসতে তাকে শুকনো পাতা বেয়ে। খ্যাপা সরীসৃপ জেগে গেছে। বুকে হেঁটে চলেছে খাবারের খোঁজে। আজ রাতে দেদার ব্যাঙশালিখ শিকার হয়ে যাবে। দমকা হাওয়া দিয়েছিল বিকালের দিকে। এখন আবার সব নিঃসাড়।

দূর সড়কে কিছু চালু ছায়া। না, এখনও সড়কের উপর অবধি উঠতে পারেনি। একটা আধশুকনো জলা পড়েছে। সেটা ভেঙে আসছে। এবারে সড়কে উঠবে। আলগা আলো চিনে পথ চলে রাতচরা মানুষ। তাদের বুকেপিঠে লোম নেই। আঙুলডগায় ছুঁচলো নখ নেই। তবু জন্তুর আদল আসে। কারণ পায়ের ওঠানামা সাধারণভাবে মাটিমুখী। হাঁটু ভাঙা। কোমর ঝোঁকা। কাঁধ এলানো। মাথা হেঁট। হাত এলেবেলে। এই সব প্রতিজ্ঞাহীন ছায়ামূর্তি অন্ধকারে রগ টেনে টেনে পথ হাঁটে কোনো শুভ প্রেরণায় নয়, নির্মম জৈবিক তাড়নায়। হাতে হেঁসো, কোমড়ে গামছা। চোখে নোংরা আগুন। কিছু দূর এগিয়ে জমিতে নেমে যাবে। পরের জমি। ধানের ছড়া কেটে কাঁচা নরম চাল বের করে জমিতে দাঁড়িয়েই চিবিয়ে খাবে। পারলে কিছু গামছায় বেঁধে বাড়ি নিয়ে আসবে।

কিন্তু ঘর থেকে ধানজমি; এই দূরত্বটুকু পাড়ি দিতেই খসে আসে শরীর। গাবতলায় এসে হামলে পড়ে একটি ছায়া। রাত বলেই ধরা যায় না শরীর বাঁশপাতার মতো কাঁপছে কি না; প্রাণ গলার গোড়ায় উঠে এসে ঢেলার মতো তির তির করে তড়পাচ্ছে কি না; দুটো চোখ সাদা লিচু বের করে করে দিয়ে থির হয়ে গেছে কি না; অথবা গালের কষ বেয়ে ফেনা গেঁজলিয়ে নেমে আসছে কি না।

BanglaBook.org

এবারে অবিকল জন্তুরই শব্দ ওঠে মানুষের গলা দিয়ে। বিকৃত ঘষা নিরর্থক। এগিয়ে যাওয়া ভিড়টা থেমে পড়ে। কিছু একটা সন্দেহ করে ডাক দেয়, ছবোরভাই! ছবোরভাই! আরিও—ছবোরভাই! নাঃ, ছবরোদ্দি ভুট।

একজন লাঠি দিয়ে উলটিয়ে দেয় দেহটা। ফ্যা-স করে কিছুটা শ্বাস বেরিয়ে আসে। একজন গা এলিয়ে বসে পড়ে পাশে। ছায়াগুলো বিমূঢ় অনিশ্চিত এখন। জট পাকানো আর পরস্পরে বিচ্ছিন্ন। হয়তো আন্দাজেই আতঙ্কিত। কে যেন লুটোনো লোকটার বাহু ধরে টেনে তোলে।

মরতি চাও আঁই? চলোদি তড়াত্তড়[১]। লোকটা আবার গড়িয়ে পড়ে।

কালো মূর্তিগুলো সড়কের অন্ধকারে মিশে যায়।

এ অন্ধকারে বাতাসও স্থবির। টান নেই। বিকেলে একটিবার গরম ঝলক দিয়ে, ব্যাস, চুপচাপ পাথর। একটুখানি বাতাস খাবার জন্যে ছবরোদ্দি গাবতলায় সটান শুয়ে থেকে বড়ো আঁকুবাঁকু করে।

এবারে চৌধুরিবাড়ির সীমানাসরহদ।

সেই সাবেকি আমলের দোতালা মহাল। দাগড়া দাগড়া দেদো ঘায়ে জীর্ণ আস্তরণ। লাল ইটের ফাঁকফোকরে নানারকম বাস্তুপ্রাণীর বাস।

চৌধুরিকে চুপে চলে সবাই। তার খড়মের আওয়াজ শুনলে তক্ষকটাও ডাক থামিয়ে ফাটলের আড়ালে চুপটি মেরে পড়ে থাকে। গোটা মধ্যযুগ বহাল এখানে।

চৌধুরির মন শরিফ। তবে তবিয়ত ভালো যাচ্ছে না দিনকতক। বাতাসের বড়োই অভাব। থাকে থাকে চর্বি জমেছে। সেখানে বিনিবাতাসে গুমট ধরে আছে। বিবিদের সেবার কামাই নেই।, কিন্তু ঘুমঢুলুনিতে তাদের হাতপাখা এসে দাড়িতে জড়িয়ে যায়। থুঁতনিতে বাড়ি খায়। এই মুসিবত।

আজ কয়েকদিন ধরে লাগাতার বেবাতাস। শ্বাসপ্রশ্বাস চিপপা। গাছগাছালি থমক ধরে দাঁড়িয়ে আছে যেন বেরেষের কাঠ[২]। মাগরেবের আগে খানিকটা আগুনেঝলক দিয়ে গিয়েছিল। আর নয়। ভেজা ব্যাদলানো ভাপ ধুমসে উঠছে মাটি দিয়ে।

---

১. তড়াত্তড় = তাড়াতাড়ি।

২. বেরেষের কাঠ = খুলনা জেলার দক্ষিণপুবে বাগের হাট, মোল্লারহাট ইত্যাদি থানার বিভিন্ন এলাকায় গ্রামীণ জীবনে শব্দটি খুব প্রচলিত। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা মৃত জনের আত্মার সদ্‌গতি কামনায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান 'বৃষোৎসর্গে'-র আয়োজন করে। এতে চারটে বকনা বাছুরের সঙ্গে বৃষ উৎসর্গ করে ছেড়ে দেয়া হয়। সেই বৃষ বন্ধনের কাষ্ঠস্তম্ভের নাম 'বৃষকাষ্ঠ'। স্থানীয় উচ্চারণ 'বেরেষের কাঠ'। নদী বা খালের তীরে পুঁতে দেয়া হয়। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে জোয়ার-ভাটার স্রোত। তার উপর দিয়ে ভাসমান নৌকো ও নৌকোর মধ্যে চলমান জীবন। চোখে কৌতুক ও কৃপা নিয়ে তাকিয়ে দেখে যাত্রী : রোদে বৃষ্টিতে হিমে যুগের পর যুগ একঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে বেরেষের কাঠ। বিকারহীন জড়অনড় একলা। শব্দটা তাই গ্রামের জনজীবনে একটা ব্যংগাত্মক প্রবাদ। অর্থ বোধবুদ্ধিবর্জিত হাবা।

BanglaBook.org

তারও চেয়ে ঘন গ্যাস ভেপে উঠেছে চৌধুরির উপরপেট আর বুকের ভিতর। চোঁয়া ঢেঁকুর সামলাতে সামলাতে হয়রান। বার বার দালানের পালংশয্যা ছেড়ে বাইরের দহলিজে এসে দাঁড়াতে হয়। গেট পেরিয়ে বাড়ির সামনে কাঁচা সড়কে। আমতলায় দাঁড়িয়ে খোলামেলা বিশাল ধানিজমি নজরে পড়ে। রাতের ভুসোকালি মাখা আকাশের তলায় এখন ধানের সবুজ রং নষ্ট নিরাকার। তবু আন্দাজেই বুক ফুলে ওঠে। সবুজ সন্তানেরা তাকে ডাক দিচ্ছে। তারই জন্ম দিয়ে আসা সব চারাগাছের থোড় ভরা ধান। এখন নয় গো বাবাসকল, আর দুটো মাস সবুর কর। লাঠি ঘুরিয়ে থাল বাজিয়ে সব ঘরে তুলব।

আটটা মড়াই দেয়ালসীমার বাইরে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে। ভা'লো[১] বাঁশের পাঁচ ইঞ্চি বাতা দিয়ে বোনা কঠিন দেহ। তার উপর দিয়ে মোলায়েম করে হাত বুলিয়ে যায় চৌধুরি।

কী গো বাবাজি! প্যাট খালি, না? সন্দ নাড়ি কান্দে। র র আর দুডে মাস থির র। মাড়ি কামড়ায়ে পড়ে থাক।

ফের চোঁয়া ঢেক ওঠে। চোরা গ্যাসের চাপ। বড়ো বেয়াদব বদ এই মানব গতর। চৌধুরি যদি দুনিয়ায় সত্যিকার কোনো কিছুর জন্যে মহব্বত বোধ করে তো তার এই শরীরখান। সারালো শাঁসালো খাদ্যের ফোঁটা ফোঁটা রসে গড়েবেড়ে ওঠা এই কিসমতি সম্পত্তি। বিবি বলো জমি বলো খাবার বলো দৌলত বলো, সব শরীরের কারণ। এই যে মাঠ ভরা টাকা, আর দুটো মাস পরেই গোলামড়াই সব ভরে উঠবে, মাথার মধ্যে এখন থেকেই চৌপরের বাজনা নিকে খাৎনা[২] জারিগান ইলেকশন....ওঃ! দেমাক শরিফ না রেখে কি আর উপায় আছে? কিন্তু বাদ সেধেছে শরীর। ফুরফুরে হাওয়া খেতে না পেয়ে এই তিনদিনে একেবারে গুমসে উঠেছে। ফুসফুসের ভেতরবাগে তলখ্যাঁচড়া হাঁইফাঁই। তার উপর আবার উত্তর-পশ্চিমের ফারা ফারা নস্যিরঙা মেঘ। ঝুলেই আছে বদনসিবের হরফের মতো। কাল জুম্মাবাদে ইদু ইমাম বললে, মহাঝড় আসতিছে। মোমিন মোসলমানো সাবধান! পেল্লায় রোজকেয়ামত।

ইদু মুনশি বললে, তার চারকুড়িবছর বয়েস। এ রকম কুফরি[৩] মেঘের লেগে পড়ে থাকা আর দ্যাখেনি।

ইদু মুনশি কোরানে কারী[৪]। ইনজিল কেতাবও পড়েছে। কাজেই তার জরুরি হক ডর লাগিয়ে দেবার।

চারআংটিসুদ্ধ চারআঙুল কামড়ে বসে হ্যাঁতালের লাঠির মাথায়। লাঠির তলার পেতলের খুরো খামচে ধরে কাঁকুড়ে মাটি।

অ-য় গোনজোর! গোনজইর‍্যা—অ্যা—। প্রসবকাতর গাইয়ের মতো ডাক ছাড়ে

---

১. ভা'লো = ভালকে।

২. খাৎনা = ইসলাম ধর্মীয় বিধান অনুসারে পুরুষশিশুদের শিশ্নাগ্রের ত্বক ছেদন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'খাৎনা'।

৩. কুফ্‌রি = অশুভ, শব্দ।

৪. কারী = বিশুদ্ধ ভাবে পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠকারী।

BanglaBook.org

চৌধুরি। তাতেই হাঁপ ধরে যায়। আমের শেকড়ে বসে পর পর কয়েকটা উদ্‌গার তোলে। তবে না কিছুটা মুক্তি।

দেখতে দেখতে কালো হয়ে এসেছে মাথার উপর। ঘোরালো মেঘে ঢেকে ফেলেছে পুরো আকাশ। পাখপাখালির রাটুকু নেই। বড়ো ভয়ংকর রাত নামছে। চৌধুরি উঠে গেটের দিকে ফেরে। দেয়াল পেরুতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়।

ধুস ছোড়োমেয়া ছাড়োদিনি!

গলার স্বর তারই বলেশ্বরী বিবির সন্দেহ কী! চিক আর দানা ভরা। অনেকখানি সময় নিয়ে রেশ ধরে রাখে। কিন্তু ছোটোমেয়াটি? অ! চোখের পুতুল ছোটো হয়ে যায় চৌধুরির। নিজেরই সৎভাইটি। চিড়াগাঙ থেকে পুরানো গাউনের পেটি এনে ওপারে চালান দেয়। নগদের কারবারি। পরশুদিন ঘরে ফিরেছে। ফিরুক। কিছু এসে যায় না। নিজের চাহিদামতোন বান্দি হাজির পেলে হয়। বিবি তো একটাদুটো নয়।

সামনে ঘোর ঘোর লাগে। নিশ্বাস ঠাহর করে চৌধুরি। চাপা আওয়াজ দেয়, কেডা ও? গোনজোর?

জে।

কই যাস?

হুজুরে ডাকলেন য্যান।

একফর[১] আগে। জরি ঘোম?

জে।

ধর। হারামজাদ শয়তান ধর।

গোনজোরালি অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে পেতে ধরে। মাংসের তাল এসে এলিয়ে পড়ে। গোনজোরালি কী করতে পারে এখন? তার নাপাক দাড়ির ডগা অবশ্যই এই শরিফ মাংসের উপর ঝাড় খাচ্ছে। ভোভ্‌রা[২] ছাগুলে গন্ধঠাসা খেসো[৩] দাড়ি। বেতমিজ কারবার! আর এই ভারী মাংস কোলের মধ্যে। গোটা শরীর ধরে নিয়েই গেটের কাছে বসে পড়ে গোনজোরালি।

বানা—আ—!

কোল আর বুকের উপর শরীরটা আঁকড়ে রেখে গোনজোরালি নরম আঙুলে বানাতে শুরু করে। মাথা ঘাড় গর্দান দাবনা; সব বাছাই কাপ সেন্টার।

এবারে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ ওঠে চৌধুরির গলা দিয়ে। বোঝা যায় এখন ঘুম যাবে।

ম্যাঘ দ্যাখছোনি? এ সময়টা চৌধুরির মধ্যম পুরুষে সম্বোধন করা দস্তুর।

জে।

সবডি দয়[৪] যাবা। ছাইগুষ্টি স—ব।

---

১. ফর = প্রহর > পহর > ফর।

২. ভোভ্‌রা = পাঁঠা-ছাগলের গা দিয়ে বেরুনো বদ গন্ধ।

৩. খেসো = খসখসে।

৪. দয় = ধ্বংস।

BanglaBook.org

জে হুজুর।

হ্ হ্। কী, জরির জন্যি মরতিছ?

তুলতুলে গর্দানে ডাবানো গোনজোরালির কেঠো আঙুল। কথা বলতে পারে না। শুধু শির শির করে কাঁপে।

চৌধুরি সেই হাতে হাত রেখে অভয় দেয়, যায় যাবে। ভাবিস কী? জরু আর গোরু, আপ্‌সে আয় আপ্‌সে যায়। ফের ভি আপ্‌সে পায়।

গোনজোরালির মুখ দেখা যায় না। সন্ধেরাত। দলা দলা কালো। সে-ও মাটিতে লেটকে বসে নিয়েছে। অবার আঙুলের কাজ চালু হয়ে যায়।

আরাম পেয়ে চৌধুরি পুট পুট করে প্রাণের কথা বলতে লাগে, ম্যাঘডা কাটলি অমনি কিন্তুক বা'রোত্তি হবে।

জে।

বেরুনো মানে লেঠেল থানা সদর লাশকাটা-ডাক্তার উকিল এম.পি. ইত্যাদি। গোনজোরালির জানা আছে। ধান ওঠার আগে আগে এ সব গোছগাছ করে রাখতে হয়। ফি বছরকার রেওয়াজ।

ঘড়ড় ঘড়ড় ঘড়ড়। ঘুম পেয়ে গেছে চৌধুরির।

মাংসের লাশ আলগোছে ঘাড়ে তুলে নিয়ে দালানে উঠে যায় গোনজোরালি। পালঙ্কে নামিয়ে দিয়ে আসে নিঃশব্দে।

উপরে তখন অতি দ্রুত ফাঁকা জায়গা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ডানা সেঁটে ঝুলে পড়েছে কালো মেঘ। নীচে পৃথিবীরও শ্বাসবায়ু মিইয়ে এসেছে। পিঠ পেতে আক্রমণের অপেক্ষা।

দালানবাড়ি পেছনে রেখে হাতের বাঁ দিকে সদ্য ঝেঁকে ওঠা লেবুগাছ। সেটা ছাড়িয়ে চারপুরুষ আগের যুগের পুকুর। বলা চলে, আধাদীঘি। তার পুবপাড়ে হাতপনেরো সরে গিয়ে গোনজোরালির দোচালা। আগে কোঠাবাড়িতে থাকত। জরিনকে বউ করার পর এই দোচালা বেঁধে নিয়ে উঠে এসেছে।

দুয়োরের ধারে এসে দাঁড়ায়। ভেতর থেকে ফোঁস ফোঁস শব্দ আসছে। জরিনের ঘুম ওটা। বহুত তেজী আওরত।

গোনজোরালি বাইরে থেকে ডাক দেয়, এ জরি! জরি — ন!

তিন-চারটে ডাকের পর জরি সাড়া কাড়ে, কন শুনতিছি।

গা তোল এ জরি!

কন ক্যানো?

ম্যাঘের ভাব ভালো না। উঠে ঠেংগা[১] দে।

যান কই?

কামে।

কামে মানে চুরিকম্মে। এটা গোনজোরালির একটা ভিতরের নেশা। মেঘ দেখলে

১. ঠেংগা = দরজায় ঠ্যাকা লাগানো আড়বাঁশ।



BanglaBook.org

ব্যাঙের মচ্ছব লাগে। আর গোনজোরালি চুরিতে বেরিয়ে পড়ে। সারাটা বর্ষাকাল সে সিঁদচুরির উপর থাকে। বয়েস মাঝবেলা পেরুলো। তবু লেঠেল বলে পরিচয়। ছিঁচকেমি মানায় না। করতেও হয় না। চৌধুরি তাকে দিয়ে ভারী ভারী দায় সারে। কেবল এই রাতবেরাতে চুরিকম্মোটি তার নিজের সাধা। অন্ধকারে হাতসাফাই করা আর নিরাপদে বেরিয়ে আসা, চমৎকার পৌরুষের কেরদানি। আগে ছবরোদ্দি সাথি ছিল। এখন না পারতে আর ডাকে না। সিঁদের মুখ থেকে বেরুনোর সময় টিনের পোঁচে তার গাল কেটে যায়। ধরা পড়লে আয়নাসুন্দরীর সাতভাই সেবারে পেঁদিয়ে বেন্দাবন দেখিয়ে আনত। সেই থেকে ছবরোদ্দিকে আর সঙ্গে নেয় না। একা একা বেরোয়। গ্যাদাটা কিছুদিন বায়না ধরেছে সঙ্গে যাবার। নেয়নি। যাচ্ছেতাই ছ্যাবলা। সারাক্ষণ মটরলঞ্চের মতো ফটর ফটর করার তালে আছে। হারামজাদা একেরনম্বর! মুরোদ বলে কিচ্ছু নেই। তক্কেতক্কে ঘোরে। গোনজোরালি বেরিয়ে গেলে ঠিক এসে উঠবে। ঠেংগা ঠেলে যে ভেতরে ঢুকবে, ঢ্যামনার সে সাহস নেই। সারা রাত জরি বা'রদোরে বসিয়ে রেখে মধুর মধুর বোল শোনাবে। এরই নাম গ্যাদাচোরা।

মনে মনে নাম করতে করতে সত্যি সত্যি গ্যাদাচোরা এসে হাজির। একেবারে হাঁপাতে হাঁপাতে। ফুলমালির মতো সঙ। সামনে এসে দাঁড়িয়েই ফিক করে হেসে দেয়।

গোনজোরালি যেচে বলে, তোর ভাবি একা। খেয়াল রাহিস।

ওঁস্তাদ!

গ্যাদার গলার স্বর ভালো না। গোনজোরালির ভালো ঠেকে না।

ক কী ক'বি।

মুনশিসায়েব কলেন কেঁবলি। দাঁবাড় আসলো বোলে।

হ ভাবগতিক ভালো না সন্দ। গোনজোরালি আকাশের দিকে চায়, চোখ তুলে।

জমাট বেঁধে আছে মেঘ। সবটুকু বাতাস আটকে রেখেছে। পশ্চিম দিকে ভীষণ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হাউইবাজির মতো।

সাঁতে আসপোনি ওস্তাদ?

নাঃ! তই জরিরে দ্যাখ। হাত ঘুরিয়ে গ্যাদাকে ধাক্কা দেয়।

ফোঁস ফোঁস শব্দ আসছে ঘরের ভিতর থেকে।

ঘুমুতে পারে বটে মাগি! গ্যাদা ডেকে না তোলা ইস্তক টানা চালিয়ে যাবে। মনে মনে গজ গজ করতে করতে চলে যায় গোনজোরালি।

## দুই

কোথায় কীসে যেন একটানা কু দিয়ে যাচ্ছে। বাদাবনে বাওয়ালিরা যেমন সাংকেতিক কু দেয়। না। ততটা মোটা নয়। বাদাবনের গহীন এলাকায় বুড়ো অজগর যেমন টানা শিস দিতে থাকে।

সব কিছু কেমন যেন উলটপালট মনে লাগছে। আর সব রাতে শেয়ালেরা এতক্ষণে

BanglaBook.org

একবার প্রহর ঘোষণা করে তারস্বরে। তারাও চুপচাপ। সড়ক ধরে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়, শুধুমাত্র সে-ই বেঁচে আছে এদেশে। সে-ই শুধু হন্যে প্রেতের মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে এই ভয়ংকর রাতে।

কিছুই ঠাহরে আসে না। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলেও। সেই একটানা শিসের শব্দ। মাথার মধ্যে মরণঘুন্নি তুলে কেটে বেরিয়ে যায়। কোন্ দিক দিয়ে আসে? নদী না আকাশ? নাকি ঢাউস দুয়োনি[১] উড়িয়েছে আধ মাইলজোড়া কোনো বখাটে রাখাল? তারই শব্দ। না তো। বাতাসই নেই। উড়বে কীসে?

উপরের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে গুড় গুড় করে।

চুপচাপ রাস্তা ধরে এগিয়ে যায়। ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনো কথা নয়। বিনা টানে পুরানো স্যাঙাত ছবরোদ্দির বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। বেঁচে আছে কি না এই আকালে জানার কথা নয়। বহুদিন খোঁজখবর নেই।

কাহারপাড়া দিয়ে কান্না ভেসে আসে। সুরেই বোঝা যায়, মড়কের কান্না।

আরও খানিক পরে 'হরি হ-রিবোল'! হরি হ-রিবোল'! মশালের ভূতুড়ে নাচন। খাটো গলি দিয়ে বেরিয়ে বড়োসড়ক ধরে চলে যায় নদীতীরে শ্মশানের দিকে। অন্ধকারে ঘষা ঘষা কিছু ছায়ার ঘোঁট। ভয়ে ও শোকের দায়ে জট বাঁধা।

ছবরোদ্দি আসলে জাতভূমিহীন। ভিটেবাড়ি বলে কিছু নেই। রাস্তার পাশে ঝুপড়ি বেঁধে থাকে। ছেলেমেয়ে? তাও নেই। শুধু বউসার।

পায়ের সাড়া পেয়ে লাফিয়ে ওঠে বউটা।

কেডা? ওহো, আসলেন নি তয়?

আমি গোনজোর। কই ছবোরাই কই?

গোনজোরের গলা পেয়ে ডুকরে ওঠে মেয়েলোকটা। গোনজোরভাইও তুমি আইছ নি আমাগো দেখতি? কী দ্যাখপা? কী দ্যাখপার চাও?

গোনজোরালির বোধের মধ্যে বড়ো যাতনা। সুস্থ বিটিমানুষের এ রকম অসৈরন ব্যাভার কেন? না, তাকে একা পেয়ে বেপাকে ফেলার জন্যে। ছবোর কি মড়কে নিকেশ? ধপ করে বসে পড়ে।

আ ভাবি থির কাটো। ছবোরভাইর বিত্তান্ত কও। কই গেইছে?

দুইদিন না খাওয়া। আজ খেপেচেতে[২] বা'রোইছে। বোলে, পরেরগো জমির ধান চাবায়ে খাবে। তো আমি কীডা খাই? কওদিনি ভাইডি আমি কী চাবাই? আমার প্যাটে প্যাট নেই। জানে জান নেই। শুগোয়ে চিট। মান্ষিও মানুষ নেই।

ভীষণ বকে যায় মেয়েলোকটা। সাপের মন্তর পড়ার মতো। উপোসের চোটে মাথায় বাই উঠেছে।

---

১. দুয়োনি = ছ'সাতহাত আয়তনের ঘুড়ি। মোটা দড়ি দিয়ে ওড়ায়। দক্ষিণবাংলায়, বিশেষ করে খুলনা এলাকায় দুয়োনি বলে। এরোপ্লেনের মতো আওয়াজ হয় বাতাস বেধে।

২. খেপেচেতে = খেপিয়া চেতিয়া, রেগেমেগে।

BanglaBook.org

ও ভাইডি ও! বাঁচা কারে কয় আ? আমি বাঁচপো না সে বাঁচপে না। তুমি বাঁচপা না, দ্যা-শ্, তাও বাঁচপে না। কেবলি আল্লাবেটা একা বাঁচপে। বাঁচা কারে কয় কওদিনি? ভাইডি লো ভাইডি বাঁচার কথা কওদি এট্টু।

গোনজোরের মাঝারি মাথা। প্যাঁচালো ব্যাপার কষ্টে খেলে। বসে থাকে চুপ মেরে। বেশ পরে হুঁশ হয়, যে মেয়েলোকটা তার গা জড়িয়ে ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে, সে সবটুকু উদোমগতর। একফালি ত্যানাকানিও জড়ানো নেই।

আঁতকে ওঠে গোনজোরালি। এই ভাবি তোমার এ কী কাণ্ড আ! আয়নাভাবি ওঠো ওঠো, ঘরে সান্‌ধো।

এ সেই গাঙপারের আয়নাসুন্দরী। সিঁদের মুখে ঘরে ঠেলে উঠে যাকে নয়নে দেখে ছবরোদ্দি চুরি ভুলে ধরা পড়ার জোগাড় হয়। গোনজোরালির ঘটকালিতে যে মেয়ে দু'সন হল ছবরোদ্দির ঝুপড়িতে এসে ঠাঁই পেতেছে।

ইস! লোহার বান্ধনে বেঁধে ফেলেছে। ছাড়ানোর উপায় রাখেনি। মেয়েটির গা-ভরা জ্বর। গরম শ্বাসে গোনজোরের শরীরেও আগুন ধরে যাবার দশা।

শরমের কথা কও? ও ভাই, ছেঁড়া মানদুর জড়ায়ে ছেলাম বাইশটা দিন। তাও আউলায়ে[১] গেইছে। এহন আমার পতিধনো নেই পেনধনো[২] নেই। আমি বাঁচপো ক্যানো লা কীসির হাউশি[৩]? কী ছাতা রা'খলে তোমরা বাঁচপার? মেয়েটা মাথা ঠুকছে গোনজোরালির ঘাড়ে।

আহা তার ছালপুরু এই বুকটার তলায় কোন্ দূর প্রান্তরের ফাঁকায় একটি একলা মানুষের ছানা হু হু করে কেঁদে ওঠে। দারুণ মমতায় মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। 'মা মাগো' করে ফুঁপিয়ে ওঠে আয়নাসুন্দরী।

সবাই না মরে আছি ভাবি? তুমি আমি সবাই? কারও রেহাই নেই। বাঁচার কথা কেন বলো? কেন বলো?

গোনজোরালি আলাপ করে খুব মৃদু স্বরে, ভাবি তুমি এট্টু থির কাটো। ন্যাও ছাড়োদিনি।

মেয়েটি আরও আঁকড়ে ধরে। চেঁচিয়ে দাপিয়ে সুর বদ্দর বলতে থাকে, উননা, আর ঘরমুহো যাব না। আমি বা'রোয়ে যাব গো! ও আমি গিরহোশূন্যি হব গো! ও ভাইডি ভাইডি লো, লইয়ে নি যাবা আমারে? সেই যেহানে বড়োলোকেরগো টাউন। যেহানে গতরের বদল খাতি দেয়। কাপুড় দেয়। খাব আর পরব। আরও তোমাগো ভাইডির নামে মাস মাস টাহা পাঠাব গো!

গোনজোরালি ছোঁয়া বুলিয়ে দেখে, কসম খোদার এ হাতে লালস আসে না, ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে, আয়নাসুন্দরীর সে ছাঁদ আর নেই। মাত্র দু'সনেই শুকিয়ে খোঁচা খোঁচা হাড়ের কোনা

BanglaBook.org

---

১. আউলায়ে = আলুলায়িত হয়ে।

২. পেনধনো = পিন্ধনও।

৩. হাউশি = হাউশে, শখে।

জেগে উঠেছে। মাথায় জড়িয়ে শুঁটো[১] চামড়া। পণ্য নয় পুঁজি নয়, এ তামাদি। বিকোবার কিছু নেই আর।

মাথায় হাত বুলিয়ে বশে আনে মাথা খারাপ মেয়েটাকে। তারপর হুট করে উঠে পড়ে। অন্ধকারের শরীর পড়ে থাকে অন্ধকারে।

সড়ক ধরে হাঁটতে গিয়ে সাংঘাতিক চমক লাগে। কালো দ্যাওয়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে কে এক মানুষ!

কে-ক্-কেডা? গোনজোরালিও তবে ভয় খায়?

এই দেখো, কোনো সাড়া নেই। দাঁড়িয়ে আছে অনড়। মরামানুষ দাঁড়িয়ে থাকে নাকি?

আরে কেডা ওডা? কথা নি কয়!

আওয়াজ নেই। বোবা ভূত?

কাছে এগিয়ে যায়। হাত বুলিয়ে দেখে। যথেষ্ট লম্বা। ঠান্ডা। হাড়ের কঙ্কাল।

আঁই আঁই ছবোরডাই তুমি। কী করতিছ পথে দাড়ায়ে আ?

ছবরোদ্দি কথাবার্তা বলে না। জিনের মতো সড় সড় করে হেঁটে আসে।

কড়ড়ড় ড় ড় ড় ...প্রচণ্ড গর্জনে মেঘ ডেকে ওঠে। তালগাছের মাথাসোজা ঠাটা[২] নেমে আসে। গোনজোরালির চোখের পুতুল ধাঁধিয়ে দিয়ে নামে। আবার মেঘ ডাকে। পরেপ্‌পর ইদু মুনশির আর্তনাদ। পরে ঠাহর হয়, আজান দিচ্ছে।

ধুলোর ঝামটা এসে ভক করে নাকেমুখে লাগে।

এতদিনে বাতাস ছুটল। গরম। নাকি ঠান্ডা?

ছবোরকে ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল গোনজোরালি। দোরগোড়ায় নামিয়ে দিয়ে আয়নাকে ডাকে, ভাইরে ঘরে লন ভাবি। বাও[৩] ছুটিছে।

ভাবসাব মোটেই ভালো লাগে না। শিসের শব্দটা পালটে এখন শোঁষ[৪] ধরে আসছে। গোনজোরালি রাস্তা ধরে দৌড় লাগায়।

ভয় কাকে বলে তা তো ঠিক জানা নেই। তবে উদ্‌বেগের বোধ আছে। বাঁচার উদ্‌বেগ। দেহটুকু বাঁচিয়ে রাখার হরহামেশা তাড়না। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত শতকিসিমের বিপদ আর কষ্টের সঙ্গে চোখ লাল করা লড়াই। গরিবের দুঃখের কি শেষ আছে? মানুষে মারে নসিবে মারে বাতাসে পানিতে মারে নিজের শরীরেও মারে। মারের চাপ যত বাড়ে, তত বেশি বাঁচার জন্যে মুখিয়ে ওঠে গোনজোরালি।

সাংঘাতিক উত্তেজনায় দম ধরে পথ ছুটছে। ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে ঝাপসা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, টের পায়নি। আকাশ পুরু হয়ে ঝুলে তালগাছের মাথার উপর এসে হুমড়ি

---

১. শুঁটো = শুঁটকো।

২. ঠাটা = বজ্র, বাজ।

৩. বাও = বাতাস।

৪. শোঁষ = শোঁ শোঁ আওয়াজ।

BanglaBook.org

খেয়ে পড়েছে। গোঁয়ারের মতো মাটির দিকে ঝুঁকে ছুটতে হয়েছে। মাথা তুলে তাকানোর ফুরসত পায়নি। ঘামে বৃষ্টিতে কাদায় মাখামাখি। আরও দুটো মোড় ঘুরতে হবে। তারপর চৌধুরিবাড়ি। দুটো দিগ্‌ভ্রান্ত মোষ সামনের রাস্তা মাতিয়ে ছুটে যাচ্ছে। কাদের না কাদের? সময়মতো ঘরে ফিরতে পারেনি। মাথার উপর দিয়ে বকদম্পতি কাঁদতে কাঁদতে উড়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে কিছুই দেখার জো নেই। শুধু শব্দ। হুশহাশ ফোঁশফাঁশ। কখনও বা তুমুল গোঁ গোঁ। কিছু একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে। এর বেশি গোনজোরালির বোধে আসে না। এই বোধটুকু তাকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছে ঘরমুখো। জরিন একলা আছে। অধিক, চৌধুরিসাহেবের দশা কিবা!

উড়ু উড়ু শরীর নিয়ে প্রায় ভাসতে ভাসতে চৌধুরিবাড়ির গেট ডিঙোয় গোনজোরালি। অত বড়ো দালান, দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মতো। কোথাও কোনো আলো নেই। পুকুরের উত্তরদিকে গোরুগুলি হামলাচ্ছে। বিদ্যুতের পলকে গ্যাদাচোরাকে নজরে পড়ে। মাথা গুঁজে কুড়িমুড়ি দিয়ে বসে আছে। খুব চিকন ছোটোখাটো মানুষটা। মনে হয় সাতমাসের জন্ম। মায়ের পেটে পুষ্টি পায়নি। গোনজোরালির সাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়ায়।

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলে না। নদী দিয়ে বয়ে আসা ঝড় আর বৃষ্টি মাটির মানুষের তাপঅনুতাপ মিইয়ে দিতে চায়। কিন্তু গোনজোরালি লোকটা দয়াহীন একরোখা। খেপে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, অয় ফলনার পো! এহানে কী? ঘর নেই? দুয়োর নেই? ঝড়ে শন্যি হবার চাতিছ, না?

লোকটা উঠে দাঁড়ায় বটে। সোজা হতে পারে না। কুঁকড়েমুকড়ে কাঁপতে থাকে। কাঁপা গলায় বলে, ভাবি একা নি রইছে। যাঁওন যায়?

এহন যাবি ক্যামনে? ঝড়িতি ধরবানে শয়তানের ছাও!

অন্ধকারে চোখে পড়ে না। বোঝা যায় দাঁত মেলে হাসছে। হেসে হেসে বলে, ইঁস্‌সি রে আমার ঝড়! আমি হলামগে গ্যাঁদাচোরা। ঝড়ির আগে যাব উড়ে। দেলাম তয় নোড়[১]।

সত্যি সত্যি তিড়িঙে লাফ দিয়ে ঝোড়ো রাতের মধ্যে মিশে যায় লোকটা।

দরোজা ধরে প্রবল ঝাঁকি লাগায় গোনজোরালি। ভেতর থেকে ঠেংগা সরিয়ে জরিন বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গোনজোরালি হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলে।

কই যাস? মহাঝড় লাগিছে দেহিস?

ওরে আমি আর মধ্যি থাকপো না। জানে ডর লাগে আল্লা রে! স্বামীর চওড়া বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে চ্যাঁচাতে থাকে জরিন।

গোনজোরালি কড়া ধমক দেয়। বাইরি থাকপি মরতি? ঠ্যাহারি[২] মাগি, আমারেও মারবার চাস? ল সান্‌ধ।

জরিনকে ঠেলে নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে গোনজোরালি।

---

১. নোড় = দৌড়।

২. ঠ্যাহারি = ঠ্যাকরি।

BanglaBook.org

সস্‌সড্ ড্ ড্ নারকেলের কাঁচা গেমড়া[১] খসার শব্দ।

আজ বড়ো দুর্দিন এই মফস্‌সলের। বুঝি কপাল পুড়ল।

রাত বাড়ে। আর আকাশের দৈত্যদানব মানুষের পৃথিবীতে এসে সারাটা সৃষ্টি লণ্ডভণ্ড করে দিতে থাকে। বিশেষ, গরিবের পৃথিবীর উপর তাদের জাতআক্রোশ।

একচালা-দোচালা মানুষের হাতে আঁটা বাঁধন ছিঁড়ে উড়ে যায়। টিনের ছাউনি ওড়ে আরও স্বচ্ছন্দ উৎসাহে। সংসারের সার বলতে যে গড়ন ও বাঁধন, তার সমস্ত আঁটন নিমেষে টুটেছুটে যায়। বছর বছর ধরে পুঞ্জী করা সম্পদ ও সংস্কার একদমকায় নস্যাৎ। সেই আক্রমণ আজ।

চাল চুঁয়ে ঘরের ভিতর বৃষ্টির জল পড়ছিল। জায়গায় জায়গায় মাটি উদলিয়ে উঠেছে। ঘটি-বাটি-সানকি পাততে পাততে এখন আর পাত্রে কুলোচ্ছে না। হাল ছেড়ে দিতে হয় জরিনকে। কারণ ছাচ্‌নের বেড়া ও মটকা ফাঁক হয়ে বৃষ্টির পুরো ছাঁট আসতে শুরু করেছে। ভারী অজ্ঞোত। তিনদিনের মেঘ আজ একদিনে ঢালছে। সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না। বাতাসের দারুণ চাপ। সামান্য কুঁড়েখানা ছটফট করছে তাড়নায়। কীসে যেন পিষে মারছে। মটকাসুদ্ধ চাল যে কোনো মুহূর্তে উড়ে যাবে।

গোনজোরালি ভাবল একটা আজান দেয়। একটা নয় তিনটে। তাই কি দস্তুর? ঠিক জানা নেই। অভ্যেস নেই। হায়! বিপদকালে সুরাটুরা পড়বে, মুখস্থ নেই। গরিব নাদান আদমি সে। চৌধুরির লাথিচড়ভাত খেয়ে বাঁচে, এই মাত্র! সে চৌধুরি নয়। গরিবদের দলী। যে গরিবদের সে লাঠি মেরে মাথা ফাটায় চৌধুরির হুকুমে। এই করে করে পরিণামে দোয়াকালাম যা জানত সব ভুলে গেছে। জরিন কিছু কিছু জানে বটে এখনও।

বিরক্ত গোনজোরালি কষে ধমক লাগায়, এ জরি, কানদিস ক্যান? এই চুৎমারানি কানদিস ক্যান? দোয়া কুনুৎ পড়।

বাইরে গাছগর্দান[২] পড়ছে।

দমকে দমকে বাতাসের শব্দ।

জরিন পাটার নোড়া দিয়ে ঠেংগা ঠেলে রেখেছে।

গোনজোরালি তুরবুর করে কাকে যেন গালাগাল দিচ্ছে। কাকে? চৌধুরিসাহেবকে? না। ওই মানুষটা তার মা-বাপের বাড়া। ওকে না হলে তার উপায় নেই। কারণ তাকে বাঁচা লাগে।

অদ্ভুত মানুষ। আসলে গোঁয়ারেরা এ রকমই হয়। গোনজোরালি বকতে বকতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভিজে ভিজে ঘুমুচ্ছিল। মড় মড় মড়াৎ করে পশ্চিমের খুঁটি ভাঙছে। ঘুণে খাওয়া জীয়লের মরা খুঁটি।

জরিনের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায়। ঘোর ঘোর চোখে চেয়ে ভাবছিল, বুঝি সিঁদের মুখে চ্যারাগের আলো। না তো। ও তো বিদ্যুতের ঝিলিক। মুলিবাঁশের বেড়া উড়ে উদোম

BanglaBook.org

১. গেমড়া = শাখা।

২. গাছগর্দান = গাছপালা।

হয়ে গেছে। আর চালা নেমে এসেছে সরাসরি মাথার উপর। আর গোনজোরালি কোথাও কোনোদিন ইচ্ছেয় হার খায় না। লাফ দিয়ে উঠে কাঁধে ঠ্যাক বাধায় সে।

পুরো চালাটা বাঁশের বাতার কাঠামোসমেত গেদে বসে যায় ডান কাঁধে। যেন বিজলির ছিটে উড়ে পড়ে দু'চোখে। ঘাড়ের চামড়া ছড়ে গিয়ে ঠান্ডা বাতাস থাবা মারে।

গোনজোরালি গুঙিয়ে ওঠে, জরি তুই আগে বা'রো। আমি ভারায়ে[১] আসতিছি।

আমি তো বা'রোইছি ধোন। আপনের কী হবানে আল্লাগো! তিরিক্কি গলা শোনা যায় জরিনের। গোনজোরালির কোমর ধরে ঝুলে পড়েছে সে।

র ঠারা[২]। আইছি।

জরিনের টানাটানিতে জখম হয়ে বেরিয়ে আসে গোনজোরালি। তখন বিদ্যুতের চমকানিতে সমস্ত সলক হয়ে যায়। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ে। বিজলির আলোয় দুজনে একসঙ্গে দেখতে পায়, কে একজন নারকেল গাছে বেড় দিয়ে ধরে ঝুলছে। তার লুঙ্গি খসে উড়ে গেছে। বৃষ্টিতে ধুয়ে চক চক করছে গা-গতর। জরিন ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

লোকটার চুলের ঝুঁটি ধরে নাড়া দেয় গোনজোরালি।

কী তুই বাড়ি যাসনেই তালি? অয় মা'গেছুটে[৩]!

গ্যাদাভাই তুমি মরে যাবানে। জরিন জোরে চ্যাঁচাতে থাকে, দুয়োই[৪] আল্লার বাড়ি যাও!

লোকটার দু'হাত ধরে পাছড়াপাছড়ি করতে থাকে গোনজোরালি।

বাঁচিস তো দোড়ো হারামজাদা। গেলিনে?

কিন্তু কেঠো হাতে সাঁড়াশির আঁটন। ছাড়ানো দুষ্কর। কিছুতে গাছের বেন ছাড়বে না। ঝড় এক-একবার ঠেসে ধরছে গাছের সঙ্গে। তবু হাত খুলবে না।

মানুষটা নির্ঘাত মারা যাচ্ছে।

জরিন বুক ফাটিয়ে চিক্কুর মারে। গ্যাদাভাই গ্যাদাভা—ই হাত খোলো।

গোনজোরালি কনুই ধরে টান মারে। মরবি মর বাড়ি যাইয়ে মর।

ন্না আমার কেঁওই নেই। আমি কোঁহানে যাব? কী জুন্যি যাব? বাতাস ছাপিয়ে গ্যাদার গলা ডুকরে ওঠে।

আমার কেঁওই নেই। আমার কেঁওই নেই। কেঁওই নেই।

বড়ো বুকফাটা কান্না। নারকেল গাছটা বেঁকিয়ে ঝুঁকে পুবের জমিনে সেজদা ঠুকছে। হয়তো ওকে পেটে নিয়েই শুয়ে পড়বে।

গোনজোরালি এবারে ঝটকা মেরে ওর হাত খুলে ছাড়িয়ে নেয় গাছ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে চিকন শরীরের ন্যাংটো গ্যাদাচোরা বাঁশপাতার মতো শাঁ করে উড়ে যায়। গোনজোরালি দেখে, জরিনের চুল আর আঁচল উড়ছে। যাবে নাকি উড়ে গ্যাদার পিছু পিছু? ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ফেলে।

---

১. ভারায়ে আসা = কোনো কিছুর ফাঁক দিয়ে তরিয়ে বেরিয়ে আসা।

২. ঠারা = দাঁড়া।

৩. মা'গেছুটে = মেয়েলি স্বভাবের পুরুষ। মাগ-বি, মা'গে-বিণ!

৪. দুয়োই = দোহাই।

BanglaBook.org

বিদ্যুতে ঝলসে যায় চারদিক। নীলচে সাদা আলোয় গোয়ালঘর দেখা যায়। গোরুগুলো হামলাচ্ছে। আর সাদা আলোয় পরিষ্কার দেখতে পায় গোনজোরালি, গোরুর খাবার রাখার চাড়ি ঘিরে শানবাঁধানো রকের মতো যে উঁচু জায়গাটা, তার উপর পেড়ে ফেলে চৌধুরি সাহেবের বলেশ্বরী বিবিকে ধর্ষণ করা হচ্ছে। তলার থেকে বিবিসাহেবা কাটা ছাগলের মতো লাফাচ্ছে আর ম্যা ম্যা করছে।

মাথায় রক্ত চড়ে যায় গোনজোরালির। কিন্তু তৎক্ষণাৎ শীতল হয়ে পায়ের তলার দিকে নেমে আসে রক্ত। কেন না ধর্ষকটিও আর-এক চৌধুরি বটে। আবার বাজ পড়ে। তবে গোয়ালঘরের দিকে নয়। কেন না ওটা চৌধুরিদের বটে।

পায়ের কাছে খলবল শব্দ। বড়ো-মাঝারি-ছোটো সাইজের পোনামাছ সাঁতরে চলে যাচ্ছে। পুকুরের পাড় ছাপিয়ে উঠে এসেছে। বোঝ তাহলে বৃষ্টির বেগ কী পরিমাণ! শালা, দুনিয়া দেবে সয়লাব করে! গোনজোরালি জরিনকে বুকে নিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে।

রয়ে রয়ে বাড়তে থাকে ঝড়। আর পুবের কালো বৃষ্টি গোলা গোলা যেন ফ্যাটানো ডিম। সকাল হবে তবে।

রান্নাঘরটা ওড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। দালানের বাইরে ওটা কাঁচাবেড়ার তৈরি ছিল।

জরিনের জন্যে নিজেকে বড়ো দোষী মনে হয়। টাকার অভাবে এই মেয়েটার কোনো সাধআহ্লাদ মেটাতে পারেনি। চৌধুরি গতরখাটানির দাম মেটায় খোরাকে কাপড়চোপড়ে আর তেলপানিতে। কক্ষনো নগদ টাকা হাতে ধরে দেবে না। বলে, খাসলত[১] খুয়োয় ট্যাহায়। জরিনকে সে ফুলতেল, ঠোঁটবিলাস, মেঘডম্বুর শাড়ি, অংগুরি, সিঁথিপাটি কিছুই দিতে পারেনি। টকি দেখতে চেয়েছিল। দেখায়নি। দেখানোর নাম করে থানা হেলথ সেন্টারে এনে জন্মনাড়ি কাটিয়ে টাকা কামিয়েছে। টাকার ওজন বড়ো হালকা। একদিকে জরিন বেডে শুয়ে রয়েছে, অন্যদিকে একসন্ধের থানাশহর সে কটা টাকা টাঁক থেকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। জরিন ব্যাটাবাচ্চা চায়। হায়! কোনোদিন কপালে নেই।

এ জরি!

কম ক্যানে?

কাঁপিস যে। অন্তরে গমর রাখ।

পরানে কাল[২] ঠেহি[৩] ধোন গো!

খবরদার। বাচাডা লাগবে। বুঝিস কলাম[৪] আঁই[৫]!

জড়ের দাপ অসম্ভব! তার উপর ঝুপঝুপে বৃষ্টি। মাঝে মাঝে চ্যাতা বাতাসে বৃষ্টির শলা ভেঙে গুঁড়িয়ে ধোঁয়া হয়ে যায়। কিছুক্ষণ কিছুই দেখা যায় না। শুধু শোঁযানি আর

---

১. খাসলত = প্রবৃত্তি।

২. কাল = ঠান্ডা।

৩. ঠেহি = ঠেকি, অনুভব করি।

৪. কলাম = কিন্তু।

৫. আঁই = এই (সম্বোধনসূচক)।

BanglaBook.org

ফোঁসানি। তবু ওরই মধ্যে স্বামী আর স্ত্রী দুজনে দুজনার কথা শুনতে পায়। কারণ তারা জোড়শালিখের মতো গায়ে গায়ে লেপটে দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করছে। কল কল করে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে পায়ের উপর দিয়ে। সেই সঙ্গে কাঁচা সবুজ শুপুরি, নারকেল, ভাঙা ডালপালা।

সকাল হয়ে গেছে অজান্তে। কাঁসার বাটি উড়ে এসে তালগাছের গায়ে সেঁধিয়ে আছে। কয়েকশো পাতিকাক দাঁড়কাক দলা পাকিয়ে জমে আছ গেটের দেয়ালের গোড়ায়।

গোয়ালঘর এবারে হাঁটু ভেঙে শুয়ে পড়ল। গোরু আর মানুষের যৌথ চিৎকারে ঝড়ের হুংকার পর্যন্ত বিকৃত হয়ে যায়। জরিন হাঁউমাউ করে ওঠে, বিবিরে বাচান! বিবি গ্যালো!

যায়যাউগগেঃ! মরণকালে জেনা! কী হারামখোর মানুষ আঁ! এ্যারি নাম মানুষ! গোনজোরালি গজ গজ করে।

জরিন কী আর করবে! বুদ্ধিমতো কিছু একটা বলার চেষ্টা করে, থোনথাউগগে। বড়োলোকগো কথা। ধরে না অত।

তবু গোরুগুলোর কান্নায় জরিনের দিল তুড়ে যেতে চায়। আর তার উপর এই শুধুই ভিজে যেতে থাকা। গোনজোরালির গা লোহার মতো ঠান্ডা।

কই ঝড় তো কোমে না।

গোনজোরালি কেন জানি জিগ্যেস করে, জরি রে! আল্লারে ডাহিস নাকি? ডাক তয়।

সে নিজে যে ডাকবে এই মহাবিপদ কালে, সে পাত্তর কোনোকালে নয়। কারণ ওই কর্তাটির সঙ্গে তার আর বনিবনা হয়নি। জীবনভর ঘা খেতে খেতে কপাল তুবড়ে গেছে। ভাঙা কপাল জোড়া লাগানোর আশায় উপর পানে তাকিয়েছে। তবু সেই বড়োকর্তা উঁচু গেরস্থের উপর থেকে নজর তুলে একবারটি এদিক পানে তাকায়নি। এক্কচোখো বটে। তবু জরিনকে সে উসকায়, ডাক কষে। ডাক আল্লারে। হেঁইয়ো!

আল্লা আল্লা আল্লা! বান্দারে রহম করো গো আল্লা। জরিনের গলায় ভয় ও ভক্তি কৎ কৎ করে। লা ইলাহা ইল্লা আন্তা...

পুরাকালের দালান ঠায় দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছে। ঝড়বৃষ্টি বয়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে। ভ্রূক্ষেপ নেই। দোতলার রেলিং ভেঙে ঝুলে পড়েছে। দরোজা জানালা বন্ধ।

হঠাৎ কী করে খেয়াল যায়, জরিনকে প্রশ্ন করে গোনজোরালি, চলগে যাই যাবি দালানে?

না।

এই পানিতি দাড়াবি কই?

দুয়োর খোলবেনানে। এডা অসময়।

এই কথায় গোনজোরালি জবুর সায় দেয়, অঃ হঅঅ! চল তয় বান্ধে যাইয়ে উঠি। উচো আছে।

লনগে।

BanglaBook.org

বাতাস কিছুটা ঝিম।

দুটো মানুষ মানকচুর পাতা মাথায় দিয়ে জলঝড় পাড়ি দিতে নেমে পড়ে।

কী কপাল! ঝড় বুঝি সত্যি কমবে এবার। গাছপালা ঝুঁকে ঝুঁকে মাটির দিকে নেমে জটা চাপড়াচ্ছিল। এখন কোমর খাড়া করার চেষ্টা করছে। তবে বৃষ্টিটার কামাই নেই। যেন সাদা মশারি আকাশজোড়া। দড়িছেঁড়া। উড়োনাড়া। আর পানি নামছে। নেমেই যাচ্ছে নিশালে ধারা ধরে। তোড়ে তোড়ে কোত্থেকে আসে এ পানি? কুত্তার লাশ শেয়ালের লাশ একসঙ্গে গলাগলি ভেসে যাচ্ছে। এর নাম বন্যা।

মানধাতা কালের মাদার কাঠবাদাম-জামরুল চিতপাত। বাঁশের মূল পর্যন্ত উপড়ে উড়ে গেছে। এগুতে গেলেই গাছের গুঁড়িতে পা আটকিয়ে যায়। কাপড় জড়িয়ে বেধে থাকে।

সিন্দূরের কচাডাল ভেঙে লাঠি বানিয়ে নিয়েছে। তার ভরে কুঁজো হয়ে এগিয়ে চলেছে। সড়ক ছিঁড়ে পানি বয়ে যাচ্ছে আড়াআড়ি। ফেনার গ্যাঁজলার মতো কালো কালো কাকের লাশ ভেসে এসে সড়কের গায়ে বাড়ি খাচ্ছে।

আকাশটা দেখা যাচ্ছে সোডানাল্লা। তাহলে ফাঁড়া কাটল বুঝি।

জরিন হাই ছাড়ে। ছ্যাক[১] দিছে তালি? চলেন ফিরিগে।

গোনজোরালি হড়ড় হড়ড় করে পিছল কাদা ভাঙে। কথা বলার তর নেই। ঘামে দাড়ি কামড়াচ্ছে। গোড়া ভিজে নরম হয়ে গেছে। তার উপর মহাদুশ্চিন্তা। কোথায় যাবে কী খাবে কেমন করে তরাবে? এককাঁদি দুমড়ো নারকেল জল থেকে তুলে নিয়েছিল কাঁধে। আপাতত তাইই ভরসা।

ডান হাতের লাঠি তুলে আকাশ দেখায়। সেখানে পুরোটা জুড়ে খুব বদ মেঘ। সূর্যকে সবটুকু দাবিয়ে রেখেছে। ফাঁড়া কেটে গেছে,—কোন্ পাগলে বলে?

নদীর বাঁধ এখনও দূর।

যে কোনো সময় আবার ঢল নামতে পারে। আগে আগে পৌঁছনোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে গোনজোরালি। জরিনকে তাড়া লাগায়, ম্যালা দে[২] সোনা। বাড়িতি না ধরে আবার।

পথের পাশে ছবরোদ্দির ঝুপড়ি। স্বামী-স্ত্রী রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কাইজা করে চলেছে। ঝুপড়ির চাল খুটি মাচা উড়ে উধাও। থালা বাটি ঠিলে কলস ভেসে গেছে। গতরাতে এখানে আয়নাসুন্দরীর সঙ্গে ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল। হা।

গোনজোরালি চুরি করে তাকিয়ে দেখে, আয়নার গায়ে চমৎকার একটা কাঁথা জড়ানো। নিশ্চয় ভাসামাল। এগিয়ে এসে আত্মীয়তার সুরে বলে, মউতির সোমায়। ঠোরামুরি[৩] গ্যালো না তেবু?

কওদিনি গোনজোরভাই। এয়া সয় কেডা এই অশল্লি[৪]? যাব বান্ধে। তেনার হবে না। বাপের বাড়ি যাবেন। ছবরোদ্দি নোংরা ভেংচি কাটে।

---

১. ছ্যাক = বৃষ্টি থেমেছে।

২. ম্যালা দে = যাত্রা।

৩. ঠোরামুরি = ঝগড়া, কোঁদল।

৪. অশল্লি = অশ্লীল।

BanglaBook.org

দেখেই বোঝা যায়, ভাসা নারকেল খেয়ে ছবরোদ্দির পেট উঠেছে। নারকেলের দুধ পেয়ে রক্ত ভালোই চলাচল করছে শিরায়।

আয়নাসুন্দরী হাত-পা নেড়ে গোনজোরালিকে সালিশ মানে। কী কবাডা কী ভাইডি? আমার বাপের বাড়ির উচো দ্যাশ তুমিনি দেহিছো। ধারেবাড়েও বন্যেয় ছোঁবেনানে। ডুবে নি মরতি কও এহানে? তুমি কও।

ভিষণ মরার ভয় এই মেয়ের। কেমন ফাল পাড়ছে[১] দেখো না। গোনজোরালির কূটখিধে। চনমন করে জন্মশিরা। খুব ধারালো নজর করে দেখে। জরিন এবং আয়নাসুন্দরী, দুজনকেই। ভিজে ফুলে ডব ডব করছে দুটো শরীর। না, তারটাও কম যায় না। মনে মনে সান্ত্বনার বিষয় বটে। তবে কি না পরের বউ বলে কথা। পরেরও নারী গতরে ভারী।

গোনজোরালি দলে টানার চেষ্টা করে। লও আমাগো লগে লও। বান্‌ধে যাইয়ে উঠিগে। মরি মরবো বাচি বাচপো একসাতে।

হইছে। খাবাডা কী? ঘেন্না ধরে গেইছে ভাইডি তোমাগো দ্যাশে। লন লন ম্যালা[২] দি। ছবরোদ্দির হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায় আয়না।

ছবরোদ্দির এই মাগচাটা দোষটা আর কাটার নয়। গোনজোরালির দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় শব্দ হয়। মাত্র আটমাইল দক্ষিণপুবে ছবোরের শ্বশুর বাড়ি। বন্যায় হাউত করে লাফ দিয়ে ওইটুকু মাটি ধরতে আর কতক্ষণ লাগবে?

বৃষ্টি থমকে আছে অনেকক্ষণ। মানকচুর পাতা মাথায় ধরাই থাকে। এরাও এগিয়ে চলে। দূর নদীর দিকে। যেখানে ওয়াপদার ভেড়িবাঁধের উপর অস্থায়ী সংসার পাতার মতলব করছে বিপন্ন মানুষেরা।

## তিন

বাঁধবন্দি মানুষগুলোকে দেখে মনে হয় কতকগুলো চার্জশিট দেয়া চালানের আসামি। মাটি ছিল ঘর ছিল, রাতারাতি বেদে হয়ে ভেসে এসেছে। আসতে আসতে পিঁপড়ের দলার মতো আটকে পড়েছে এখানে। দিশেহারা হতভম্ব। যতদিন গৃহবাসী ছিল, নদীর পাশের এই বাঁধটাকে মনে করত ঈশ্বরের মতো টেকসই দুর্গ। চরমকালে এখানে উঠে পড়ে আজ মনে হচ্ছে, তাদের মতো ঠ্যালাগুঁতো খাওয়া সাধারণ মানুষের জন্মটা তো ছিলই ভুলভরা, আবার তারাও ভুল করে আসছে জন্মভর। চওড়া বাঁধের মাটি ভিজে ভিজে ননি হয়ে গিয়েছে। তাদের চোখের উপর জয়াল[৩] নিয়ে ঘাসের চাপড়াসুদ্ধ পাড় খসে পড়ছে। ভাঙা গর্ত থেকে ইঁদুর লাফিয়ে পড়ে কিচ কিচ করে জলে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। আর শত্‌কেশত কাঁকড়ার মচ্ছব।

বাঁধের গায়ে গায়ে জল। মাটি চেটে তুলে নিচ্ছে এক একটা ঢেউ এসে। অর্থাৎ নদী

BanglaBook.org

১. ফাল পাড়ছে = লাফালাফি করছে।

২. ম্যালা = রওনা।

৩. জয়াল = ধস, ফাটল, ভাঙন।

মুটিয়ে এগিয়ে আসছে। দিনের তো দিশা নেই কালোমেঘে। ওপার ধূ ধূ। মাথাভাঙা ঢেউ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। এই যে বাঁধ, এরও আয়ু বাস্তুচ্যুত মানুষের মতো পুত পুত। কখন জানি গলে তলিয়ে যায়।

এদিকটায় সড়ক। তারপর লোকালয়। সে সব ডালপালা ঢাকা ঝাঁকড়া অরণ্য আর নেই এখন। ঝড়ে আছড়িয়ে মুড়ে দিয়েছে। আকাশ দেখা যায় ফাঁক দিয়ে।

এরই মধ্যে হুঁকো ফোঁকা চলছে। খেজুরে আলাপ চলছে। স্তনের ভাগাভাগি নিয়ে সন্তানদের মধ্যে কলকচালি থেকে শুরু করে, গুড়ের ঠিলেয়[১] এঁটো হাত ঠেলে দেয়ায় পুতের বউকে শাশুড়ির শাসন; সবই চালু আছে। রসুলের সান্নিকের রুগি বুড়িমা কাদার মধ্যে হোগলার চাঁচ পেতে শুয়ে জ্বরে কাঁপছে। মনে হয় সেই ভোররাত থেকেই মাথার তলায় একটা বালিশের জন্য ঘ্যানর ঘ্যানর করে যাচ্ছে। তার ছেলে ছেলেবউ কলাগাছ কেটে ভেলা বাঁধতে ব্যস্ত। জবাব দেবার ফুরসত নেই। কার বুকের বাচ্চা বাতাস ছিনতাই করে নিয়ে গেছে রাতে। মায়ের বিশ্বাস, জিন-পরিতে নষ্টামিটা করেছে। শরণার্থী সমাজে এক হাফেজসাহেবকে পাওয়া গেছে। তার ঢোলা কোর্তা উড়ে গেলেও দাড়িটুকু রয়ে গেছে। জরিমানা[২] বকেয়া রেখে পানিপড়া ও সুতোপড়া পাওয়া যাচ্ছে তার কাছ থেকে। গোটাটা না পারুক, ভাঙাচোড়া আধখ্যাঁচড়া সংসারটাকে যে যা পারে ঝড় ঠেলে টেনে এনেছে। এরই নাম মানুষ। অধিকারটুকু ছাড়বে না মরতে মরতেও। পরচা খতিয়ান দলিল, আলাতামাকের ডিবরি, আণ্ডাওআলা মুরগি, বিয়ের টিসুশাড়ি, পেটিকোট, আলোচালের কুড়ো, রেহেলসুদ্ধ কোরান শরীফ, বিষাদসিন্ধু, নাড়ুগোপালের মূর্তি, এমন কি পুরানো ত্যানা মশারিটাও। আর দেখো ইদিকে চোখ তুলে, মেঘের লক্ষণ সুবিধের নয়। আবার বাও ছাড়লে কে কোথায় উড়ে ভেসে যাবে তার ঠিক নেই।

কামারডাঙার আরশাদ আলি ডাকুয়া ওরফে আশ্‌শাদে ডাউহো একজন জানেমান লোক। থানার মাঝি ছিল ব্রিটিশ আমলে। তখন এক দারোগার সঙ্গে কলকেতার শহরে গিয়ে সত্যি নাকি হাইকোর্ট দেখে এসেছে। যাই হোক, ঘরের আড়কাঠের পতন ঠেকাতে গিয়ে রাত্তিরে বাঁ হাঁটুর গিরেটি নামিয়ে বসে আছে। বাঁ ঠ্যাঙ আলগোছে বাড়িয়ে রেখে সে বসে বসে গোনজোরালিকে তত্ত্বোপদেশ দিচ্ছে : আখেরি জামানা, বুইছ? মউতির ক্ষণ গোনো

ঝোড়ো বাতাস। পরনকাপড় শুকিয়ে এসেছে গোনজোরালির। সে প্রশ্ন করে, ডাউহোভাই। কী যেন দ্যাহো অত?

দেহি? হুঁ! দেহি ধান।

---

১. ঠিলেয় = ঠিলায়, মেটে কলসিতে।

২. জরিমানা = প্রায়শ্চিত্তের দণ্ড। লোকসংস্কার : মানুষ জন্ম অপরাধী। তারই দরুন রোগব্যাধি বিপদ-আপদ। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অর্থদণ্ড দিলে ইষ্ট দেবতা বা ঈশ্বর মুক্তি দেন। ডাক্তারের যেমন ফি। পির মুর্শিদ ফকির দরবেশ পুরুতরা প্রতিনিধি হয়ে এই জরিমানা গ্রহণ করেন।

BanglaBook.org

হ ডুবে সারিছে। বেবাক্‌ডি পানির তলে গেইছে।

তোরগো চদ্‌রিবাড়ির মড়ইগুলোন এবারা শন্যিতি হাই ছাড়বে সন্দ।

আশ্‌শাদে জিভের তলা দিয়ে চুক চুক দরদের আওয়াজ ছাড়ে।

দরদ জিনিসটা ছোঁয়াচে। গোনজোরালিকে ধরাও করে। কপালে ঘা মেরে বলে, আঃ হা রে ধান রে! জানের জান পরানের পরান। রক্ত পানি করা এ্যামনো ধোন সবডি দয় গ্যালো রে!

আশ্‌শাদে কটমট করে তাকায়। তারপর হেসে দেয়। গোনজোরালির কপাল থেকে হাতটা নামিয়ে দিয়ে বলে, গ্যালো তো গ্যালো তাতে তোর কী আমার কী? চদ্‌রির প্যাটপুজো। ক্যালাডা মুলোডা দে নাকি তোরগো আমাগো?

গোনজোরালি বলে, স্যেয়ার ভাত মাগভাতারে আমরা খাই না?

খাস ক্যান? নোলায় বীচি পড়ে না? তোর জাতভাইগো উপাসে শুগোয়ে মারে। আবারি তারগো মাথায় লাঠি মারিস।

তয় করবোডা কী? ম্যালা তেড়ি কও ঠেহি ডাউহোভাই!

নিজির মাথায় না মাইরে ঘুরোয়ে মারবি। ভোদাই আমার! খাস তো নিজির খাটনির কামাই। বিনিকামে বসায়ে খাওয়াবে তিনমাস? মাথাডা বেচে ভোদাই হইছস।

এবারে গোনজোরালি চটে ওঠে, গাদ্‌দারি করবার কও তয়?

তার লাল চোখের দিকে তাকিয়ে আশ্‌শাদে বাকি ভালো পাখানা তাড়াতাড়ি দূরে ঠেলে দেয়। আসলে দিনে দিনে ভিতরে ভিতরে তারও রগ গরম। কয়েক বিঘে সম্পত্তির কিছু রাখেনি চৌধুরিরা। মামলায় নিলামে ক্রোকে জালদলিলে ডাকুয়াদের সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে। তবু চেপে যেতে হয়। কারণ, পানি নেবে গেলে আবার গোনজোরালির হাতের লাঠি হাতে উঠবে। আবার ফকিরফোকরার ফাঁকা মাথায় চাড়া ফাটবে।

আশ্‌শাদে কথা বলে টেনে টেনে নাখোশ গলায়, ম্যাঘডা কালাজিরে ঠেহি। বাতাসও পড়ে না। আবার আসতিছে সন্দ।

এক অথর্বা প্রাচীনা চিঁ চিঁ করে ওঠে, ভাই কী কও? আলাম গাঙকুলি। এ্যার পর যবানি কই?

আশ্‌শাদে কঁকিয়ে কাতরিয়ে ঠ্যাঙ নাড়ায়। যাব? যাবানি আর কই? চুলোয়। নয়তো খ্যাপে[১]। আমার এই-ই-শ্যাষ! আমি গেইছি! ঘর পড়িছে। পাওহান খোড়াইছে। এবারা ঝড় ছাড়লি উড়ে মাঝগাঙে পড়বানি।

মাথাখারাপ বাউরাদের মতো হাসতে থাকে লোকটা। ধন্দ লাগে গোনজোরালির। ঝুঁকে পড়ে আশ্‌শাদের ফোলা পায়ে হাত বুলিয়ে দ্যায়। মহাশান্তিতে আশ্‌শাদে উঁহুহু করতে থাকে।

---

১. খ্যাপে = (মাল আনা নেওয়ার) দফায়। দক্ষিণবঙ্গে মরে যাওয়াকে শ্লেষোক্তি করে বলে 'মরিচির (মরিচের) খ্যাপে যাওয়া।' এখানেও সেই অর্থে 'খ্যাপ' ব্যবহৃত হয়েছে।

BanglaBook.org

ব্যাস! বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে শোঁ শোঁ বাতাস।

গাছপালাহীন ফাঁকা নদীতীরে কয়েকটি উন্মূল মানুষের অস্থায়ী উপনিবেশ। ঠান্ডার কাঁপ একটু বেশি করে লাগে। বুড়ো এবং বাচ্চারা নাচার। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খায়।

জরিন নারকেল চিবোচ্ছিল বসে বসে। আবার কান্না শুরু করে। রাত থেকেই অমানুষিক ভয় ঢুকে গেছে মনে। গোনজোরালির কানের কাছে মুখ এনে প্রশ্ন করে, ঝড় কি বড়োডা আসেনি? আ গ সাচা কন ক্যানে।

গোনজোরালির কীসে যে কী অস্বস্তি, কথা বলে না। নিষ্পলক চোখে চেয়ে দেখে, ভেদবমিতে মরে যাচ্ছে আজুবুড়ো। তার বুড়িটা প্রাণের ভয়ে পনেরো হাত দূরে সরে ঠাঁই নিয়েছে। সেখানে বসে মন খুলে 'বিধেতাল্লা' 'বিধেতাল্লা' করে ফাল পাড়ছে। হাফেজ সাহেব আজুবুড়োর পাশে বসে নাড়ি টিপে ধরে কোরানের সুরা পড়ছে।

মাথার উপর ঘেরাও মেঘ। পিছনে কুঁদে কুঁদে ওঠা ভয়ংকরী নদী। আবার ঝোড়ো বাতাস। আবার উড়ন্ত বৃষ্টি। কেয়ামত যদি লাগে তো মোচার মতো দলা পাকানো এই কটা প্রাণী, ফাটা তুলোমাদারের মতো উড়ে যাবে।

গোনজোরালি কোনোদিনই বেশিক্ষণ কথা চালাতে পারে না। গুম ধরে বসে থাকে। সে যে কতক্ষণ তার হিসেব নেই। এরকম জায়গায় সময় মাপার প্রশ্ন ওঠে না। তবু চোখের উপর হাত তুলে অভ্যেসমাফিক বেলা আঁচের চেষ্টা করে। ঠাহরে আসে না। আবার গুম ধরে থাকে। চিন্তার চোটে দাড়িসুদ্ধ হনু ঝুলে পড়ে।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে জরিনকে ঠেলা মারে, এ জরি। সামলায়ে র।

জে, কন ক্যানে।

যাব আর আসব। আ'সে য্যান পাই তোরে। কয়ে গ্যালাম।

কই যান? আল্লারে, এই ঝড়িমাথায়—

প্যানপ্যানাসনে! নিকে অরতি যাতিছি, না?

আ গ ধোন! আমিও যাব তয়। আল্লারে—

নেকি আমার! মারব অ্যাককান চোপাভাঙা চড়। থাক খেতা মুড়ি দিয়ে।

গোঁজানির শব্দ বেরোয় জরিনের গলা দিয়ে। আর ঘাড় গুঁজে ঝোড়ো বাতাস ঠেলতে ঠেলতে বাঁধ থেকে নেমে যায় গোনজোরালি।

ফজরসলক হতে হতে মনের মধ্যে কোথায় যে চোরা অস্বস্তি ঢুঁ মারতে লেগেছিল, ধরা যায়নি। আশ্‌শাদের কথায় চেতন লাগে। চৌধুরিসাহেবের সঙ্গে তার এই প্রথম বিচ্ছেদ। প্রভুভৃত্যের সম্পর্কটা এত গলাগলি ছিল যে, বিচ্ছেদ্য বলে মনে হতে পারেনি কখনও। যাবতীয় কামেআকামে একে অন্যের পরিপূরক। খামখেয়ালি প্রকৃতির পাল্লায় পড়ে হঠাৎ করে এই বিচ্ছেদ। হ্যাঁ, এটা সম্ভব হয়েছে। আশ্‌শাদেই প্রথম চৌধুরির প্রসঙ্গ টেনে আনে। তারপর থেকে মনে হচ্ছে, সত্যি গোনজোরালি নামের দেহখানা ও তার চারটেপাশ বড়ো ফাঁকা ফাঁকা। চাল উড়ে গেছে। বেড়া খসে গেছে। না,—পায়ের তলার মাটিই বসে গেছে। নির্ভরতা ছাড়া যাকে বাঁচতে শেখানো হয়নি, পরের সেবা ছাড়া যাকে অন্য কিছু কোনোদিন করতে দেয়া হয়নি, এই একা একা স্বনিয়ন্ত্রিত জীবনধারণ তার জন্যে ডাঁহা

BanglaBook.org

অনভ্যাসের। কতবার মনে মনে ষড় করেছে, শালার চদ্‌রি, তোমার একদিন কী আমার একদিন! দিন আসুক রও। তারপর ভরপেট ডাঁটা-চিংড়ি-ডাল-গুড়-নারকেল দিয়ে ভাত খেয়ে নাক ডাবিয়ে ঘুম দিয়ে উঠে সব জুড়িয়ে গেছে। চরে আটকে পড়া চৌধুরির কোশানৌকো ঘাড় বাধিয়ে ঠেলতে লেগেছে বেলা অফরতক।

চৌধুরি কি বেঁচে আছে? গোনজোরালিকে ছাড়া? ন্‌নাঃ অসম্ভব! জানটা বড়ো আনচান করে। শালা চদ্‌রির পো চদ্‌রি!

ঝড় তো অল্প অল্প শুরু হয়ে গেছে। গ্যাদাচোরার শেষ বিদায়দৃশ্যটা মনে পড়ে যায়। ওকেও নেবে নাকি অমনি উড়িয়ে? বাপ রে! সিন্দুরের লাঠিতে ভর রেখে রেখে ছোটে গোনজোরালি। দাঙ্গা ফৈজত করে বেড়ায় বটে, আসলে তো সে কোনোদিনই কালাপাহাড়ি দ্যাখনজোয়ান নয়। জোড়াতাড়া কাঠামোর ঢ্যাঙা দেহখানা। কেবল যে অমানুষিক ইচ্ছেশক্তি পেশিতে মজ্জায় হৃৎপিণ্ডে।

জলের তলায় ভাঙা শামুক আর ঝিলকুচি[১]। পায়ে বিঁধছে। কেটে বসছে।

হঠাৎ থেমে পড়ে গোনজোরালি। ব্যাপার তো বড়ো গুরুচরণ! ইদু হেন মুনশিতে লুট করছে। ঝড়ে ছ্যাঁচা নারকেল, একটা কাঠের বাকশো, তুবড়ে যাওয়া পেতলের কলস, মশলাপেষা পাটা আর কী কী সব হাবিজাবি গাদানো ডিঙিনৌকো। বড়োসড়কের পাশের পগার দিয়ে খাল বইছে। সেটা দিয়ে বেয়ে আসতে আসতে হরগাদা ঝোপে বেধে আটকে গেছে আগানৌকো। গলুই শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে এখন। বুড়োমানুষ কোন্ দিক সামলাবে? মালকোঁচা আঁটা। খালি গা। গলাজোড়া দাড়ি। ন্যাড়া মাথা। কপাল ঘিরে টুপিকাটা দাগ। টুপি বুঝি উড়ে গেছে।

গোনজোরালি নেমে গিয়ে ডিঙি ছাড়িয়ে দিতে ইদু মুনশি হাত তুলে বলে, যা তয়। মাপ করে দিলাম বেনামাজিরে।

মর্কুট্যা ভাম! গোনজোরালি পালটা হাত তুলে খিস্তি ঝাড়ে।

মড়াইগুলো দেখা যায় শেষ পর্যন্ত। মাথার চাল উড়ে গেছে একটার। দুটোর মাথা আলগা হয়ে ঝুলছে। ঝড় কাকে বলে!

গেট পেরুতেই ভেতরটায় থৈ থৈ অবস্থা। আগের আন্দাজ না থাকলে পুকুরেই পড়তে হত।

দোতলার বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে চৌধুরিসাহেব বুঝি বা ঝোড়ো হাওয়া খাচ্ছে।

তড়বড় করে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতে যাচ্ছিল। চৌধুরির ধমকে থেমে যেতে হয়।

তখন কী আর করা? নীচে জলকাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব করে বোঝাতে চেষ্টা করে। চৌধুরিহুজুরের কুশলকারণে তার আসা। চৌধুরিহুজুরের নিরাপত্তাচিন্তায় সে নিদারুণ রকম জেরবার। বলতে কী রাত থেকে মানসিক দুর্ভোগ চলছে এই নিয়ে। হুজুরকে একা এ ভাবে ফেলে যাওয়া তার বাস্তবিক গোস্তাখি হয়েছে। মাফি করে দিতে মর্জি হয়। কারণ এটাই তার পহেলা গলতি। খোয়া ওঠা সিঁড়ি। তার উপর এই নাকে খত দিচ্ছে গোনজোর, আর কখনও

BanglaBook.org

১. ঝিলকুচি = ঝিলের কুচি বা টুকরো।

এ রকম বেয়াদবি কাম করবে না। জেন্দেগিতে না। এখন হুজুর মর্জি করেন তো শরীয়ত মোতাবেক পর্দাপুশিদাসহ[১] বিবিসাহেবানদের ও বালবাচ্চাদের নিয়ে কোশানৌকোয় গিয়ে উঠতে পারেন। সে ও আর আর কামলারা সবাই মিলে দাঁড় টেনে দেবে। রাত আসার আগে আগে পাড়ি দিয়ে চলে যাবে নিরাপদ এলাকায়। দুইবাঁক পর থানাটাউন। ওখানে নতুন মজবুত সব সরকারি বিল্ডিং। দোতলা তিনতলা ভি আছে। হুজুরের এ সাবেকি দালান বাতাসের হাপ[২] সইবে না। মান্ধাতার দোতলা এ। অশ্বত্থের চাড়া শিকড় গেড়েছে। পানি ঢুকে চোঁয়াচ্ছে। আকাশে আবার মেঘ গোঁজাচ্ছে। নিশ্চয় মহাকেয়ামত হয়ে যাবে রাতে। তার আগেই সরে পড়া দরকার। সার বাত হল, হুজুরের নিশ্চয় পেত্যয় যাবার কথা, তার নিজের বলে আলাদা কোনো বাঁচামরা নেই। থাকতে নেই। হুজুরেপাকের বাঁচনে তার বাঁচা। হুজুরেপাকের মরণে মরণ। আরও আরও সব শরাফতি তমিজি বাতচিত ঝেড়ে যায় গোনজোর। হুজুরের সঙ্গে ওঠাবসায় যা যা সব এস্‌তেমাল করতে পেরেছে।

বটে! তবে কি না ভবি ভোলে না। কারণ মারাত্মক। কয়েকপুরুষের আঁকড়ে রাখা তেল খাওয়ানো সিন্দুক। ভেতরে পুঞ্জী করা ধন। খাতকচাষি বর্গাচাষি বন্ধকিচাষির রক্তচোষা মালামাল;—পরচা, দলিল, জড়োয়া গহনাগাটি, তোড়াবাঁধা টাকা। যখের মতো পাহারা দিচ্ছে চৌধুরি। এ মহাবিপদকাল। ছেড়ে গেলে লুটে নেবে। পথে নিলেও লুটমার হবে। নয় তো উড়ে ভেসে যাবে। নিজের প্রবৃত্তিকে বিশ্বাস নেই, তো কামলাকিষেণের জাত! শালা নেমখারাম লুটের তালে ঘুরছে। চৌধুরিসাহেবের দাঁতখিঁচুনিতে গোনজোরালির মেজাজ সত্যি সত্যি বিগড়ে যায়। লোকটার হাতে সেই গাদাবন্দুকটা বাগানো।

গোঁয়া[৩] মার।

ঘোঁত করে পেছন ফেরে গোনজোরালি। ঝপর ঝপর করে জল ভেঙে সরে যায়। পানি বেড়েই চলেছে। রাতে বিপদ আছে বোঝা যায়।

রান্নাঘরের দিকে চলে যায় সে। ভাঙা বেড়া দিয়ে ঢুকে দা-কোদাল সবই পাওয়া যায়। বাইরে কলাগাছ পড়ে আছে ধড়াধ্‌ধড় লাশের মতো। কলাগাতা জড়িয়ে শুপুরিপাতা পাকিয়ে ভেলা বাঁধতে থাকে। থ্যাঁৎলা কাঁধে বিষের মতো ব্যথা। খেয়াল নেই। অসুরের মতো খেটে যায়।

BanglaBook.org

বাঁধে ফিরে আসতে আসতে সন্ধে ঘোর। তুমুল বৃষ্টি নেমেছে।

জরিন বুঝি খুব সাধ মিটিয়ে কেঁদেছে। কাঁদতে কাঁদতে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কে কোথা দিয়ে তালপাতা জুটিয়ে দিয়েছে। তাই জোংড়ামুড়ি দিয়ে শুয়ে।

গাঁ গাঁ জানোয়ারের গর্জন। মানে জানোয়ারেরই মতো বাতাসের গর্জন। বাঁধের মাটি

১. পর্দাপুশিদা = আড়াল, গোপনীয়তা, আব্রু।

২. হাপ = চাপ।

৩. গোঁয়া = পাছা।

খসার শব্দ। নদী দখল বাড়াচ্ছে। আর পচা কটু গন্ধ। হতে পারে দাস্তবমির। মরে পড়ে থাকতে পারে দু-একজন। আসলে হয়তো মানুষ বা জন্তুজানোয়ারের লাশফাশ ভেসে এসেছে। বাঁধের গায়ে ঠোকর খেয়ে এলিয়ে যাচ্ছে। তার গন্ধ। রাতের কারণে দেখা যাচ্ছে না ঠিকমতো।

নে জরি ক্যালা খা।

গোনজোরালির গুঁতো খেয়ে জরিন চোখ মেলে। সে চোখে মানুষের খরতা নয়, খাঁটি জন্তুর চাহনি। কাঁচাপাকা শবরীকলা পেয়ে জন্তুর মতো গিলতে বসে। গোনজোরালি ছাওবুড়োদের ও হাফেজসাহেবকে বেঁটে দিয়ে নিজে খায়।

তারপর নিশুত নিঝুম। সেই ভয়াবহ কালরাত। যখন আসন্ন সর্বনাশের ঠিক আগমুহূর্তে যূথবদ্ধ ত্রস্ত মানুষ নামক জীব অবোধ নিশ্চিন্তিতে একসঙ্গে সবাই মিলে চৈতন্য হারায়। পরম মদের মতো ঘুমের নেশায় নিবিড় নিঃসাড়ে ডুবে থাকে।

রাত বাড়ে। মেঘে ঘেরাও করে। বিদ্যুৎ চোখ রাঙায়। বৃষ্টি তেড়েফুঁড়ে আসে। মাতলা ঝড় রগ ফুলিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাড়া করে। উদ্ধত নদী স্পর্ধার প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে আকাশে থাবা হানে।

কেঁচোর মতো দলাপাক খাওয়া সেই কটা প্রাণীসুদ্ধ ননি হেন মাটির বাঁধ ভাসিয়ে নিয়ে নদী বেরিয়ে যায়। পারাপারহীন জলধির সাদা শমন। রাতের অন্ধকার চিরদিন রহস্যময় অবিশ্বাসী। কোথা দিয়ে কী হয়ে যায়! প্রতি মুহূর্তে ওঁত পেতে থাকা মৃত্যুকে গোছগাছ জীবনের তলমূল উপড়ে সাফ করে ফেলার সুযোগ জুটিয়ে দেয়।

হা জীবন! নাড়ির মধ্যে বিন বিন সুতলিসাপের চলাটুকু। বামবুকের তলায় ধিম ধিম অস্থিরতার জানান। দুর্গহীন ব্যূহহীন রক্ষীহীন। অবোধ বংশলতা। মায়ের কোলের মতো নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় ঝুলে শুয়ে থাকে। চোখ মেলে দেখে না বোঝে না, মায়ের কোল নয় এ, বারো-চোদ্দো হাত উঁচু ফ্যানামাথাওলা মৃত্যুর একেবারে নাভিকেন্দ্রে শুয়ে মরণদোল খাচ্ছে।

সহজাত বুদ্ধিবশে দুজনেই কাপড় দিয়ে কোমড় বেঁধে নেমেছিল ভেলার সঙ্গে। পানির বাড়িতে ভেলা খসে ফ্যাতা ফ্যাতা। তবু কলাগাছের গুঁড়ি বুকে আঁকড়ে তারা জল আর বাতাসের তালে তাল রাখার চেষ্টা করে। যায় যাক যেখানে খুশি নিয়ে। ভাসিয়ে উড়িয়ে যেমন খুশি। বাঁচতে পারলে হয়।

চাঁদতারা সেঁধিয়ে গেছে। কীসের দিশা! শুধু শব্দেই সাড়াসাড়ি। কে কোথায় কোনো হদিশ নেই।

এ কী দারুণ ধন্দ এ! মরে না বেঁচে? ধন্দটুকু ঘোচে না। কলাগাছ বুকে আঁকড়ে হাঁক পাড়ে গোনজোরালি, জ—রি—হেএএএএ— এ...

এটা কি হাঁক হল? শুকনো গলা ঝুঁঝে ঝুঁঝে করুণ মচকানো স্বর। বাতাসের শ্বাস সেটুকুও শুষে নেয়। পরক্ষণে খ্যাপা জল অবিকল কুলকুচি করার মতো করে সেই কলাগাছ শূন্যে ছুঁড়ে মারে। আর গোঁয়ারি চেতন বটে গোনজোরালির, যায়-যায় যায় না। বাঁচার জেদ।

BanglaBook.org

এ বাতাস দীর্ঘস্থায়ী হবার জন্যে আসেনি। পর পর কয়েকটা কড়া ঘূর্ণিমোচড় দিয়ে পাক খেতে খেতে দেশান্তরে চলে যায়। না, বাতাস ঠিকই বইতে থাকে। রয়ে রয়ে। দাপে দাপে।

ভোর ভোর। ঝড়ের চাপ কেটে গিয়ে এখন বেশ ভালোমানুষ চরাচর।

গোনজোরালি জবর হুঁশে আছে। পুবের সলক দেখে বুকে বল ফিরে আসে। নেহাত জৈবিক অভ্যেসে কানে হাত ঠেসে ডাক পাঠায়, জ—রি—হেএএএএ—এ!

জোলো বাতাস বয়ে সে ডাক জলের গহীনে জলান্তরে মিলিয়ে যায়। ঠাট্টার রেশ হয়ে ফিরে আসে কাঁপতে কাঁপতে।

বিপন্ন মানুষের গলা থেকে আবার জীবন্ত ডাক ওঠে। আবার জল থেকে নতুনতর জলসীমায় ভেসে যায় তার রেশ। প্রতিধ্বনি ফিরে আসে নিষ্ঠুর প্রতারণা নিয়ে।

ফাঁকা খোলা আকাশ। জনহীন নদী। তবু কাঁদতে পারে না গোনজোরালি। ভেঙে গেছে — মচকে গেছে কত না। কোনোদিন কাঁদেনি। ঠেলে উঠে কাঁধ দিয়েছে জোয়ালে। সেই তার আজ কী করে কাঁদা আসে? গাল হাঁ করে আকাশের ফরসা হবার কসরত গিলতে থাকে।

আরও কিছুটা ফরসা হবার পর গোনজোরালি টের পায় লড়াইয়ে আবারও জিত হয়েছে তার। হ্যাঁ, জরুর জিতে গেছে সে।

যে অর্ধেক ভেলা আঁকড়ে ধরে ভাসছে গোনজোর, তারই সঙ্গে শাড়ির বাঁধনে বাঁধা জরিন, তার জরি। শুধু কি বাঁধা? দু'হাতে জাপটে ধরে আছে কলাগাছ। আউলা চুল তার ছেপে ছেপে উঠছে জলে।

তাহলে আছে বেঁচে আঁ!

জরি! এ জরি! আমার জরিনসোনাডু—উক!

## চার

বোধবুদ্ধির লেশ আর অবশেষ নেই। প্রায় সবটুকু ভেসে গেছে বানের পানিতে। বাকি আর যা সামান্য প্রবৃত্তির তাড়না, তাও নাশের পথে। আলাজিলা অন্ধকারে ঘোলা আকাশ। তার নীচে কূলখাগি কালো নদী। নদী কোথায়? ঘরবাড়ি-চর-মুলুকমাটি ডুবে বিলে জলে একাকার।

মানুষের বসত শুধু বড়োসড়কের দু'পাশে। কলাপাতা কচুপাতার ঠুনকো ঝুপড়ি! বাতাসে উড়ে যায়। রোদে পুড়ে কুঁকড়েমুকড়ে থাকে। পরদিন বৃষ্টিতে পচে ফেঁসে যায়। কারও বা তাও নেই। ঝড়ে ওপড়ানো গাছের উপর বসে ভেজে আর গরিবমানুষেরা শত্রু আকাশকে শাপ হানে বিড় বিড় করে।

ভেজা ভ্যাপসা খড়। তার উপর পিঠ পেতে মাঝরাতে বুদ্ধিনাশা গোনজোরালি নিজের সর্বনাশের শুরুটা আবার আরেকবার গেঁথে গেঁথে দেখে।

BanglaBook.org

সেই যে ঝড়টা। গোঁয়ার গাড়োল কালো ষাঁড়ের মতো শিংবাঁকানো লেজউঁচু তেড়ে আসা ঝড়। আর তার পিঠ পিঠ দশ-বারো হাত উঁচু কুলোতোলা পানির ফণা। সব নিয়ে গেল। মানুষ-বলদ-বটবৃক্ষ সব তুলে নিয়ে গেল রাতারাতি। সকাল বেলায় দেখা যায়, গোনজোরালি সস্ত্রীক কলাগাছ বুকে নিয়ে ভাসন্ত।

মাথার কাছে নদী সারারাত ফোঁসায়। ফুলে ফেঁপে দশখান হয়ে রাস্তার গায়ে এসে ছোবল হানে। গোনজোরালি শোনে কান পেতে। ওর ধারণা কাদের দেয়াল ছেঁচে গেছে। এখন রাতদুপুর। পচা বাদল কলাপাতার চাল ফাটিয়ে নেমে আসছে। দেখা যায় না। আঁধারে কল কল শব্দ সাপের লতার মতো বেয়ে নামছে। খড়ের তলায় খোয়া। মাটির সঙ্গে যোগাযোগে সময় লাগছে। ওর ধারণা চোখের নজর ক্ষয়ে গেছে। বুকের মধ্যে জান থমক ধরে আছে।

মনে হয় ঘরের মটকাই প্রথম বাতাসের হাপ টের পায়। তারপর যখন মচ মচ শব্দে দোচালাটা পোতার দিকে নেবে আসতে থাকে, গোনজোরালি হাতের পাতা দিয়ে দরজার চৌকাঠে ঠেক বাধিয়েছিল। ঘুণে খাওয়া কাঠামো হুড়মুড় করে একেবারে কাঁধের উপর এসে পড়ে। ঠিক এই পর্যন্ত পৌঁছে ঘটনার বোঁটা হারিয়ে যায় গোনজোরালির। আর গেঁথে তুলতে পারে না। তবে জরিন যে বলে, তারই টানাহ্যাঁচড়ার জোরে সেই জ্যান্ত গোর থেকে গোনজোর বেরিয়ে আসতে পেরেছে, সেটা সত্যিও বটে মিথ্যেও বটে। ডান হাতের ও কাঁধের ফোলা নীল জায়গাগুলো দিন হলে বেড়িয়ে পড়ে।

কাশতে কাশতে বুকে হাত চেপে উঠে বসে গোনজোরালি। ফুসফুস ছেয়ে ফেলেছে। এ শ্লেষ্মা কোনোদিন আর উঠে আসার পথ পাবে না। হাঁপাতে হাঁপাতে গাল হাঁ করে শ্বাস টানে। আর সেই সঙ্গে কাল্পনিক ভাতরুটিআটা যা মনে আসে আন্দাজে অন্ধকার থেকে টেনে আনার চেষ্টা করে। পরশু না কবে থেকে খাওয়াটাওয়া জোটে না। রাক্ষুসে খিদেয় হা হা করে গাল মেলে হাত মেলে খাবার হাতড়ায়।

জরিনের গায়ে হাত লাগে। তবু ফোঁস ফোঁস করে ঘুমুতে থাকে। হিংসায় মাথা গরম হয়ে ওঠে গোনজোরালির। এ আল'ক্ষ্মে বেহায়া ঘুম আসে কোত্থেকে না খেয়ে?

হাতে এবার নারকেলকোরনের খেঁটে ঠেকে। এই ছালপুরু বেহায়া মাগি তাকে এ বিপদে কিছু খাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে না। আরও বরং ঘুম মারছে ভোঁস ভোঁস করে! আক্রোশের জ্বালায় জরিনের মাথার উপর খেঁটে তুলে ধরে গোনজোরালি। কিন্তু ঘটনা তো কোনোটাই বিচ্ছিন্ন নয়। চারদিকের কাজকর্মের সঙ্গে খাপে খাপে বাঁধা। তাই আর এগুবার জো থাকে না। কাছেই দূরের এক ঝুপড়িতে অন্ধকারের মধ্যে প্রৌঢ় ছবরোদ্দি সেই মুহূর্তে মরে গিয়ে সারা সড়ক এলাকায় একটানা মড়াকান্নার সূত্রপাত ঘটায়। গোনজোরালি নিজের খ্যাসখেসে দাড়িতে খুব সাবধানে হাত বুলোয়। বেশি জোরে সাহস পায় না। কী জানি যদি টান লেগে চামড়াসুদ্ধ চাপড়া খসে আসে।

বেঁচে গিয়ে জেগে ওঠে জরিন। থতোমতো খায় খানিক। জড়ানো গলায় বলে, ব'সে ক্যানো ধোন? ও কান্দে বা কারা?

BanglaBook.org

গোনজোরালি শুয়ে পড়ে। ঠান্ডা গলায় বলে, মরিচির খ্যাপে গ্যালো।

কেডা?

ছবরোদ্দিভাই। বানে না যায় তো যায় কলেরায়।

জরিন এবার ডুকরে ওঠে। গোনজোরালির কিছু নেই সান্ত্বনা দেবার। অগত্যা একমাত্র স্বাধীনতা স্ত্রীসংগম—

এমনি ঢুকুর ঢুকুর ঢিমে লয়ে রাস্তার পাশে আরও একটা রাত ফ্যাকাশে হয়ে আসে।

আর-একটা ফ্যাকাশে মারা দিনের কেবল প্রাতঃক্রিয়া শুরু।

কারা যেন কিছু হাঁসমুরগি বাঁচিয়ে এনেছে বন্যার মুখ থেকে। একটা মোরগ অভ্যাসের দোষে বাগ দেয় সর্দিবসা কেশো গলায়। পাতার ফাঁক দিয়ে সিঁটে আকাশ দেখা যায়। ধারাবৃষ্টিতে ক্ষান্ত দিয়েছে। একজন উপোসি মুসল্লি, সেও অভ্যাসের ঘোরে কাঁপা কাঁপা গলায় আজান পৌঁছে দেয় অস্থির নদী আর গোমড়া আকাশের দিকে।

জরিনও প্রাতঃক্রিয়া সেরে আসে বাইরে থেকে। গোনজোরালি দাঁতে দাঁত চেপে কাত হয়ে পড়ে থাকে। দুমুঠো রিলিফের গম পেয়েছিল। পরশু খতম হয়ে গেছে। এখন আর কবে কী জুটবে কিছু বুঝতে পারে না। শেষ ভরসাটুকু এখনও জরিনই বটে। কখন কোথা দিয়ে সে দু-চারদানা জুটিয়ে এনে ভেজে বা ভিজিয়ে কখনও বা ফুটিয়ে সামনে ধরে, প্রায় তেলেসমাতি[১]!

এবারে উপুড় হয়ে শোয়। এখনও বেরুনো যাবে না। বাইরে ফাঁকা সড়ক। গাছ-আগাছার আড়াল নেই। পগার থাকলেও পানি ভরে আছে। নামার জো নেই। একমাত্র পরদা রাতের অন্ধকার। রাত ঘোলা হয়ে আসতে লাগলে মেয়েরা তাই আগেভাগে রাস্তার এপাশ-ওপাশ ছড়িয়ে বসে পড়ে। ওরা সেরেসুরে ঝুপড়িতে ফিরে এলে পুরুষেরা বাইরে এসে গলাখাঁকারি দিতে থাকে। সড়কে দাঁড়িয়ে পানির বাড় মাপে।

ওমাট রসে টসটসে ফুলো কাঁধ। বাম হাত বুলোতে বুলোতে চৌধুরিসাহেবের কথা মনে পড়ে যায়। তার তিন-তিনটে জবানের কথা

চাঁদরাতে থানা থেকে ফিরছিল দুজনে। মাঝি সে। ছইনদার চৌধুরি। দুজনে মিলে একটা জলে ডোবা বউকে টেনে তুলেছিল। খানিক চুকুরচুকুর করে চৌধুরি ভেজা শাড়ি টেনে কোমরে তুলে ফেলে। তখন বৈঠা রেখে গোনজোরালি পেছন থেকে চৌধুরির গলা টিপে ধরে। কোনোমতে শাড়ির খুঁট নামিয়ে দিয়ে চৌধুরি তাকে বলেছিল, বেপদে পড়িসটড়িস তো কারও মুখে এট্টা খবর পাঠাস বাপ। যা পারি হেল্প করব। জবান দেলাম।

পরের চরে জুলুমদখলি ধান কাটার তদারকি চালাচ্ছিল চৌধুরি। গোনজোরালি তার লেঠেল। হঠাৎ দিনদুপুরে নকশালের ছেলেরা স্টেনগান নিয়ে হাজির। চৌধুরিকে গাঙকূলে নিয়ে গলা পাতিয়ে রামদা তুলেছিল। গোনজোরালির লাঠির ঘায়ে স্টেনগান পানিতে

---

১. তেলেসমাতি = জাদু, ম্যাজিক।

BanglaBook.org

ছিটকে পড়ে। গলায় হাত বুলোতে বুলোতে চৌধুরি বলেছিল, বেপদেটেপদে পড়লি ক'বি তো মুখ ফুটে? যেন জানতি পাই। এডা আমার জবান থাকল।

বারোবস্তা ইউরিয়া সার পাচার করে দেবার পর বিশবস্তা কুম্ভীপাতা বোঝাই করে নিয়ে বর্ডার থেকে ফিরে আসছিল দুজনে। চালক গোনজোরালি। সোয়ারি চৌধুরি। আধাআধি রাত তখন। একটা কোমরব্যাঁকা খেজুরগাছে বাড়ি খেয়ে জোয়ালের টাল ঘুরে যায়। চোদ্দোশো টাকার গোরু গলায় ফাঁস লেগে মরছে দেখে চৌধুরি নেমে এসে অসুরমাফিক জুতোপেটা শুরু করে দেয় গোনজোরালিকে। পিটতে পিটতে নিজে হঠাৎ ভিরমি খেয়ে পগারে গড়িয়ে পড়ে। গোনজোরালি টেনে তুলে মাথায় চোখেমুখে পানি ঢালে। গাড়িতে চাপিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনে। চৌধুরি সকালে ডেকে বলেছিল, তোর বেপদকালে এই মানুষটা চুপ থাকলি পরে ক'স তখন। হ জবান এডা। মনে থাকে যেন।

মনে আছে। সবই মনে আছে ঠিকঠাক। তিনটে তো বাড়ির ধারে, একটা জবানও রাখার সময় পায়নি চৌধুরি। রাতারাতি তেড়ে এসে ঘেরাও করে ধরে বন্যাতে। নিশ্চয় ঘুমের ঘোরে সবংশে নিব্‌বংশো হয়েছে।

এখন এই এতবড়ো বিপদ। গোনজোরালি সলকসকালেও আঁধার দেখে। লেঠেলির পেশি কোথায় মরে গেছে! কাঙালের কঙ্কাল জেগে উঠেছে। মুখ থেকে পাছা। এ যে কী টানা লম্বা সুড়ঙ্গ, কিছু না কিছু দিয়ে রোজ হয় বুজোও নয় মরো। হুঁ! মরব যদি তো খাব কী করে? খাব না তো জিভে এত এত মজার সোয়াদ নেব কী করে? কাজেই মরা অত সোজা নয়। ওফাজে, ওফাজের মা, নকি, ছেকেল—সব এখানে এসে মরেছে। ছবরোদ্দি আজ গেল। তবু তাকে বাঁচতে হবে। না মরা পর্যন্ত বাঁচা লাগবে।

দূরে ট্রাক যাতায়াতের ভরভরাট শব্দ। গিয়ার পালটানো, মোড় ফেরা, ব্রেক কষা, রিলিফের মাল আনলোড করা, স্টার্ট নেয়া—চব্বিশটা ঘণ্টা গোলমাল লেগে আছে। পানি আর বাতাসের শব্দ তো আছেই।

মাথায় উঁকুন ঘাঁটতে ঘাঁটতে জরিন বলে, আ গ তুমি কি ছবোরভাইরে দেখতি যাবা না? সগলে যায় যে।

গোনজোরালি ক্যাঁট করে প্রশ্ন করে, দ্যাখপোই তো! দেখলি কি খাওনডা পাব? আমারে কেডা দ্যাহে?

তবু গিয়ে দেখতে হয়। মড়াটাকে সবাই মিলে নদীতে ভাসাবার তাল করছে। আর কী আছে করার? আয়নাসুন্দরী ফ্যাড়াৎ করে পরনকাপড় ছিঁড়ে খুলে ফেলে। হিস্টিরিয়ার বাই ওঠা রুগির মতো চ্যাঁচায়, এই ন্যাও কাফন। পতিধোন গো তুমি কাফন নি পরে যাও!

মেয়েরা কান্না থামিয়ে চুপ হয়ে যায়। সেই ধোঁয়া-রঙা মূর্তির বুকে আছাড় খাওয়া মাইদুটোর পানে চেয়ে পুরুষরা শিউরে ওঠে।

এমন শ্বাসচাপা মুহূর্ত কতক্ষণ সহ্য করা যায়? সবার সঙ্গে গোনজোরালিও তাড়াতাড়ি হাত লাগায়। ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে দুলে ছবরোদ্দি সদরের দিকে রওনা দেয়

BanglaBook.org

একজন মুসল্লির[১] ছুরা[২] শেষ হবার তোয়াক্কা না করেই। এদিকে পরনের পুরু আধভেজা লুঙ্গি বলকে বলকে ঘেমো ভাপ ছাড়ছে। বুঝি কচি রোদ উঠেছে। শরীরে গরম রক্ত কিলবিল করে চলে বেড়াচ্ছে, তার তাপও হবে হয়তো।

খিদে আর রাগ গোনজোরালির মগজে দাহ জ্বালিয়ে দেয়। মানুষের মতো বজ্জাত জন্তুর কান্নাকাটি দেখলে মনে হয় বুজরুকি, নয়তো ফচকেমি। গোরু ঘোড়া গাধা ছাগল কেউ চেঁচিয়ে কাঁদে না, একমাত্র মানুষ ছাড়া। পিটিয়ে ঢিট করে দিতে হয়। কিন্তু এই সব মেয়েলোক তো আর তার নিকের বিবি জরিন নয়। পরের বিবি। নাঃ! হাত পা মাথা সবই কেমন বোদা হয়ে গেছে এ ক'দিনে। বুদ্ধিটুকু গুলিয়ে যেতে বসেছে বানের ঘুল্লিতে। আটপহর বিষ্টির ফোঁটা পড়ার মতো টিস টিস করছে খুলির পেছন দিকে।

যে পচাগলা মানুষটা ঘূর্ণিতে ঘুরে ঘুরে ভেসে যাচ্ছে তীর ঘেঁষে, তার খেল দেখে চেয়ে চেয়ে। বৃষ্টির পানিতে নদীর পানিতে ধুয়ে ধুয়ে সাদা নীল হলুদ তিনরঙা মেশাল ধরেছে। আঁশটে রঙের পেটটা ফেঁপে চৌধুরির জোদ্দারি ভুঁড়িকেও ছাড়িয়ে গেছে। নীলচে নাইয়ের পাশে কুচকুচে কালো একজোড়া কাকপরিবার নখ সেঁটে বসে নাড়ি টেনে টেনে বের করছে। আর এক ভিনগাঁয়ের কুকুর পাঁজরে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ভেসে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে।

খিদে আর খাবার গোনজোরালির স্নায়ুর জালে খুব ঘোরালো রকমের জড়াজড়ি পাকাতে থাকে।

চোখের কষ্ট সারাবার জন্যে এবারে একবার দূরে ছড়িয়ে দেয় নজর। মাইলের পর মাইল জুড়ে সাদা পানির ঢাউস পর্দা। মৃত্যুর অসংখ্য এঁটো ভেসে চলেছে তার উপর দিয়ে। গোরু-মোষ-মানুষের রাশ রাশ লাশ। আর ফাঁকেফোঁকে আস্ত গাছ গোটা চালা ছত্রখান সংসার।

সে সব ছাড়িয়ে আরও দূরে আরও আকাশঘেঁষা দূরে পাঠিয়ে দেয় নজর। সেখানে পর্যন্তও পানি। হালকা সিসের মতো ঘষা বেলেসাদা পানি। কিছু নেই আর। সবুজের একটা ফোঁটা বা একটু ফুটকি কোনো কিছু ব্যত্যয় নয়। শত শত মানুষের ঘামে গজানো বর্গাদার-জোতদারের হাজার হাজার বিঘের সবুজ ধানবন তলিয়ে একাকার হয়ে আছে।

এতবড়ো খিদের মধ্যেও শয়তানি খুশিতে চিক চিক করে ওঠে দুটো চোখ। এবারে আর খালি পেটে বসে বসে সারা রাত ধরে পরের ধানের বোঝা পাহারা দিতে হবে না। অবশ্য কি না শেষ অবধি বেঁচে যদি যায় তবে।

ক্লান্ত হয়ে ফিরিয়ে নেয় চোখ।

সড়কের মাথা গিয়ে সদরে যাবার পিচের রাস্তায় যেখানে মিশেছে, সেখান থেকে সরকারি রিলিফ ক্যাম্পের শুরু। রেডক্রসের মালবোঝাই মিৎসুবিশি ট্রাকের সারি

---

১. মুসল্লির = নামাজির।

২.. ছুরা = পবিত্র কোরআন শরীফের অধ্যায়।

BanglaBook.org

এঁকেবেঁকে দাঁড়িয়ে। খাকি তেরপলে ঢাকা পিঠ। এই দু'পহর সকালে সামনের ট্রাক এখনও একটা হেডলাইট জ্বালিয়ে চেয়ে রয়েছে। পুরানো কালো অজগরের মতো।

লোকজনের ছুটোছুটি রৈ রৈ। খুব একটা জগঝম্প কাণ্ড চলেছে। গেরুয়া রঙের শামিয়ানা টাঙানোর প্রস্তুতি একধারে। ঠিক বোঝা যায় না কীসের এ মেলা। আশ্রয়ক্যাম্পগুলো আরও পেছনে। উদ্বাস্তু মানুষে ভরে গেছে প্রতিটা তাঁবু। জায়গার অভাবে সড়কের এই কয়েকশো মানুষকে তাড়িয়ে দিয়েছে ওখান থেকে। এরা কথাবার্তা কম বলে। তাকিয়ে থাকে মরা চোখে। যার যার অবস্থান ও ভূমিকাছাড়া হয়ে এখন একেবারে গোভূত।

আবার সুমুখের দিকে তাকায় গোনজোরালি। দিগন্তজোড়া জলের দেশ। চিলতে চিলতে মেঘের ফাটল গলে কদিন পর এই প্রথম রোদ ছিটকে বেরিয়েছে। পানির সিসেরং এখন কালসিটে পড়া নরম এনামেল চেহারা নিয়েছে। পাঁচ-ছটা জলপায়রা সেই পানির ফাঁদের উপর দিশেহারা হয়ে উড়ছে।

ছবরোদ্দির সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক ছিল। স্রেফ পেশাগত সম্পর্ক। দুজনে মিলে চৌধুরিদের ধানগোলায় সিঁদ দিত। একবার আয়নাসুন্দরীর বাপের বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ার জোগাড় হয়েছিল। বেরিয়ে আসার সময় ছবরোদ্দির চিবুকে আলগা টিনের পোঁচ লেগে যায়। পরে চাপদাড়ি রেখে দাগটা ঢেকে রাখতে হয়েছে।

ছবরোদ্দি চলেই গেল তাকে রেখে।

ঝুপড়িতে ঢুকে দেখে জরিন বঁড়শিতে কুচে বাধিয়ে আতান্তরে পড়ে গেছে। রাতে পেতে রাখে রোজ কেঁচো গেঁথে। যদি মাছটাছ বাধে। বোঝে না যে মাছেরা এখন রাজভোজে ব্যস্ত। কুচের মোচড় দেখে জরিন ভয় পেয়ে গেছে। ছাড়াতে সাহস পাচ্ছে না। পায়ের বুড়ো আঙুলে মাথা চেপে ধরে ঝটকা মেরে বঁড়শি থেকে ছাড়িয়ে নিল গোনজোরালি। জরিন আহ্লাদে ঢঙে চেঁচিয়ে ওঠে, ফ্যালো ফ্যালো। এহনি পানিতি ফেলে দ্যাও শয়তানের ছাওডারে।

জিনিসটা না বাইন না সাপ। তবু জ্যান্ত কিছু তো বটে। গোনজোরালি দুটো চোখ কুঁচকে ফুটো পয়সার ভেতর দিয়ে দেখার মতো করে বলে, আমার হাতের দ্যাড়া হবানে বটে শালার খবিস[১] নয়? ছোটো ছোটো টুকরো করে কুচো। মাথাডুক বাদে। নুনঝালে সেদ্ধ কর বসে। ক্যামন তো?

জরিন ঠোঁট উলটে বমির ভান করে বলে, ওয়াক! মোছলমানে খায়? কেডা ক'লে গা আ?

খিদের আবার মোসলমানডা কী রে? যার খাটনি সে খায়।

লেঠেলি ধমক প্রায় ফিরে এসেছে গলায়। সে আওয়াজের মাথা মুড়ে মাইক টেস্টিংয়ের 'হ্যালো মাইক টেস্টিং হ্যালো ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যালো হ্যালো' হঠাৎ গাঁ গাঁ করে ওঠে।

গোনজোরালি হাতের মাথায় থ্যাবড়া পাঞ্জা মেলে ধরে। দেব কষে এক থাপ্পড়! না।

১. খবিস = নোংরা, ইতর।

BanglaBook.org

এখন আর নয়। হাত গুটিয়ে মুঠো করে নেয়। কী হবে শুধু শুধু? এই বানভাসি জীবনে মারা-খাওয়া-ঘুমুনো সব সুখ নিস্তেজ হয়ে এসেছে।

আবার মাইকটেস্টিং। আর নদীর বুকে শিকারি বাজকুড়োলির গলাফাটা ডাক।

দিনের প্রথম মেঘ নিঃশব্দে ঘিরে ফেলে। মরা কুচের চকচকে চামড়ায় মেঘের মেটেল রং।

ঠাহর হয় এটা এখন বেলা তিনপহরের উজানি। পরনের লুঙ্গি শুকিয়ে লবণে খস খস করছে।

এবাঁর দূর থেকে শোনা যায় আবার মড়াকান্নার রোল। নদীর লম্বা খিদে পেয়েছে। তাই রোজ খিদেধরা মানুষ একটা একটা করে গিলে খাচ্ছে। গোনজোরালি মনে মনে বলে ক্যালা খা। নে ক্যালাডা খা আমার।

## পাঁচ

জরিনকে নিয়ে চোখকান বুজে ক্যাম্পের দিকে পা বাড়ায় গোনজোরালি।

আজ বুঝি সরকার মেলা বসাবে! বুঝি ভোজও দেবে! কাঙালি ভোজ। দেয় না? রোজই নাকি দেয়?

আরও জোরে উঠে আরও কাছে এগিয়ে আসে মানুষের কান্না।

হাঁটতে হাঁটতে বাম বুকে হাত পেতে গোনজোরালি ধিমধিম ধিমধিম জীবনের নিশ্চয়তা নেয়। আবার ধমক লাগায়,

এ জরি!

কন শুনতিছি।

সায়েবগো ঠাই রিলিফ চাবি। আমি চাইলি দেবেনানে।

জে।

ওরা এসে পড়ে!

যেন শ্রাদ্ধের আয়োজন। তবে ঝুপড়ির মড়াগুলোর জন্যে তো নয়ই। ক্যাম্পের শরণার্থীরা খাবে। তবু বেশ পছন্দ হয়ে যায় একসঙ্গে এতবেশি এতরকম লোকের দাপাদাপি! কী রফরফে সব স্বাস্থ্য আর চেহারা! কী ভীষণ তেজে বেঁচে আছে! গোনজোরালি পাঁচ আঙুলে পাঁচফাঁক করে দাড়ির মধ্যে বাতাস চলাচলের পথ করে দেয়। জরিন বলে, কম্বল যদি দেতো রে আজ! আর একখান পেন্‌ধন কাপুড়। দেবে না? কী কন?

সারি সারি ট্রাকে রিলিফের পাহাড়। মোষের মতো কালো চাকা। কাদা মাখা। যেন যুদ্ধ থেকে খেটেখুটে এসে জিরিয়ে নিচ্ছে।

দুদিনের উপোসি মানুষদুটো খালি পেটে ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায় আনতাউড়ি। বুঝতে পারে না কোথায় কার কাছে যেতে হবে। কে নিয়ে বসে অছে দুধ রুটি ভাত মাছের ঝোল গম টিনভর্তি বিস্কুট। এইটুকু ভরসা শুধু, কিছু না কিছু জুটবেই, এসে যখন পড়েছে।

দক্ষিণের মাঠে শরণার্থী শিবির। ওখানে চণ্ডড়াকপালেরা থাকে। তারাও গরিব, তবু এই মুহূর্তে একটু আলাদা উঁচু জাত বটে।

BanglaBook.org

গলায় ক্যামেরা চোখে কালো চশমা ঘাড়ে কটাশে বাবরি থুঁতুর দুপাশে গোঁফের ডগা; এই চেহারার কিছু লোক জোরকদম ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। একদল রাইফেল নামানো পুলিশ। আর তাদের গণ্ডাখানেক অফিসার। বেন্টঠাসা ভুঁড়ি। কারও বা পায়ে গামবুট। ফাঁকফোকরে ছড়ানো সাদা ফেজটুপি। আর একঝাঁক বেউসি মেয়েলোক। চুলে আলপেট কাটা। কপালে মস্ত লাল ফোঁটা। চোখে কাজল। মজবুত শরীর। আগাগোড়া কালো চামড়ায় মোড়া। এরাও শরণার্থী। তবে স্বাস্থ্যবতী। পানের চিবি আর হাসির ছুরিতে ঝিলিক মেরে মেরে উঠছে।

মাঠের পশ্চিম দিকে গেরুয়া শামিয়ানা পড়েছে। নীচে গাড়ি গাড়ি বালি ঢেলে কাদা মারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। লাল শালু ঘেরা বক্তৃতামঞ্চ দাঁড়িয়ে। মাইকের বেঁটে লোকটা ডাণ্ডার মাথায় মুখ নিয়ে এখনও পরখ চালিয়ে যাচ্ছে। কয়েকশো চেয়ার পাতানো সামনে।

মঞ্চের ওপর প্রায়প্রৌঢ় ফরসা লম্বা এক সাহেব ঘুরে বেড়াচ্ছে। পেছনে আর-একজন। লম্বা তবে শুকনো ব্যাঁকা সুমুখ ঝোঁকা। প্রথমজন জেলামালিক। পরের জন সি. ও. ডেভ। আগের লোকটি কুইক মার্চের কায়দায় হেঁটে হেঁটে পাটাতনের সহ্যক্ষমতা মেপে দেখছে। পেছনের ঢ্যাঙা মূর্তি নকল কদমে সহযোগিতা দিচ্ছে। জেলামালিকের দুবার 'ও কে'-র পিছু পিছু তাকে চারবার 'ইয়েস স্যার' করতে হয়। নীচে নামতে নামতে কিছু সংক্ষিপ্ত কথা বিনিময় হয় তাদের মধ্যে।

উনি অ্যারাইভ করছেন রাউন্ড এবাউট ফোর পি. এম.। এখনও ঘণ্টাতিনেক সময় হাতে আছে।

ইয়েস স্যার।

কাগজপত্র সব রেডি করে রেখেছেন তো?

ইয়েস স্যার।

হিসেবটা আর-একবার দেখে নেবেন।

ইয়েস স্যার।

ওসি চেয়ারম্যান রিলিফ অফিসার প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ব্রিফ করবেন।

কাল রাতে সব পার্সোন্যালি মিট করেছি স্যার।

যত পারেন টিপসই দিয়ে রাখবেন। আমার বলার দরকার করে না যদিও।

ইয়েস স্যার। রাইট স্যার।

ও ইটস ঠু মাচ!

সরি স্যার! চেয়ারম্যান কামিং।

ফুলপ্যান্ট। তার উপরে নকশি করা গলাবন্ধ পাঞ্জাবি। তার উপরে ঘুমঢুলুঢুলু বাঘের মতো নিরীহ ভয়ংকর মুখ। তার উপরে ফেজটুপি। চেয়ারম্যান। দরবারি কায়দায় হাত মেলে দিয়ে বলল, দুটো বাজে। লাঞ্চে আসুন স্যার।

জেলামালিক ঘড়ি ঘুরিয়ে মাথা ঝাঁকায়, হাইটাইম! চলুন আপনারাও চলুন।

একটা বিশেষ তাঁবুর গেটে সবাইকে অভ্যর্থনা জানায় রিলিফ অফিসার। সেই সঙ্গে

BanglaBook.org

একজটলা জ্যান্ত কঙ্কাল। যাদের চোখেমুখে হানাদার বন্যার আতঙ্কের স্থায়ী ছাপ। হাত বাড়ালে লিকলিকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে শ্যাওলাজমা স্যাঁতসেঁতে পৃথিবীর দেহ দেখা হয়ে যায়।

তাদের দেখাদেখি গোনজোরালি ও জরিনের হাতও সামনে উঠে হন্যে হয়ে খাড়া ডাল ঝুলতে থাকে। তারপর রয়ে রয়ে নেমে গুটিয়ে আসে।

অনেকক্ষণ পর গোনজোরালি ঠ্যালা দেয় জরিনকে,

এ জরি!

কন ক্যানো?

তুই যা। মধ্যি সেন্‌ধে যা। গন্‌ধো পাস? সায়েবরা খাতিছে।

জরিন ঘাড়ে মোচড় দেয়। ভয়ে কেঁপে ওঠে। বলে, আপনেও সাতে আসেন তয়। গা কাঁপে য্যান!

গোনজোরালি ফিশ ফিশ করে গর্জায়,

ধুস্‌ছাতা! আঁই, আমি গেলি দেবে না হাড়্‌ডিও। যা সোনা!

ঠ্যালা খেয়ে জরিন পর্দার ওপারে সেঁধিয়ে যায়। সেখানে বেহেস্তের পাট বসেছে। ন্যাশনাল প্যানাসোনিকে রুনা লায়লা ঘুরছে। টেবিলে শিউলি ফুলের মতো সাদালাল পোলাও। হলুদসাদা দই-এর সরে নীল মাছি। টেবিলের তলায় পা তাল ঠুকছে। আর ভেতরটা ভেজা তাঁবুর বোঁটকা গন্ধ। নতুন শাড়ি পরা একটা মদ্দামার্কা ষেঁড়েল মেয়েছেলে পরিবেশনে ব্যস্ত। জরিনকে দেখে মাদি কুকুরের মতো খেঁকিয়ে ওঠে।

জেলামালিক মোরগের রান থেকে দাঁত তুলে নেয়। কামড় উহ্য রেখে রিলিফ অফিসারকে কিছু নির্দেশ দেয়। রিলিফ-অফিসার খাওয়া থামিয়ে দেয়। হাতমুখ ধুয়েমুছে জরিনের দিকে তাকায়। দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, এসো আমার সঙ্গে।

জরিন তার পিছু পিছু বেরিয়ে আসে।

গোনজোরালি দেখে অবাক হল। চমৎকৃত হল। কিন্তু অচেনা হয়ে রইল নিখুঁত কায়দায়।

একটা সবুজওঠা তাঁবুর মধ্যে গিয়ে ঢুকল দুজনে। বাইরে গার্ড দাঁড়িয়ে। ভেতরে থুপথাপ স্তূপ জমে আছে। দুধের টিন। গমের বস্তা। ভুট্টার বিচি। কাপড়ের গাঁইট। ওষুধপত্তর। বিস্কুট। হরলিক্‌স। ফ্যারেক্‌স। বাটারঅয়েল। জরিনের চোখে এ বুঝি বেহেস্তের পাহাড়। আর রিলিফ-অফিসার পদের গোলগাল ভুঁড়ে লোকটার চোখের সামনে একজোড়া টিলা। দুজোড়া চোখই খিদের আগুনে জ্বলজ্বলে। একসময় টের পায় জরিন, লোকটার দুচোখ তার বুকের উপর দিয়ে কেঁচোর মতো বির বির করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। অসম্ভব সরু ক্যানকেনে গলায় কথা বলতে থাকে সে, রাতে আসিস য়্যাঁ? এখন কিছু দিলে বাইরে এত ভিখিরি সবাই ছিঁড়ে খাবে। কী রে তাই তো?

জরিন কাঁদতে গিয়ে সামলে নেয়। কোনোমতে বলে, সায়েব এট্টু খাবার দেন। আর বাঁচিনে।

BanglaBook.org

ভুঁড়ে লোকটা ঠান্ডা চোখে তার শরীর দেখে। অনেক—অনেকক্ষণ ধরে। চামড়া মাংস রক্ত গিলতে গিলতে এখন হাড়ে এসে ঠেকেছে। হঠাৎ ঝপ করে খাতা টেনে বের করে। থুথু মাখা আঙুলে পাতা উলটে উলটে একজায়গায় এসে বলে, নে টিপসই দে। এই নে কালি। আঙুলে লাগা। পারিসনে? নে নে আমি দিয়ে দিচ্ছি।

লোকটা সত্যি দয়াবান। জরিনের বুড়োআঙুলে কালি মাখিয়ে সাদা কাগজের উপর চাপ দিয়ে ঠেসে ধরে। তারপর আচমকা হাতখানা যদ্দূর পারে জোরে ছুঁড়ে মারে। ক্যান ক্যান করে চেঁচিয়ে ওঠে, কী গন্‌ধো রে খোদাঃ। রাত্তিরে সাফা হয়ে আসিস। ক্যামন তাই না? গম দেব। পামরুটি দেব। গুঁড়োদুধ দেব। ক্যামন আসবি তো? য়্যাঁ?

বাইরে ওদিকে এক বাচাল বুড়োর পাল্লায় পড়েছে গোনজোরালি। এ সেই ইদু মুনশি। কেউ কাউকে চিনতে পারেনি। গোনজোরালির যেটুকু বা সন্দেহ ছিল, গালের গন্ধ ঠিক চিনিয়ে দিয়েছে।

এই যে রিলিফ দ্যাহো না? এ রিলিফ হলোগে স্বনেভ্‌ভর। মানেকথা সরকার দ্যায় ডানহাতে সরকার খায় বামহাতে মানেকথা...

রাত্তিরে আসো না। এলাহি কাণ্ড। বোঝাই ট্রাক আসবে। দরাদরি বিক্রি হবে। বোঝাই ট্রাক সদরে যাবে।

ফি বছর বন্যা নামবে ঝড় নামবে গজব নামবে। ফি বছর কম্বল বেচে বড়োলোক।

আজ কেডা আসপে কওদিনি? হেঁ হেঁ পানিমন্ত্রী।

আর পারে না গোনজোরালি। এবারে মুখ খোলে, পানির আবার মন্ত্রী? সেডা ক্যামনতরো?

বুড়ো রসিয়ে রসিয়ে বলে, পানিমন্ত্রী মানেকথা পানির মধ্যি থাকেন যিনি মন্ত্রী। বুইচো? পানিতিও তো কতো কাজ! বাড়াও কোমাও ছেঁচো মাপো—কোম নাকি?

জিভের ডগা বের করে ন্যাড়া মাথা দোলাতে দোলাতে ইদু মুনশি অক্লেশে বকে চলে, মন্ত্রীসায়েব আসুক। আসলি পরে আজ কাঙালি ভোজ। মানেকথা বাতাসে বাস পাও না? আমি তো পাতিছি। আস্ত আস্ত আলুপেঁয়াজ দিয়ে খিচুড়ি পাক হতিছে। কী মেয়া? পাও টের?

বুড়ো নাকঠোঁট সুঁচলো করে বাতাস শোঁকে। টানা নিশ্বাস বুকের ফুসফুসে টেনে নিয়ে বলে, কী ঘেরান! আঁ—আঁ—।

খানিক আগে জরিন ফিরে এসে গোনজোরালির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। গোনজোরালি তার খালি হাত দেখে শুধোয়, কী হল? দেলো না কিছু?

জরিন ভাঙা গলায় বলে, দেবে। পরে যাতি ক'লো।

এবারে জরিনের দিকে নজর যায় বুড়োর। দুই ভুতে ভীষণ বিরক্তির ভাঁজ ফেলে। ধুধ্‌ধুর করে একরাশ থুথু ফেলে কাদায়। হঠাৎ চোখ গোল্লা করে তাকায়। খ্যাপা গলায়

BanglaBook.org

চেঁচিয়ে ওঠে, কী? খেচুড়ি খাবা? কী মতলব আঁ? ক্যাম্পের লোক তোমরা আঁ? মানেকথা টিকিট আছে তোমাগো? নেই?

দুটো অভুক্ত প্রাণী হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। বুড়োর ন্যাড়া মাথা ভীষণ তোলপাড় করে উর্ধ্বেঅধে। শেষটায় পুলিশের ভয় দেখানোতেই স্বামী-স্ত্রী দুজনে মুনশিকে ফেলে রেখে ক্যাম্পের সীমানাসোজা সড়কে উঠে আসে।

ছয়

ওরা ঝুপড়িতে ফিরে এসে আবিষ্কার করল, সেই মরা কুচেটার পাত্তা নেই। মানুষে বা কুত্তায় সরিয়ে নিয়ে গেছে।

গোনজোরালি শুয়ে পড়ে। কাঁধের ও হাতের ফুলো জায়গায় বাম হাত বুলোতে বুলোতে জরিনকে ডাকে, চটখান দেদিনি গায়ে দি।

জরিন গায়ে চট ঢেকে দিতে দিতে বলে, ইস এ্যাতো জ্বর! আপনে গ্যালেন ক্যানো?

ঠিক এই সময়ে বড়ো বড়ো ফোঁটায় অসভ্যের মতো চড়বড় শব্দে বৃষ্টি পড়তে শুরু করে।

আর বাইরে পানির গর্জন একটানা। মাথাভাঙা খ্যাপা জাহাজের মতো। পৃথিবীর মাটি যেখানে যেটুকু সব বুঝি ভেঙেচুরে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

আরও নতুন কলাপাতার দরকার। জ্বরের উপর পানি পড়লে সে আগুন নেভানো সাধ্যে কুলোবে না।

ছুরি নিয়ে বাইরে চলে আসে জরিন।

কিন্তু সেখানে ঠোঁটের ডগায় মানুষের জন্ম ও মৃত্যু নিয়ে আরও নিষ্ঠুর আনন্দে লোফালুফি করছে কালো নদী। কাদাপানি ঝাঁপিয়ে সেদিকে ছুটে যেতে হয় জরিনকে।

একটা ঝড়ে-ওপড়ানো মাদারগাছ মাটিতে লুটিয়ে আছে। মাথাটুকু নদীর উপর ঝুলে। একটা খোলা ডিঙিনৌকো তার ডালপালার ফাঁকে আটকে ঠ্যাংকানার মতো শুধু এলোপাতাড়ি বাড়ি খাচ্ছে। পানির ঘূর্ণিতে হাল আর গলুই বার বার দিক পালটাচ্ছে। হালের দিকে এক হতভাগা জোয়ান চাষি। গাছের ডালে বুক ঠেসে নৌকো বাঁচানোর চেষ্টা করছে। তার দু'কাঁধের পেশি ফেটে যেতে না পেরে প্যাঁচে প্যাঁচে থির থির করে কাঁপছে। আর—আর—নৌকোর খোলে যে দুর্ঘটনা রোখ মানতে চাইছে না কিছুতে, তার চেহারা দেখে প্রথমে আতংকের চিৎকার তোলে জরিন। তারপর কাদাপানি হড়কে ছুটে যায় ডিঙির দিকে।

টুকটুকে ফরসা চাষিবউ নৌকোর গুরোতে[১] পেট বাধিয়ে উবু হয়ে ঝুলছে। ঝুলছে নয়, দুহাতে সামনের গুরোর কাঠ চেপে ধরে, দুপায়ে খোলে ঠ্যাকনা বাধিয়ে নিরুপায় বেপরোয়া মেয়েটা মানুষ বিয়োচ্ছে। মনে হয় প্রথম।

জরিন যখন ডিঙিতে লাফিয়ে উঠল, তখন মাথা বেরিয়ে এসেছে। খোলে রক্তমাখা পানির তোলপাড়। জরিন তার মধ্যে জাবড়ি[২] দিয়ে বসে পড়ে।

১. গুরো = নৌকোর উপর আড়াআড়ি ভাবে পাতানো কাঠের বা বাঁশের বাতার ফালি।
২. জাবড়ি দিয়ে = থেবড়িয়ে।

BanglaBook.org

বৃষ্টির ধারানি কমে এসেছে। কিন্তু বাতাসের ভীষণ ঝাপটে মাথার উপর গাঙচিল কেঁদে কেঁদে ডিগবাজি খাচ্ছে। বউটার বেগুনি শাড়ির আর্ধেকটা আকাশে ফুর ফুর করছে। কলার মোচার মতো নৌকোটুকুও উড়ে যেত। কিন্তু মাদারের ডালে দড়ির গিরে এঁটে দেয়া সম্ভব হয়েছে ততক্ষণে। চাষার হাতে তখনও মাদারের মাথা।

পড়ল জরিনের দুহাতে সেরচারেক কাঁচা মাংস ঝুপ করে খসে। থলথলে গরম ছোঁয়ায় আকাশের দিকে কৃতজ্ঞতার চোখ মেলে তাকাতে হয় তাকে। সেখানে মেঘের বিশাল কালো মুখ বিশ্রী বদ চোখ। তখন নিজের ভুল বুঝতে পারে বটে। চোখ নামিয়ে দেখে, তার হাতের তালুতে জীবন নয়, মৃত্যু। উষ্ণতা মাংসের নয়, রক্তের। যেমন করে কলাপাতার গোড়া কাটার কথা, তারও চেয়ে মোলাম করে নাড়ি কেটে দেয় ছুরি দিয়ে।

হতভম্ব চাষা চোখ গোল্লা করে তাকিয়ে আছে। তার পায়ের ধাক্কায় হুঁকো গড়িয়ে পড়েছে মেটে বাসনের গায়ে। একবাসন চিঁড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ফুলে বদবদে জাউ।

জরিন খেঁকিয়ে ওঠে মুরুব্বির স্বরে, আ গ ভালোমান্‌ষের বেটা! বাচ্চা মরা তো কী? বউ জেতা আছে। অরে বাঁচাওগে। ন্যাও ধরো।

জরিন সত্যি উঠে পড়ে। ঢেউয়ের তাড়নায় দাঁড়ানো সম্ভব নয়। কুঁজো হয়ে হয়ে নৌকোর ডালি আঁকড়ে গোড়ায় পৌঁছোয়। ছুরি আর চিঁড়ের বাসন তুলে নিয়ে ডাঙায় লাফিয়ে পড়ে। সর্বস্বান্ত চাষাটাকে তেমনি হতভম্ব চোখে চেয়ে থাকতে দেখে পাড় থেকেই আকেরবার খেঁকিয়ে ওঠে জরিন, দ্যাহো কী মেয়া? ফুল চেনো তো? ফুল? থাহো বসে চোখ মেলে। পড়লি ফেলে দিয়ো গাঙে। মনে থাহে যেন।

ঝুপড়িতে ফিরে এসে দেখে, গোনজোরালি নতুন খাবার শিকার করেছে। একজোড়া ভুঁড়িওলা কোলাব্যাঙ। মেরে বাঁশের চটায় গেঁথে ফেলেছে। তাকে দেখে দুচোখে আগুন জ্বেলে হুকুম দিল, এ জরি আগুন জ্বাল। পোড়ায়ে খাব। কী মজার তেল জানস?

মোছলমানে বেঙ খায়? ওয়াক! থুথুর পিচকিরি কাটে জরিন।

তখন গোঁ গোঁ করে হেলিকপ্টার উড়ে আসে মাথার উপর। নদীর গর্জন, বাতাসের শোঁসানি, মানুষের আর্তনাদ ইত্যাদি বন্যার যাবতীয় দাপট চুপসে যায় সেই দানবীয় শব্দে।

জরিন পাতিহাঁসের মতো ধ্যান ধরে কান পেতে শোনে। কৈশোরের কুশিগাবের রং ফিরে পায় মন। গালে টোল ফেলে ঠোঁট কামড়ে বলে, কনদিনি কেডা আসে?

গোনজোরালি দু'চোখে ভাঁটার আগুন জ্বালিয়ে হুংকার দেয়, বাবায় আসে।

তারপর কালো ডানার পাকশাট মেরে আবার সন্ধে উড়ে আসে। এসে নরকের ঢাকনার উপর বসে। পচাশামুক বিরিকেঁচো জোঁক সাপ পেচ্ছাব বিষ্ঠায় গোলা কাদার গাদ; মানুষের এই নরকপুরীর চোয়ালের উপর কালসন্ধ্যা নখ সেঁটে বসে।

বাইরে ঝুপঝাপ পাড় ধসার শব্দ। লাশ নিয়ে ক্ষুধার্ত শেয়ালেকুকুরে কাড়াকাড়ি। পুবঘেঁষা বাতাসের ঘষা খেয়ে দুমড়ে মুচড়ে ফোঁস ফোঁস নিশ্বাসে ফুলে ফুলে ওঠে পাশের নদী। ছোবল মেরে তুলে নিয়েছিল কোনো এক ঝুপড়ির পেছন দিক। মাচাংসুদ্ধ দুধের বাচ্চা জলের খাবলে তলিয়ে গেছে। নয়তো ভেসে গেছে। ফলে আধাপ্রহরের যৌথ

BanglaBook.org

উত্তেজনা। ঘাটে ঘাটে জাল ফেলা, ডুবোডুবি। বাপটা বুক চাপড়ায়। মায়ে সুর তোলে মড়াকান্নার। না খেয়ে শুকনো নাইয়ের গোড়া দিয়ে পেঁচিয়ে ওঠা যে কান্না, বেশিক্ষণ তার ধার টিকে থাকার কথা নয়।

স্বরটুকু মরে গিয়ে এখন টনটনে শিসের ফলা কুঁইয়ে কুঁইয়ে লক্ষ্যবিন্দু হাতড়ে ফিরছে অন্ধকারের নোংরায়।

হাজার হাজার জীবনের বিপুল সর্বনাশের পাশে এ সব ছোটোখাটো শোকের বাড়াবাড়ি দেখে গোনজোরালির চিঁড়েব্যাঙ খাওয়া চমৎকার মেজাজ একটু একটু করে টকে যায়। এতগুলো ভুক্তভোগী একসঙ্গে এতদিন ভুগে ভুগে একটা সমাজ গড়ে তুলেছে। তাই তাকেও সামাজিক ডোবাডুবিতে ভাগ নিতে হয়েছিল। ঝুপড়িতে ফিরে এসে খাট্টা হয়ে বসে থাকে। পেটে পানি। ফুসফুসে শ্লেষ্মা। কাঁধ আর হাতের টাটানিতে ঠেসটুকু দিতেও আজাব[১] হয়। ডান হাতের মুঠো বারবার পাকিয়ে খুলে ফেলে। কার গালে পুরো একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেয়া যায় এই মুহূর্তে? কাকে সে দায়ী করবে? দেশে যিনি খোদ মোড়ল তাকে চোখেই দেখেনি। দেখার ভরসা আছে বলেও বিশ্বাস নেই। এমনকি সাগরেদরাও হাতের বাইরে। পানিমন্ত্রী আকাশে ওড়ে, পানিতে নামে না। মাটিমন্ত্রী আছে কি না জানা নেই। থাকলেই বা মাটির মানুষের কী এসে যায়?

তার মতো সর্বহারার একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি এদেশের অপরিকল্পিত সৃষ্টির সূত্রে জন্মানো অজস্র পরনির্ভরশীল মেয়েজাতের যে কোনো একটির গোটা শরীর। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে প্রতিরাতের গোপনতায় সেখানেই ক্রমাগত ব্যবহারে ব্যবহারে থ্যাঁতা লিঙ্গের আঘাত ও প্রত্যাঘাত। অগত্যা জরিনকে উলটে নিয়ে নিত্যকর্মে প্রবৃত্ত হয় গোনজোরালি।

জরিন চকচকে চোখে তাকিয়ে দেখে তার রোমখাড়া হাঁপরবুকের ওঠাপড়া। মেটেরঙা রোমের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বলে, আর না গ ধোন। খ্যাস্ত দ্যান। আমি বুকি মালিশ করি দি। আপনে গোম যান।

গোনজোরালির ঘুমের মধ্যে সাতমহলা চৌধুরিবাড়ি গম গম করে ওঠে। মহালে মহালে ধানচালের গোলা। গতরপোষা বউঝিয়ারী। সোনারুপোর মোহর পোরা সিন্দুক। আর সব উঁচু মহলের দেয়ালে দেয়ালে বল্লম, ল্যাজা, রামদা, গাদাবন্দুক, গুলোলবাঁশ[২], শড়কি। লোহাকাঠের জোড়াকুমির আঁকা ভারি দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ। মধ্যিখানে পালঙ্কের উপর বন্দুক বাগিয়ে বসে স্বয়ং মালিক চৌধুরি। ডাকাতের পাঠানো চিঠি বাঁ হাতে মেলে ধরে দর দর করে ঘামছে।

গোনজোরালি আরও দেখে, চৌধুরিদের মড়াইয়ের বাইরে থেকে তালা দেয়া। ভেতরে সে কয়েদি। দিনের পর দিন শুয়ে মাংসে পচন ধরেছে। শুধু চোখদুটো জ্যান্ত। সেই চোখের

---

১. আজাব = যন্ত্রণা।

২. গুলোলবাঁশ = বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি ধনুক-আকৃতির বিশাল গুলতি। শিকারে ও মারামারিতে ব্যবহৃত অস্ত্র।

BanglaBook.org

গনগনে আগুনে চেয়ে দেখে, ইঁদুরের কুটকুটে দাঁতে তার নাক কান ঠোঁট কুরে কুরে কেটে মচ্ছব জুড়ে দিয়েছে।

দুড়ুম দাড়াম ঘর্‌র্—গ্যারার্‌র্—শব্দ! ডাকাত পড়ল তাহলে?

না, ডাকাত বা চৌধুরির বন্দুকের আওয়াজ নয়। রিলিফের ট্রাকগুলো স্টার্ট নিচ্ছে। রাতের অন্ধকারে মাজারদরগায় মানতের খাসির মতো মোটা অঙ্কের বদলায় হাতফেরতাই হয়ে গেছে। এখন নতুন মহাজনের গোডাউনের দিকে মোড় নিচ্ছে।

ইঞ্জিনের শব্দে ক্যাম্পের শরণার্থীরা নড়েচড়ে পাশ ফেরে। হেডলাইটের ঝাঁ ঝাঁ আলোয় চোখ কচলে চায়।

ঝুপড়ির কঙ্কালেরা আধোঘুমে আধজেগে গায়ে গায়ে ঢোলে।

স্বপ্নভাঙা গোনজোরালি ইঞ্জিনের শব্দ ধরে ধরে ট্রাকের সংখ্যা গোনার চেষ্টা করে। ভারী ভারী মুনাফার চাকা কাঙালিদের পায়েগোলা কাদায় পিছল কেটে চলে যায়। যেতে যেতে হলুদ খিচুড়ি ঢালা পথে শ্লিপ কেটে বেরিয়ে উড়ে যায়। সেই ন্যাড়ামাথা, যার কপালের তলায় একজোড়া দাঁড়কাকের চোখ বসানো, ডান পাশে ব্যাঁকানো নাক আর পেছন দিকে খুলির মূলে চুটকির মতো গজানো হাড়ের ডগা; ইদু মুনশি নামের সেই বুড়োবাতুলে পেয়ে বসে গোনজোরালিকে। ভূতুড়ে রাতের সুযোগে দুভুরুর মোড় থেকে নাকের বাঁশি অবধি টানা সাংঘাতিক কূটমুদ্রা দাগানো সেই মুখের স্মৃতি মুখোশের মতো হানা দিতে থাকে। সাঁই সাঁই পানি, কুচকুচে অন্ধকার, লোমশ হাত, তাড়া তাড়া নোটের বান্ডিল, হেডলাইটের কাচে ঝাঁপিয়ে পড়া বাদুলে পোকা, কম্বলের গাঁইট ইত্যাদির ফাঁকেফোকে ফণা তুলে লাফ দিয়ে উঠতে থাকে একটি ফ্যাঁসফেঁসে প্রতিধ্বনি: 'মানেকথা' 'মানেকথা'।

কোনো মানেই খুঁজে পায় না গোনজোরালি। যেহেতু বোধবুদ্ধির অবশেষ লেশ আর নেই তার। ক্ষতবিক্ষত স্নায়ু বেয়ে শুধু আংড়াপোড়া ভাপ ধুঁইয়ে ওঠে।

ঝিঁঝি লাগা উরুর উপর দিয়ে আস্তে করে জরিনের হাঁটু নামিয়ে দেয়। কলাপাতার ফাঁকে নিরাশ্রয় আকাশ। সেদিকে চেয়ে দুচোখের ডাইনে-বাঁয়ে রগের জট দপ দপ করে। পিঠের চামড়া শুকিয়ে শিরীষ কাগজ হয়ে আছে। নড়াচড়া করলে দাঁড়ার হাড়সিধে খস খস করে। পোকাখাওয়া দাঁত। চাপা খেদে মাড়িতে মাড়িতে ঘষা খায়। জাঁতায় জাঁতা পেষার শব্দ। দুই জাঁতার ফাঁকে চৌধুরির খুলি চোয়াল গ্রীবার হাড় চরম পেষাইয়ে গুঁড়ো হয়ে যেতে থাকে।

লোকটা গেল তো গেল, তাকে কিছুই দিয়ে গেল না। অথচ দুজনের অস্তিত্ব কত গায়ে গায়ে লাগোয়া ছিল। একজন ছাড়া আর-একজনের বাঁচার কথাই ছিল না।

সদর আদালতে নিলামডিক্রির মামলা রুজু করে ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেছে। হালে বসে সে। চৌধুরি ছইয়ের ভেতর শুয়ে। কড়া ভাটায় ঘাটের পানি টেনে গেছে। হাঁটুহাবড় কাদা ভেঙে চৌধুরিকে কাঁধে বয়ে নিয়ে ডাঙায় তুলে দিয়েছে সে।

ছোটোবিবি-মেজবিবির ঘরে রাতের পর রাত শুয়ে শুয়ে চৌধুরির মাজায় বাতের রস দাঁড়িয়ে গেছে। নাড়ি গরম হয়ে ওঠা বড়োবিবির ঘরে ঢুকে তখন তাকেই রাতের হাজিরা দিতে হয়েছে।

BanglaBook.org

ইউনিয়নকাউন্সিলের ইলেকশনে জেতার পর মেনিবেড়াল চৌধুরি বাদার বড়মিয়া বাঘ হয়ে উঠেছে। প্রতিপক্ষের নামে থানায় ডাকাতির নালিশ দিয়ে এসেছে। তখন গোনজোরালিকে রামদা দিয়ে নিজের হাতে নিজের পায়ের থোড়ার মাংস কুপিয়ে ফাঁক করতে হয়েছে। আদালতের ধর্মাবতার সেই জখম দেখেই আসামিকে জেলহাজতে পুরেছে।

খাতক চাষি ঋণ খেয়েছে বর্ষাকালে। শীতকালে পাওনা আদায় করতে গিয়ে গোনজোরালি ফাঁপরে পড়েছে। একসানকি ভাতের ভাগাভাগি নিয়ে চাষা, চাষাবউ, ছেলেমেয়েতে মিলে রক্তারক্তি কাণ্ড। সেই সব কাণ্ড দেখতে দেখতে সারাদিন অভুক্ত গেছে তার। বিকেলে খালি হাতে ফিরে এলে লাথি খেয়েছে চৌধুরির পায়ের। পরদিন গোসলের বেলায় সেই লাথি মারা ফোলা পায়ে রসুনতেল ডলে দিতে হয়েছে তাকেই।

সাধারণত তাকেই হাত লাগাতে হত যত বারোয়ারি ডলাডলি টেপাটেপির ব্যাপারে। চৌধুরির বড়মেয়ে হালিমা ওরফে হালু বাপের বাড়ি এলে সহজে নড়তে চাইত না। পাছদুয়ারের ছোটোবারান্দায় শুয়ে আধকপালি মাথার যন্ত্রণায় কাতরাত। গোনজোরালির দৈনিক কাজ ছিল সিথানে[১] বসে কপাল টিপে দেয়া। একদিন জামাইমেয়া এসে সেই দৃশ্য দেখে কথা না বার্তা না হালুকে নিয়ে চলে যায়। আর আসতে দেয়নি। চৌধুরি তার এক সপ্তাহের মধ্যে গোনজোরালির সঙ্গে জরিনকে গেঁথে দেয়। ঘর তোলার জন্যে পুকুরপাড়ে জমি ছেড়ে দেয়। তার সঙ্গে আরও কিছু খরচাপাতি।

চৌধুরির সারা বুকেপিঠে মশুরডালের মতো শত শত লাল তিল। চৌকো চোয়ালে গলা প্রায় ঢাকা। দু'কানের লতিতে গজানো চুল কুঁকড়ে গর্ত ঢেকে ফেলেছে। দুচোখের নীচে মাংসের পুঁটলি। ডানহাতের চার আঙুলে পাথর বসানো চারটে রুপোর আংটি। বাম বাহুতে সোনার বাজু। সোনার চেনে বাঁধা। বাজুর পাটার মধ্যে ভাঁজ করা দোয়াগন্‌জল আরশ[২]। গোনজোরালির মাথায় গাঁট্টা মারতে মারতে আঙটিগুলো বেঁকে একপেশে হয়ে গেছে।

উঠতেবসতে এত ভেতরসম্পর্কের মানুষ যদি সরে যায়, তাকে বিনে গোনজোরালির কী করে বাঁচা? হয় তাকেও মরতে হয়, নয় আর-একটা চৌধুরি এসে খুঁজেপেতে জুটিয়ে নিতে হয়। কিন্তু বন্যায় ফুঁসে ওঠা নদীর থাবার মুখে মাথা গোঁজা শত শত ঝুপড়ির ভেতর মাচাঙে বা মাটিতে যে শত শত মানুষ শুয়ে তারা সবাই গোনজোরালি। একটাও চৌধুরির চিহ্ন নেই।

সরকারি ক্যাম্পে যে দু-চারটে চৌধুরি আছে তা সে ওবেলা গিয়েই বুঝে নিয়েছে, তাদের কুটুম্বিতে বা পিরিত ওর ভাগ্যে আর জুটবে না। ওর চেয়ে আরেকটু উঁচু ক্লাশের গরিব যারা ক্যাম্পে ঢুকে সুবিধে বাগাবার টিকিট জুটিয়েছে, তারাই নিজেদের মধ্যে ভাগযোগ করে নিয়েছে সরকারি চৌধুরিদের।

দাঁতের পাথরে পাথরে ঘষা ওঠে। আগুন জ্বলে না। মাথার মধ্যে ফুলকি ছড়ায় শুধু। তারপর সে তাপ নেভার আগেই সহসা নতুন গজানো শয়তানি ষড়যন্ত্রের সলতেয় আগুন

১. সিথানে = শিয়রে।

২. দোয়াগন্‌জল আরশ = আরবি মন্ত্র।

লাগে। আর দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে গোনজোরালির কোটরে সেঁধুনো চোখের করকরে মণিজোড়া।

কানাকুয়ো ডুকরে ডুকরে মাথা কোটে রাতের দেয়ালে। কাদার উপর ভাসানো পাতলা পানি কেটে ছড় ছড় করে ছুটে চলে যায় কামুক খাটাশদম্পতি। কেঁদে কেঁদে আজান ওঠে অশরীরী অন্ধকারের অন্য প্রান্ত থেকে। কেউ মরল। নতুন জন্মাল বুঝি কেউ।

খড়ের বিছানায় উবু হয়ে বসে গোনজোরালি পুবের ছাইরঙা চেতন দেখে। কোনো অদৃশ্য স্যাঙাতকে অস্ফুট গালাগাল দিতে দিতে উঠে দাঁড়ায়।

দড়ি বঁড়শি দা গামছা মেটেহাঁড়ি, এই সব সরঞ্জাম গোছগাছ করে নিতে নিতে রাত আরেকটু ফিকে হয়ে আসে।

জরিন শুয়ে আছে আগাগোড়া উদোম। বাম হাঁটু মেলে। দু'স্তনে একহাতের বেড়। ঘাড়ে জন্মজড়ুল।

রওনা দেবার আগক্ষণে গোনজোরালি ছিপের গোড়া দিয়ে নাড়া দেয় জরিনের পায়ে, এ জরি গা তোল।

চমকের ঘোর ভেঙে জরিন বোকা চোখে চায়। পা দিয়ে শাড়ি নাবিয়ে পেট ঢাকে। তারপর প্রশ্ন করে, কই যান এই আন্‌ধারীবেহানে?

যাই কামাতি। শুয়ে শুয়ে খাবোডা কী?

জরিনের গলায় কুল কুল করে ওঠে ব্যাকুলতা, এই ভাঙা শরীলে কদ্দুর যাবার মতলব? হাতে ও বা কী দাও-বশ্‌শি!

বড়োগাঙে যাব মাছ ধরতি। সেই বিয়েনি বউ আর তার দামান নাওহান ফেলে পালাইছে। অরগো ডিংগি নিয়ে যাইগে।

জরিন যেন আঁচ করে নেয়, ওর পুরুষটাও পালিয়ে যাচ্ছে। আর ফিরে আসবে না। নিজের মাথার ঝুঁটি মুঠ করে ধরে হাহাকার করে ওঠে, ও পেরান ক্যানো? আপনে থাহেন ক্যানো শুয়ে। আমি আজই ক্যাম্পে যাইয়ে রিলিফ নিয়ে আসপানি। যান না গ পেরান! গাঙে যে আর দিশা নাই গ হায় হায়!

গোনজোরালির ভীষণ অসহ্য লাগে এই প্যানর প্যানর। তার উপর চোখের পানি। ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে দায়ের এককোপে রক্ত বইয়ে চোখের পানিটানি ধুয়ে দিতে পারে।

দায়ের মাথা দিয়ে শাড়ির আরেক মাথা জরিনের বুকে লটকে দেয়। দ্বিতীয় কোনো কথা বা কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করে না। সাজসরঞ্জাম নিয়ে নীচু হয়ে বেরিয়ে আসে ঝুপড়ি থেকে।

বিয়েবাড়ির শয়লাগীতের মতো গুন গুন ধ্বনি ফোটে জরিনের গলা চিরে, না যান গ পতিধোন! ও মোর পতিধোনো রে!

ফিশফিশে বৃষ্টির মধ্যে কুঁজো হয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঠিক জায়গায় এসে পড়ে গোনজোরালি। যেখানে গোড়াছেঁড়া মাদারগাছটা নদীতে মাথা কুটছে আজ। ডিঙিনৌকোটা তেমনি ডালে বাঁধা দশায় ঢেউয়ের উপর তড়পাচ্ছে। সিন্দূরকাঠের বৈঠা কাদায় পোঁতা।

BanglaBook.org

দূরে ক্যাম্পের ঘাটে কালো কালো নৌকোর সারি। আবছা আঁধারে মেছোকুমিরের মতো লাগছে। সাদা হাঁসের মতো কয়েকটা স্পিডবোট।

চড়াত চড়াত করে মাটিতে থাবড় মারছে মাথাভাঙা তুফান। পানির গ্যাঁজা জমেছে ডিঙির তলপেটে।

ছড়-ছড় শব্দে ডগরা মাছ লাফিয়ে যায় সরকাদার উপর দিয়ে।

একমুখো স্রোতে হু হু বেগে ছুটে চলেছে কালচেহলুদ পানি। যদ্দূর চোখ যায় সাদা ঘোলাটে পানি। তার ওপারে আরও আরও পানি। তারও ওপারে আকাশ। ধোঁয়াটে কালসিটে। তার আর পার নেই।

তীরে নেমে নৌকোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিমূঢ় মানুষ যুক্তিহীন দেরি ঘটিয়ে ফেলে বড়ো। মাথার উপরে গুরুভার মেঘ গুম গুম ধমক হানে।

ডিঙির খোলে হাতের জিনিসপত্র ছুঁড়ে দেয় গোনজোরালি। বৈঠাটা উপড়ে নেয়। তারপর দড়ির বাঁধন খুলে দিয়ে 'বদর' 'বদর' বলে লাফিয়ে উঠে পড়ে নৌকোয়।

ডাঙায় তখন কাককুলিতে রা কাঁড়তে শুরু করে দিয়েছে।

## সাত

অনেক দিন পর চোখেমুখে খোলা বাতাসের ছোঁয়া পাওয়া গেল। ঝুপড়ির বন্দি জীবন দাদ্যাগের[১] জ্বালায় পচিয়ে তুলেছিল। ডিমের কুসুমের মতো নরম গরম রোদ সরাসরি নাকের ডগায় এসে ঠিকরে দুফালি হয়ে গালে ভাপ ছড়াচ্ছে।

এই রোদ এল কোথা দিয়ে? গোনজোরালি উপরে তাকিয়ে দেখে, দম ধরা মেঘের কালো চামড়ায় আকাশ মোড়া। তার বগলের ফাঁক দিয়ে আঙুলডগায় চুনের পোঁচের মতো সূর্য বেরিয়ে পড়েছে। রোদ আর বাতাসের গুণে নিজের গায়ের চামড়ায় যুতসই টান।

তখন বৈঠা নামিয়ে সমান্তরালে রেখে দাঁড়ের মতো কায়দা করে নেয়। পানিতে গোনের টান। ছোটো ডিঙি, ভেসে নয়, উড়ে চলে।

গোনজোরালির সান্ত্বনা, সে একাই যাত্রী নয়। দুদিকে ছড়িয়ে কয়েক মাইল জুড়ে নানা চেহারার অজস্র সহযাত্রী আগেপিছে ভেসে চলেছে। তুফানের ভাঁজে ভাঁজে তাদের পচা গন্ধ ভেঙেচুরে বাতাসের পরতে মিশে আছে। কোনোটা মোষের কোনোটা মানুষের লাশ। মরে মিশে একাকার। কাছে এলে বৈঠার মাথা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয়। পানির একঘেয়ে নোনা গন্ধে আবার মাথার মধ্যেকার ঝিম ফিরে আসে।

কাঁচাপাকা পাতা নিয়ে আস্ত গাছ ছুটে যাচ্ছে পানিতে। ডালে ঝুলছে পাখির ছেঁড়া বাসা। প্রতিটি জিনিস শুধু একটি কথাই বার বার মনে করিয়ে দেয়। এই একটু আগেই সব কিছু আস্ত ছিল। জানের বোঁটা থেকে সদ্য খসে এসেছে। আপসে বিদায় নিয়ে চলে এসেছে। অনেকদিন একতরফা একই ধাঁচে বেঁচে বেঁচে এবারে একটা সুযোগ নিয়ে বসেছে। মৃত্যুতে সাড়া দিয়ে আরেক রকম বাঁচার স্বাদ নিতে এরা সব বাইরে খোলা দুনিয়ায় এসে পড়েছে। এখনও গরমটুকু লেগে আছে নাড়িতে। এরকম খোলামেলা বন্যার পিঠে সওয়ার

১. দাদ্যাগের = রোগের নাম।

BanglaBook.org

হয়ে সে নিজেও আলাদা স্বাদ টের পাচ্ছে। চৌধুরির জালের মধ্যে কুঁজো হয়ে পিঠেকোমরে ঘা বানিয়ে ফেলার দিনগুলোয় এমনি একটা প্রচণ্ড ছিঁড়ে কেটে বেরিয়ে এসে ভেসে পড়ার কী দারুণ যন্ত্রণায়ই না সে ভুগেছে!

বিকারহীন প্রকৃতি তার বিশাল বুকে মানুষের জীবনাযাপনের সমস্ত দায় ও উদ্‌বেগের ঠাঁই করে দেয়। তার নিজের ভাঙাগড়া আর মানুষের বাঁচামরা। দুয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ঘটে মাঝে মাঝে। ঠোকাঠুকি লাগে কখনও বা। প্রভুত্ব না করে মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই ভূমিকম্প বন্যা বা ঘূর্ণিদুর্যোগের পরেও সে টপকে ওঠে প্রকৃতির মাথার উপর।

এ সব অকাট্য কেতাবি তত্ত্ব গোনজোরালির ধোয়াসাফা মগজে কোনোদিন ঢোকে না। তবু স্রেফ জৈবিক প্রবৃত্তির বশে চ্যালেঞ্জের হাতিয়ার তুলে ধরে। মারমুখো বন্যার দাঁতের মুখোমুখি পড়ে শক্ত মুঠোয় মারকুটে বৈঠা মুখিয়ে ওঠে।

শুধু সে এই গোনজোরালিটা একা নয়। সহযাত্রী যারা তাদেরও সেই একই গোঁ।

উদ্যত ছোঁ নিয়ে পানিতে নেমে আসে বাজকুড়ালি। মরা মাছের দিকে ঝোঁক। প্রচণ্ড স্রোতে নাগালছুট হয়ে যায় শিকার। ডিঙির পাটাতনে দু'ডানার মস্ত ছায়া পড়ে। গোনজোরালি ঘাড় হেলিয়ে নজর তোলে। মাথার উপর শূন্যে ভাসা মিনে করা মণির মতো কালো ঝকঝকে ছোট্টো চোখদুটির সঙ্গে নজরবিনিময় হয়।

গোনজোরালির চোখে পালটা শান।

চমৎকার চওড়া একটা কলার ভেলা এগিয়ে এল। কিছু কিছু বাকলে পচ ধরেছে। পাশ দিয়ে বাঁশের খুঁটো বেরিয়ে পড়েছে। এখনও একফালি নীলাম্বরি জড়িয়ে। হয়তো সন্ধেরাতেও শুয়ে ছিল দেহটা।

নিজের শরীরের দিকে নজর পড়ে যায়; কাঠের পাটার উপর যেখানে জোড় বেঁধে চেপে আছে পায়ের পাতা। পানিতে ভিজে রোদে শুকিয়ে সিঁটে ধরা চামড়া উদলিয়ে উঠেছে। সরু সরু অসংখ্য বিচিত্র জালি কাটা। যুদ্ধে যুদ্ধে দিনের পর দিন দাগি। কোথাও রগ জাগা। কোথাও হাজাপচা। দেখে মনে হয় মরে গেছে পা দুখানা। ঢেউয়ের চাড় লেগে মচ মচ করে ওঠে সামান্য ডিঙির জোড়। মরা পায়ে কঠিন বিশ্বাস ফিরে আসে। দশটা আঙুল কুঁকড়ে কামড়ে বসে তক্তার উপর। রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাশে দেখায় গোড়ালি।

টানা স্রোতের ফাঁকে মাঝে মাঝে ছোটোখাটো ঘূর্ণিতে দ' তৈরি হয়েছে। গোঁত্তা খাওয়ার ভঙ্গিতে গলুয়ের মাথা হঠাৎ বেঁকে যায়। বিপদের গন্ধ পেয়ে বৈঠায় চাড় বাধায় গোনজোরালি। থর থর করে কেঁপে ওঠে ডিঙি। বেঁকে ধনুক হয়ে যায় হাতের বৈঠা। বাঁকানো পিঠের উপর দিয়ে বাতাস চাবুক কেটে বেরিয়ে যায়।

কিছুক্ষণের জন্যে খলখল খলখল অট্টশব্দে কানে তালা ধরায়। বেমোড় পানি বৈঠায় ও গলুইতে বেধে ভীষণ চেতে উঠেছে। আক্রোশে আর্তনাদে গোনজোরালির কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবে বুঝি।

একটানা এক ঘণ্টা। তারপর আবার ফিরে আসে পুরানো শাঁই শাঁই। শত শত ফ্লুট্-কর্নেট-কাঁসি-ঢাক-জগঝম্পের তিনতালের মতো শাঁই শাঁই শাঁই শাঁই। এ লয়ের কোথাও

BanglaBook.org

ছেদ বা যতি নেই। দিকচক্রে ঘেরা মস্ত আকাশ। তার নীচে আটকানো মাটির দুনিয়া। সে মাটির চেহারা চিহ্ন সমস্ত নিশ্চিহ্ন। দুনিয়া ডোবানো আকাশ জড়ানো পানির মেটে ছাউনিতে ছেয়ে গেছে সব কিছু। এখন শুধু সৃষ্টিজোড়া শব্দের চাপড় আর মাতম আর আক্রমণ। হাজার হাজার ঢেউয়ের আধভাঙা মাথা টপকে টপকে সেই শব্দের গর্জন গোনজোরালির দু'কানের পর্দার উপর এসে ঘা খেয়ে পড়ে। মানুষের দুর্বল যন্ত্রের পর্দা। ফাটতে গিয়েও ফাটে না। কেঁপে কেঁপে প্রতিধ্বনি পাঠায় কানের প্যাঁচানো গর্তে। তখন প্রহরের পর প্রহর বুঁদ নেশার মতো স্বরগ্রাম উঠতে থাকে শোঁও শোঁও।

টাকনু[১] থেকে হাঁটু সবটুকু লম্বালম্বি উরুর সঙ্গে মুড়ে নিয়ে আরও উবু হয়ে বসে নেয়। তারপর কানদুটো দু'কাঁধের ফাঁকে গুঁজে দেয়।

কী মাতলা বাতাস রে বাপ! অপয়া ঝড়ের টান যেন এখনও ধরে রেখেছে। হ্যাঁ তাই। অপয়াই বটে। তেরকেলে বুড়োটা কপালে ভাঁজ ফেলে আকাশে আঙুল তুলে মুখের বাক্যি গুলিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রয়ে ছিল। পশ্চিমাকাশে একই বিন্দুতে একনাগাড়ে তিনদিন ধরে পেঁজা কাশফুল, না ঠিক অতটা সাদা নয়, একদলা পুরানো রক্তমাখা কাশির মতো ঘোলা মেঘ আটকানো দেখে অপয়া সর্বনাশের আগাম কদম গুনেছিল তারা। ঠিক তিন দিন পরে মেঘ নামল। লাখ লাখ শকুনডানার মতো ঝেঁপে নেমে এল। তারপর বৃষ্টি। দমসাঁটা ঘন গাঢ় পশলার বৃষ্টি। আর দমে দমে খেপে ওঠা মাতলা বাতাস। কত যে দ্যাওদত্যি নেচেকুঁদে গেল গাছপালা-বাড়িঘর-জনজীবনের উপর দিয়ে, তার ইয়ত্তা নেই।

শেষরাতে ঝড় উড়ে আসে। ওরা তখন বাঁধে উঠে গেছে। সেখান থেকে পরের দিন জরিনকে রেখে গোনজোরালি একা ঝাঁপিয়ে-ঝুঁপিয়ে গিয়ে উঠেছিল চৌধুরিবাড়িতে মুনিবের খোঁজ নিতে। আর বিপদ মাত্রা ছাড়ালে দোতলায় এসে ঠাঁই নিতে পারে কি না সেই খোঁজে। বারান্দায় উঠতে দেয়নি। দোতলা থেকেই চৌধুরি খ্যাঁক খ্যাঁক করে তেড়ে এসেছিল, ক্যারে? এ্যাহনো আছিস মরতি য়্যাঁ? সব শালারা ভ্যালাডাঁড়ালি বেনধে সরে পড়িছে, তুই শালা গাঁ ছাড়িসনে ক্যানো ছোডোলোক?

পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গোনজোরালি জবাব দিয়েছিল, আপনে যাবেন না হুজুর? আপনেরে ছাইড়ে একা যাব কোহানে?

হারামজাদ্ পিচেশ আমায় তুমি কবরেও ছাড়বিনি না? দোতালা দালান দেহিসনে? এ্যার ছাতে ওডবো বিবিগো লইয়ে। বন্যের বাবায়ও ছুঁতি পারবে না বুঝলা শয়তান? কী বুঝলা?

জে হুজুর।

চৌধুরি বাতাসের চেয়ে জোরে ধমক ছুঁড়ে মেরেছিল, ঝেহুজুর? যা ভাগ! শালা লুটির মতলবে ঘুরতিছে দ্যাহো না!

গোনজোরালি এতক্ষণে বেশ কিছুটা হাঁপিয়ে পড়ে। শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে কে যেন

১. টাকনু = পায়ের কবজি।

BanglaBook.org

লোহার শলা চালিয়ে দেয়। ছিলকে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে লাফ দিয়ে। কোমরের তলায় তেকোনা হাড় বেয়ে তেঁতুলে বিছের বিষ একটু একটু করে উপরে উঠে আসে।

এক এক ঢাল ঢেউয়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ার মতো ছুটে চলে নৌকো। পেছনের হালে বৈঠা কামড়ে মূর্তিমান শয়তানের চোখ নিয়ে বসে আছে গোনজোরালি।

কোর্‌র্‌র্‌ শব্দে শিকারি চিল চেঁচিয়ে ওঠে মাথার উপর।

পোড়া পিঠের উপর মেঘের ছায়া নামে। সূর্যকে সরে যেতে হয়। ভয়টয় নয়, পরিশ্রমের ঘাম ভিজিয়ে দিতে ছাড়ে না সারা শরীর।

ঝুপড়ি থেকে ছাড়া পাওয়ার আনন্দ অনেক আগেই উবে গেছে। চোখে অসুখ ধরে যায় সারাটা বেলা এই পানির উপর ভাসতে ভাসতে। পানির এই মাইল মাইল ছড়ানো আকাশকামড়ানো দাপাদাপি দেখতে দেখতে। একটার পর একটা ঘাড়ভাঙা ঢেউ। তার পিঠে আরও আরও। হাজার হাজার ঢেউ জামাতের কাতার বাঁধা। একটা মুহূর্ত স্থির নয়। আপন মেজাজে ফুলে ফুলে উঠছে। এই আদিগন্ত ঘোলাটে সাদা আলোড়নে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গোনজোরালির বুকের তলা ফাঁক হয়ে আসে। তার উপর নোনা বাতাস। নিশ্বাসসুদ্ধ চেপে ধরে। গোনজোরালি নিজের মনে একটা মরীয়া গোছের কসম খায়। তারপর ঝাঁকি দিয়ে ওঠে।

আরে ফলনামারানি! তোর নানির কল্লাডা চাবাই। আমারে বাঁচতি হবে না? তো কী?

বাঁচার কথায় তার নজর আবার এই হুশহাশ শ্বাস ওঠা জানোয়ারের দিকে চলে যায়। আস্ত দাঁতাল জলরাক্ষস বুঝি। এরই হাত থেকে বাঁচার জন্যে লড়ুয়ে মেজাজে শান দিচ্ছে সে। মুঠোর মধ্যে হালের কাঠ কচ কচ করে ওঠে।

দিকের তো কোনো চিহ্ন নেই। আকাশের মেঘ নিশানা দেয় না। তবু শয়তানের মতো ক্রূর চোখ গাঙখালের চলাচল ঠিকই বোঝে। গোনজোরালি নিজেও বোঝে, দু'চোখে তার সাংঘাতিক বদমতলব থাবা পেতে আছে।

বেলা চড়তে চড়তে ঘাড়বরাবর। ঘামে ভেপে ওদা[১] গন্ধ দিচ্ছে শরীর। তখন সেই হারানো দেশ ফিরে পায় সে। সেই হারানো পুরী। পুরীটুরি নয়, শুধু তার কঙ্কাল পড়ে আছে। আধামাংসে বীভৎস। পরিত্যক্ত। জীবনের দোলা নেই। মনভুলে যা সাড়া জানায় তা জলদুলুনি।

গোনজোরালি, তুমি এই দ্যাশে ছিলে। তোমার ঘর ছেলো। মালিক ছেলো। পুলকের জেবনডা ছেলো। ভরভরাৎ গাঁওখান ছেলো। রাতারাতি ভেসে দয় গ্যালো স—ব!

কঠিন দীর্ঘনিশ্বাস ঠেলা মারে বুকে। এটা স্কুলঘর ছিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। ছাদ এখন জলের তলায়। দেয়ালগুলো দাঁতালের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে। গোনজোরালির ডিঙি পাশ কাটিয়ে আসে।

সামনেই সাধুর বট। সাতকাঠা জলজোড়া শরীর দমে দমে ফুলছে। গোড়া উপড়ে কাত হয়ে যেন পাহাড়ে দৈত্য। জটায় জটায় অগুণতি সাপের আশ্রয়। বিশ্বাস হয় না সাধুর বট

BanglaBook.org

১. ওদা = ভেজা।

কাত হয়েছে। কত ঝড়ঝাপটা সামল দিয়ে ঠিক ছিল। বয়েসের গাছপাথর নেই। কবিগান জারিগান গাজির গীত ভাসান সারা বছর লেগে থাকত সাধুর বটতলায়। গোনজোরালি শিউরে ওঠে। একটা ঝুনো নারকেল ভেসে যাচ্ছিল। টুপ করে তুলে নেয়। বটগাছের গুঁড়িতে আছাড় মেরে ফাটিয়ে ফেলে। দাঁতের নিষ্ঠুর পেষণে শুকনো নারকেল থেকে দুধের রস বেরিয়ে আসে। নিষ্ঠুরতর লোভের চাপে শক্ত চোয়াল ওঠানামা করে।

দূর থেকে দুর্গন্ধ তেড়ে আসে। পচা ভাপে নাকের ফুটো বুজে যাবার দশা। প্রচণ্ড খিদে শুঁটো নাড়ি পাকিয়ে খেপিয়ে তোলে। নারকেলের রস আর ছাবা হঠাৎ মরাখিদে চাগিয়ে দিয়েছে। খ্যাপা নাড়ির চিঁ চিঁ ডাক স্পষ্ট শুনতে পায়। গোনজোরালি সত্যি অবাক হয়ে শোনে। শুনতে শুনতে ঘোর ধরে চোখেমগজে।

সুমসাম[১] জলপুরী ধ্বংসের বনিবনা নিয়ে শুয়ে। জীবনের খবরদারি নেই কোথাও। সেই ফাঁকে জীবন পেয়ে নছড়ামো শুরু করে দিয়েছে মৃত্যু। এমনই চলছিল। ধারখোয়া সূর্য। ম্যাড়মেড়ে মেঘ। এই বারবেলায় জলের রাক্ষস ব্রহ্মাণ্ডের খিদে নিয়ে অল্পে অল্পে জেগে উঠছে। প্রকৃতির বামবুক ফোঁড়ার জন্যে তার দুটো শ্বদাঁতে করকরে লোভ।

গোনজোরালি টের পায়, তার চোখে এখন দপদপ করে আগুন জ্বলছে। সামনে ভেসে উঠেছে মানুষের হাতে গড়া লোকালয়ের কঙ্কাল। মুছে যাওয়া কোনো আদিজাতির প্রাচীন বসতিস্তূপ। নেশার টান জলের টানকে হার মানিয়ে দেয়। পবনের আগে ছুটে চলে তর তর সরুপানা ডিঙি।

কালো গোড়ালির উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঢুকে পড়ে মাংসের দেশে। এ তল্লাটে মৃত্যুর গন্ধ এত বেশি ভরভরাট, একা জীব গোনজোরালির পক্ষে তা হজম করা দায় হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি গামছা পেঁচিয়ে গন্ধের রাস্তা আটকিয়ে ফেলে। নাক মুখ কান থুঁতু সব ঢাকা। শুধু চোখজোড়া খোলা। কিমাকার রাক্ষস বটে।

তাল তাল লাশ সব গোল পাকিয়ে এখানে-সেখানে। কোমর আটকিয়ে আছে দেয়ালের তলায়। এলোচুল বেধে আছে বাবলাডালের কাঁটায়। লুঙ্গিসুদ্ধ হাঁটু পেঁচিয়ে ঝুলছে নায়ের মাস্তুলে। আশ্চর্য! জলজ্যান্ত মানুষ ওখানে চড়ে গেল কী করে? দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে দাঁত বের করে। ছাদ উড়ে গেছে। ভেজা পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে এখনও। এই সব তালগোল লাশ। শনাক্ত করার দরকার নেই। এদেরও নোনা লাগা চামড়া-মাংস চাপ ধরে খসে যাচ্ছে। গোনজোরালির মন বলে যেন তার নিজেরই পচা ঘিলু খুলির খোলে আটকে আছে।

এই যে সিন্দুক এর পেট ভর্তি চৌধুরিদের কুলসম্পদ। সাতমুলুকের রক্ত শুষে এনে জমাট বাঁধিয়ে রাখা। পানির চাপে তেড়ে বেঁকে গেছে তবু কিন্তু আড়াইসেরি তালাটা কামড়ে ধরে আছে। গোনজোরালি বোঝে যোঝাযুঝি করে জুত হবে না। ওর এই উপোসি কাঠামো লোহার মার খেয়ে ঠিকরে আসবে। আংটায় বৈঠার গুঁতো দিয়ে ডিঙি এগিয়ে দেয় আরও সুমুখে।

এখন একেবারে চৌধুরিদের দোতলার বারান্দায়। দালানে আটকে পানি এখানে থম

১. সুমসাম = নিঝুম, শান্ত

BanglaBook.org

ধরে আছে। ছোটো ডিঙি কুল কুল করে চলাফেরা করে। শিকারি বেজির মতো সতর্ক হিংস্র। বড়োকামরায় মানুষ গিজ গিজ করছে। শুধু জলগেলা ঢোলপেট আর গোলগাল মাথা। দুটো মেয়েলোক জড়াজড়ি করে পালঙ্কের বাজুতে বেধে আছে। ভাঙা পালঙ্ক আড়কোনা হয়ে দরোজায় আটকে। মেহগনি কাঠের চাচপালিশ[১]। সুধীর মিস্ত্রির হাতের কাজ। বড়োবিবি আর এই পালঙ্ক দুয়েরই মজা ভোগে এসেছে তার। কিন্তু এখন সেঁধুনোর পথ বন্ধ। ডিঙিতে চাড় দিলে সরু মাথা খাটের বাজুর বাঁকাচোরা ফাঁকে ঢুকে আর নড়ে না। মহামুসিবত! একটা দুটো তিনটে চারটে মোট সাতটা লাশ ঘরের মধ্যে আলমারি খাট আলনা পেঁটরা ইত্যাদির সঙ্গে ভাগেযোগে জলের দখল বজায় রেখেছে। এর মধ্যে কোন্‌টা চৌধুরির শরীর? সেই শত শত লাল মশুর ফোটা বুকপিঠ। চৌকো চোয়াল। বুনো পশম ঢাকা কানের লতি।

গোনজোরালি গলুইতে দাঁড়িয়ে বৈঠা নাড়াচাড়া করে। একটা ফ্যাকাশে শরীর উলটিয়ে ফেলে বেকুব বনে যায়। এ তো জোয়ান! আসলে বুকটা মেয়েছেলের। জলে ফুলে পচে ঢাউস ব্যাটাছেলের মতো লাগছিল। লাশের পচা বাসে আলজিভ পুরু হয়ে ওঠে! ওটা ভেসে আসতে পাশের লাশের ডান হাত বেরিয়ে পড়ে। চার আঙুলে চারটে পাথর বসানো রুপোর আঙটি। কেটে বসেছে মাংসে। বাম বাহুতে সোনার বাজু। সোনার চেন রসালো মাংসে ডুবে গেছে। বৈঠার থাবড় লেগে জল কেঁপে ওঠে। দোলা খেয়ে লাশ সরে যায় পিছনের দেয়ালে। দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় ঘষা ওঠে গোনজোরালির। গামছার মধ্যে প্রশ্বাসের দাহ ভেপে ফুঁসতে থাকে। গলার গোঙানিতে বোঝা যায় রাক্ষসের খিদে এবারে পেট থেকে মাথার স্নায়ুতে দাহ ছড়িয়ে দিয়েছে।

হ হ শালা চৌধুরি, আপনেরে শনাক্ত করে তয় ছাড়ব, বিড় বিড় করতে করতে গোনাজোরালি ছিপের সুতো খুলে ফেলে। সাড়ে তিনটে দোলন দিয়ে হুশ করে ছুঁড়ে মারে জলের মধ্যে। গজালে বঁড়শি ঠিক গিয়ে গেঁথে ফেলে চোয়ালের চৌকো হাড়। গোনজোরালির গলা দিয়ে একটা ঘোঁত শব্দ উঠে এসে গামছায় বাধা পায়। বঁড়শিবেঁধা চৌধুরি ছ্যাচ্ছ্যাড় করে ভেসে চলে আসে ডিঙির ধারে। দায়ের চাড় লেগে বাম বাহুর বাজুর চেন ছিঁড়ে গোনজোরালির কোঁচড়ে ঢোকে। আংটির পাথরগুলো গোরিব ফকিরের কাছ থেকে বহু টাকার বদলে জোগাড় করা। আঙুল কামড়ে ধরে আছে। বাধ্য হয়ে চারটে আঙুলই কেটে নিতে হয়।

চৌধুরি সায়েব, আপনি সত্যিই ত্যেয়াগ করলেন বান্দারে? বৈঠার বাড়ি খেয়ে ভক ভক গন্ধ ছাড়ে চৌধুরির পাকস্থলী।

ধীরে ধীরে নাকে সয়ে যেতে থাকে গন্ধের চাপ। মাথার স্নায়ু মেনে নেয় মৃত্যুর উত্তেজনা। চোখের মণি রপ্ত হয়ে যায় পচা ফাটা মানুষের খসা খসা দৃশ্যে। কোঁচড় ভরে উপচে ওঠে কাটা আঙুলে, ছেঁড়া কানে, টুকরো নাকের পাতায়। গোনজোরালি হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়, এ সব এখন তারই। এই কানপাশা, মাদুলি, নাকছাবি,

BanglaBook.org

১. চাচপালিশ = কাঠের আসবাবে ব্যবহৃত এক ধরনের পালিশ।

নথ, খাড়ু, ব্যাশর[১], আর্মলেট। হ্যাঁ, এগুলো সোনা আর রুপোর বটে। জরিনের জীবন উপস দিয়ে কেটে গেছে। একআনা সোনা কী একরতি রুপো তার গতরে জোটেনি।

চিলেকোঠায় জোড় বেঁধে শুয়ে আছে একটা কিষাণ আর চৌধুরিদের কারুর সাতবছুরে ছেলে। কালো বুকের ভিতর ফরসা শরীর। তাও দিনের বেলায়। শালার মরণ ভালো সুবিধে বসিয়েছে দেখো!

হঠাৎ জলের ডাকে চোখ কুঁচকে যায়। বদআলামত[২] সন্দেহ নেই। ডিঙির মুখ ঘোরাতেই একটা আধগলা দেয়াল জলে এলিয়ে পড়ে। দুটো ইঁদুর কিচমিচ করে মরণজল খেতে থাকে।

চৌধুরিমহল থেকে বেরিয়ে আসতেই ঘাড়ের পিছনে বাতাস হামলে পড়ে। সেই পুরানো বাতাস। বন্যার রাতে যার শুরু হয়েছিল। আজও বয়ে চলেছে সমান রোখে। গোনজোরালির ঘাড়ের রগ ছিলকে মেরে ওঠে। আড় হয়ে ফেরে পেছনে। যুঝে মাতা ঘোড়ার মতো।

মেঘে মেঘে এবার আকাশ বুজে গেছে। সূর্য কোথায়? ছিল তো এই একটু আগে আসার পথে। থাকগে এখন। থেকে থাকলে আবার ঠেলে উঠবে ভুস করে। ও সব ছবিবাজি দেখার সময় হাতে মোটে নেই। আজ তাকে যখে পেয়েছে।

গাঁয়ের বারোয়ারি মসজিদ এটা। এখানে জুম্মার পরে বিচারে গরিব গেরস্থরা দোষী সাব্যস্ত হয় আর পিঠে জুত্তি খায়। গম্বুজের ডগায় বৈঠার ঠেক বাধিয়ে ডিঙি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। আরও এগিয়ে গোরস্থান। তারপর ফাঁসমারির জঙ্গল। লতাপাতা কাঁটাঝাড় সব ডুবে তলিয়ে গেছে। কিছু ছেঁড়াছোড়া কচুরি ধাপ পাকিয়ে ভাসছে। বড়ো জঙ্গল ঠিকই। ছাতিম-পাকুড়-আম-বাবলা এখনও যা ন্যাড়ানোড়া আছে, দেখে বোঝা যায় এ এক আলাদা ভূতুড়ে দুনিয়া। গোনজোরালি দূর থেকে দেখতে পায়, গাছেরা মাথায় মাথায় জট পাকিয়ে তুফানের ধাক্কা সামলাচ্ছে।

হঠাৎ ভুরভুরে কটু গন্ধে দুনিয়া ডুবে যায়। সে যে কী আকর্ষণ! গোনজোরালির প্রিয় গন্ধ আমানির বাস, তারও চেয়ে ভ্যাপসা গুমট দমঠাসা। ভারী থিকথিকে গন্ধের অমোঘ টানে পাতলা ডিঙি দুলে এগিয়ে যায়। বেশি দূর যাওয়া সাধ্যে কুলোয় না। শ শ লাশ গায়ে গায়ে শুয়েমিশে ভাসন্ত। কয়েকবিঘে পানির উপর নীলচে গদি পাতানো যেন। ছাতিম পাকুড়ের ডালে ডালে ফাঁকেফোঁকে বেধে মানুষেরা আছাড়িবিছাড়ি খাচ্ছে জলের উপর।

গোনজোরালি শুনতে পায়, তারা আ - আ - আ - আ - করে ডাকছে ডেকেই যাচ্ছে। সাহস নয়, ভয়ও নয়; শুধু সেই ডাকের হাতছানিতে ডিঙি লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলে। কিন্তু বেশি ভিতরে ঢোকার পথ পায় না। হাতে-পায়ে-বুকে-উরুতে-গলাতে লেপটে মিশে চুলটুকু গলাবার ফাঁক আর রাখেনি। তবু সেই গন্ধ, তার বাবটে গ্যাস ভীষণ পেয়ে বসে গোনজোরালিকে। ভিতরে যেতেই হবে তাকে। মৃত্যুর একেবারে কবজিমুলে যে জীবন, তার কাছে পৌঁছুতে হবে। তার তো কথা আছে পালটা মার হেনে বাঁচার। কার সাধ্য

১. খাড়ু, ব্যাশর = গ্রাম্য রমনীদের অলংকার।

২. বদআলামত = কুলক্ষণ।

BanglaBook.org

ঠেকায়? উপোসি শরীরে অসুরের বল আসে। রাক্ষসদের যেমন খিদের ঘোরে দাঁতেনখে প্রেরণা আসে। বৈঠা পিটিয়ে দা দিয়ে কুপিয়ে মাংস কেটে পথ করে নিতে থাকে সে।

শ' হোক হাজার হোক, কাউকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছে নেই আজ। বঁড়শি ছুঁড়ে বিধিয়ে একেকটা লাশ ডিঙির নাগালে টেনে আনে। দা দিয়ে কুপিয়ে আঙুল কান নাকের পাতা কেটে কেটে মেটে হাঁড়িতে ভরে। হাঁড়ি ভরে গেলে ডিঙির খোলে ফেলে। পচা চর্বির তেল জলে মিশ খায় না। সূর্য ছাড়াই আলাদা ঝক ঝক করে। গোনজোরালির বুকের মধ্যে খুব সাবেকি ফুসফুস। সেখানে সামান্য বাতাস আর কালিগোলা রক্ত। সেই রক্তের আর বাতাসের কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে সূর্যের ডেলা ধুকুরপুকুর করে।

সোনারুপো খেতে খেতে ডিঙির পেট ভরে যায়।

গোনজোরালি বুঝতে পারে সে এখন সত্যি ক্লান্ত। দু'চোখে সাংঘাতিক ঝিম নেমে আসবে। ডান কাঁধের সেই ফুলো জায়গাটা টস টস করছে। খুব ঝুঁকে পড়ে জলের ডাক শুনতে থাকে। শুনে শুনে পুরানো হওয়া শব্দে আবার নতুন করে চেতন পায়। ঘাড় খিমচে ধরে খিক খিক করে হাসে। মুখে বাঁধা গামছায় আটকে যায় সে হাসি। ফাঁসমারির সঙ্গে ভাতারমারি ছেনালমারি ইত্যাদি মিলিয়ে একটা খুব লোকপ্রচলিত গান গায়। মুখের গামছায় আটকে খোনা হয়ে যায় সে গান।

পানি বলছে, চল ফিরে চল এখন। জীবনটা গাঢ়বি তো ডাঙায়, না কি? ডিঙির মুখ এবারে আবার ডাঙার দিকে ফেরে। না, ডাঙার কোনো নিশানাই দেখা যাবে না এই ভাসান দেশে। একটিও জ্যান্ত জীবন নেই এই নীচেয় ছড়ানো বর্গবর্গজলক্ষেত্র জুড়ে। একটি পাখনারও পতপত নেই ধূমকালো আকাশের জলসন্ধিতে। অনন্ত অশুভ অশুভ্র রং। তার পুরু লেপ লাগা কালো জল ঘুরে ঘুরে পাক কষে কালোকোলো ছোটো নৌকোটাকে ঘিরে। গোনজোরালির পেশি ফেটে ওঠে উজান তোড়ে।

## আট

হ্যাঁ, এটা উজান টানই বটে। সারাটা ফিরতি পথ এখন উজান মারার পালা। সিন্দূরকাঠের বৈঠায় গোঁয়ারের জেদ; ধনুকবাঁকা হয়ে প্রতিরোধ বাধায়। গোনজোরালি আঙুল দিয়ে ঠোঁটের কোণা থেকে নুনের কষ মুছে নেয়। মোটামুটি ধরে নিয়েছে সে, লড়াইয়ে জিত হয়েছে তার। রিলিফ না দিয়ে ওফাজেদের[১] মারা হয়েছে। তিনদিন না খেয়ে থাকার পর এবার চরম শোধ নিয়েছে সে। যাকে বলে দাদের দাদ তোলা। খিদের হাতে মরণ নেই আর। পানিবেটি, তুই আর কী কামড় দেখালি! আয় আজ তোর সঙ্গে একহাত হয়ে যাক!

নৌকো ঘুরে যায় বাঁ-ও করে। গোনজোরালির পাছা কাঠের পাটা ছেড়ে চিড়িক করে লাফিয়ে ওঠে শূন্যে। হিংস্র জেদে দু'উরুর গোছ থর থর করে কাঁপতে থাকে। জলের সাদা গ্যাঁজা দেখে চোখ বুজিয়ে ফেলে সে। জখমি লেঠেলের মতো চিরেট খেয়ে[২] আধমাইল হটে যায় ডিঙি। তবে না কবজায় আসে বৈঠা।

---

১. ওফাজেদের = 'ওফাজে' < ওফাজ = ব্যক্তির নাম।

২. চিরেট খেয়ে = শূন্যের উপর লাফ দিয়ে ওঠা অবস্থায় লাঠিয়ালের চিতঘুল্লি দেওয়া।

BanglaBook.org

ইয়া বদোর! ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে ওঠে গোনজোরালি।

সম্পূর্ণ বেচেতন হাল। হঠাত করে সেই ফেলে আসা মাংসপচা গন্ধ মনে পড়ে যায় নাকে। ভেতরের পশম কুঁকরে যায় বগবগে গন্ধে। মানুষ এমনি করে অবকাশের দাস হয়। গোনজোরালি হড়াত করে ঘোলাজল বমি করে দেয়। খানিক পরে মাথামগজ ঘাড়ে সেট হলে পর আবার বৈঠার উপর বুক দিয়ে চেপে বসে।

বুক তবু বৈঠায় ঠেক খায় কিন্তু পিঠ? ঠান্ডা বাতাস হাড়ের ফাঁকে ফাঁকে সুচ বিঁধিয়ে দিচ্ছে। ঠান্ডা চাপে কানের লতি জমে খাড়া হয়ে উঠছে। গোনজোরালি দাড়ি দিয়ে গলা ঢাকার চেষ্টা করে। কট কট শব্দ হয় দাঁতে দাঁতে। যে শব্দ ঝড়েরও অধিক, কানের প্যাঁচানো পথ থেকে বেরিয়ে সেই গর্জন মাঝে মাঝেই ঢেউয়ের তলা থেকে লাফিয়ে ডগায় ওঠে। তারপর আড়াইভাঙা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গোনজোরালি এই প্রথম দেখতে পায়, জলের আর দিগন্ত নেই। না মাটি না আকাশ না অনাজল না অন্য কিছু। বুঝে উঠতে পারে না এখন সে কোথায় পৃথিবীর কোন্ মূলে? মাথার উপর মাইটের[১] চাড়ারঙ[২] কালধুয়ানি। নীচেও তারি চামড়া। তার মতো কালোকোলো ছোট্টো মুনিষ আর এই কালোখানো ডিঙিটুকু; কী এর সহ্য! আর কি পারবে ফিরে যেতে সেই মেটে মাটির কাছে? কেন এত খিদে ভরা জন্ম তার? খাই খাই রাক্ষস তাকে এ কোন্ চিরনাশের দিকে ডেকে নিয়ে এসেছে? চারদিকে ভাসমান মৃত্যু। গাছ জন্তু মানুষ লোকালয়; সব কিছু জীবনছেঁড়া লাশ। কে বাঁচে? কে বাঁচায়?

তখন সেই খিদেয় পাওয়া তিনদিনের উপোসি ল্যাকপেকে দানো মারকুটে জলের মুখে বৈঠা বাগিয়ে রুখে দাঁড়ায়। মড় মড় শব্দে শিউরে ওঠে ডিঙি। পাগল জল সিঁথি কেটে পথ করে নেয়। আর নরম জমি পিষে চড়াস চড়াস শব্দে নৌকো এগিয়ে চলে।

কেন? গোনজোরটা হারবে কেন? নিজে নিজেই বকতে থাকে। নৌকো লাফ দিয়ে ওঠে। নাক টেনে নোনা গন্ধ নিতে নিতে হুঁশে আসে।

কালো লাশটা মোষের। ভুঁড়িসিধে ধপাধপ দুটো বাড়ি কষিয়ে কপালের ঘাম পোঁছে। বেলা বিষয়ে চেতন লাগে। ঠাহর হয়, এবারে সাঁঝ লাগবে। তখন জীবনের আলামত চোখের উপর দেখে চিড়িক দিয়ে ওঠে গোনজোরালির গলা। চোখে বিশ্বাস হয় না। তার সামনে ভেসে আসছে উই ওঠা ঘরের চালা। গোলপাতায় ছাওয়া দোচালার মটকায় আঠামারা হয়ে বসে আছে মানুষের জ্যান্ত বাচ্চা। সাত-আট বছরের ছেলে। নুনদিবেলের মতো ন্যাতনেতে কালো। আস্ত ন্যাংটো। অত বড়ো ছেলে নির্বিকার আঙুল চুষছে বসে দেখো।

জরিনের অনুপস্থিতির সুযোগে তার এই নির্মম স্বার্থপর স্বামীটির চোরাঅপত্য চাগিয়ে উঠল হঠাৎ। গোলপাতার মধ্যে বৈঠার খোঁচ বসিয়ে ভাসন্ত চালা আটকিয়ে দিল। জলের ঘুন্নি[৩] অবশ্য আরও জোরালো। চালাটা ঘুর কেটে সাঁৎ করে বেরিয়ে আসে। লহমার মধ্যে

১. মাইটের = মাটির তৈরি কালো রঙের বিশাল পেটমোটা জালা বা মটকিকে দক্ষিণবঙ্গে 'মাইট' বা মা'ট বলে।

২. চাড়া = ভাঙা মাটির পাত্রের টুকরো।

৩. ঘুন্নি = ঘূর্ণি।

BanglaBook.org

দশহাত সরে যায় নাগাল থেকে। গোনজোরালির কীসের দায়! কীসের হায় হায়! ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে নেয় উড়াল বাজের বেগে। হাঁই হাঁই করে উলটো বেয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গোলপাতা ভেদ করে বাঁশের বাতার মধ্যে সেঁধিয়ে যায় বৈঠার পাত। ছেলেটার মাথা কামানো ছিল তাই গোলগাল। চোখদুটো ফ্যালফেলে। এবং সত্যি সে গোনজোরালির চোখের পানে সরাসরি চোখ দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

দূরব্যাপী মৃত্যু। তার মধ্যে এই প্রথম জীবনচিহ্ন। আর এবারে তারও চেয়ে ভয়ংকর জীবনের কাজ দেখে গোনজোরালিকে শিউরে উঠতে হয়। ছেলেটার পেছন দিকে খোসা ছাড়ছে একটা খয়রারঙা গোক্ষুর। কোমর অবধি খসে এসেছে। খই ওঠা নরম নিশ্চল ঘাড় পাক দিয়ে পড়ে আছে। খোলসের ধবধবে সাদা জালে মেঘের করুণ ছায়া।

ওঠ রে! ঝট উঠে পড় বাপ! গোনজোরালি হাত বাড়িয়ে দেয়।

গোল মাথার ছেলেটি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। 'বাপ' ডাক শুনেও নড়েচড়ে না। শালা খাটো নাকি কানে? ও সাপটাও উপোসি লাগে। আরে ছোবলাবে তো!

পৃথিবীর ধৈর্য ধরে খোসা ছাড়িয়ে নতুন হচ্ছে সাপটা। তার কোথাও তাড়াতাড়না নেই।

গোনজোরালি হাত বাড়িয়ে দেয়, নে ধর।

ছেলেটার ঠোঁটে সরু কাঁপন ওঠে। আর কিছু নয়।

বৈঠার চাপে চালের গোল খসে ভেসে যায়। মোটা হাড়ের কালো হাত ছেলেটাকে তুলে ডিঙিতে নিয়ে আসে। তবু সেই বাচ্চার মুখে বোল নেই। তার মাড়িআঁটা নীরবতায় গোনজোরালিকে বুঝে নিতে হয়, বন্যার তাণ্ডব এই ছেলেটির স্বজন-ঘড়বাড়ি শুধু নয়, গলার স্বরটুকু পর্যন্ত অপহরণ করে নিয়েছে।

কড় কড় করে মেঘ ডেকে ওঠে। কালো জলের দিকে তাকিয়ে গোনজোরালি দাঁতে দাঁত ঘষে। উপরের দিকে টেরিয়ে চায়। দাঁত ঠুকে বলে, আ গ আবালে[১] দেয়া, নামলি অমনি ঠাপ খাবা। খাবা নি??

নৌকোর খোলে বানভাসা ঝুনো নারকেল ছিল। ভেঙে ফেলে ডালিতে আছড়িয়ে। ছেলেটির মুখে কথা নেই। শুধু খুশি ঝিকিয়ে ওঠে চোখে। নারকেলের সাদা ফালিতে কামড় বসিয়ে গর গর শব্দ তোলে আধবোজা গলা।

তারও চেয়ে জোরে ঠা ঠা করে গর্জে ওঠে উপরকার আকাশ। গোনজোরালি ঘাড় তুলে দেখে, আকাশ নেই। কালো গোমড়া রাত দখল ফেলেছে। তারা না, চাঁদ না, আর কেউ সাহস করেনি। সন্ধে এসেছিল বটে। টিকতে পারেনি।

এই নিশ্ছেদ অন্ধকারে জল আর বাতাসের আওয়াজ একাকার। আর সেই সঙ্গে নোনা গন্ধ। পচা গন্ধ। মনে লাগছে, নাক দিয়ে গলে আসা এ নিজেরই মগজপচা গন্ধ। রিলিফের সাহেবরা কাফনের কাপড় গাঁট ধরে ধরে চালান করে দিয়েছে। এখন আঢাকা আলগা মাথা খসে ঘিলু গলে বেরিয়ে পড়েছে। সেই গন্ধ। এ মড়কপুরীতে মাছি নেই যে, চেটে কমাবে।

BanglaBook.org

১. আবালে = অপয়া, বোকা।

বুকে ভার। ফুসফুস ফেঁসে নয়তো ঝেঁঝে গেছে। তবু বাওয়ার বিরাম নেই। থামলেই মৃত্যু খটখটে হাসিতে ঠাট্টা করে বলবে, র র ব্যাটা বেয়াদব! খুব কিরদানি হয়েছে। এখন নে ওঠ! সবই মরা চারদিকে। শুধু যান্ত্রিক নেশায় ডিঙি ছুটে চলেছে উজান মেরে। কোথায়? মউতেরই দুয়োরে। সে ছাড়া এই কালো প্লাবনে দ্বিতীয় কারুর থাকার কথা নয়। গোটা গোনজোরালি এখন শুধু মরে বেঁচে আছে।

কতক্ষণ ধরে এ রকম ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বৈঠা বেয়ে এসেছে, জ্ঞান নেই। রাতজাগা মানুষ এই ভাবে ঘুমোয়। চোখ মেলে চেতনে ঘুমোয়। ঘুমের বিকারে জ্যান্ত মানুষ মৃত্যুর কাছে হাঁটু ভেঙে পড়ে। তারপর জীবনের চাবুক খেয়ে লাফিয়ে ওঠে হঠাৎ। চটকা ভেঙে তাকিয়ে দেখে, তাকে পিছনে ফেলে এরই মধ্যে অনেক এগিয়ে গেছে স্রোত।

বৈঠার ওঠানামায় একহাতের কবজিতে খুদে খুদে আলোর পোকা কিলবিল করতে দেখে গোনজোরালি চেতনে চলে আসে। মরেনি তো সে! কোনো লাশের (গাউনব্যবসায়ী ছোটোচৌধুরির?) হাত থেকে ঘড়ি খুলে নিয়ে নিজের হাতে পরেছিল। ওয়াটারপ্রুফ। রেডিয়াম দেয়া। কালো রাত পেয়ে পিট পিট করে জ্বলছে।

কটা বাজে? সময়কে ছোটো ছোটো মাপে ভাগ করা শেখেনি সে। তার নিজের কোনো সময়ের পুঁজি নেই।

## নয়

রাত বুঝি শেষপহর হবে। আধমরা নেয়ে আর তার মচকানো নৌকা এবারে সত্যিকার আলোর দিশা পায়। এখন অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। কালো বাতাসের উপর জলের ঝাপসাহলদে দাগ দেখে গোনজোরালি খুশিতে বাচ্চাটাকে চেপে ধরে। সার্চলাইটের হলুদ ঝলক আসছে দূর থেকে।

রিলিফের ঘাট আইছে তয়? হুই যে ইলেক্‌টিরি জ্বলে!

ছেলেটা কেঁৎ করে লাফিয়ে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। আশ্রয়ের স্বস্তিতে সে তো আগে থেকেই ঘুমন্ত।

নিশ্চয় বড়ো জাহাজ এসে লেগেছে ও বেলায়। যা জ্বলজ্বলে আলোয়! মনে লয় রিলিফের কাঁড়ি নিয়ে এসেছে। নাকি মন্তো বড়ো মন্ত্রীটারেই বয়ে নিয়ে এল?

খানিক গয়েরের দলা তুলে অন্ধকারের মুখে ছুঁড়ে মারে। ঝপঝপে বৃষ্টি আর কানকাটা ত্যারচা বাতাস। গোনজোরালির বাড়ি খাওয়া চোখ দিয়ে ফিনকি ধরে আঁসু ছুটছে। ঝাপসা চোখে তাকিয়ে সেই শেকড়জাগা গাছগুলো খুঁজতে থাকে। সকালে যেখান থেকে বদর বদর বলে নাও খুলেছিল।

হঠাৎ বিশ্রী গোঁত্তা খেয়ে দুর দুর করে কাঁপতে থাকে ডিঙি। বুঝি আগা ফাটিয়ে মাথা গুঁড়িয়ে জলে লাশ হয়ে যাবার হাউশ। সেই তিরমুহোনি আইছ তাইলে? খুশিতে গলা টক্কার দেয়।

ঠ্যাঙের কবজিতে বৈঠা বাধিয়ে জোয়ানকি[১] মোচড়া মারে বৈঠাবাজ। ডিঙির মুখ ঘুরে

১. জোয়ানকি = জওয়ানি।

BanglaBook.org

লাথি মেরে জাগিয়ে দেয় জরিনকে।

এ জরি গা তোল।

জরিন নেশার ঘোরে এসে লুটিয়ে পড়ে আছে। খাবার হুঁশটুকু পায়নি। চোখ মেলেই সামনে পতিধন ও নতুন ছেলেটিকে দেখে ভড়কি লাগে। চোখ কচলাতে কচলাতে বলে, কী কন গ পতিধোন? মা গ এডা কেডা?

গোনজোরালি যথোচিত প্রভুত্ব নিয়ে হেঁকে ওঠে, রাইতে গেছিলি রিলিফ আনতি না?

জে তো আনিছি।

ঠাপ খাইছস?

জরির না খাওয়া শরীর তির তির করে কাঁপতে থাকে। উত্তর জোগায় না মুখে।

কী জবাব দেবার নেই না? অই নাঙচোরানি জবাব কই থুইছিস ক?

হ্যাঁ, জরিন রাতের দেড়পহরতক সেই ভুঁড়েল রিলিফঅফিসারের ঠাপানি খেয়েছে। তবেই না অত অত মালামাল কোঁচড় ভরে এনে তুলেছে। শরীরের উপর দিয়ে যে কী গরকি[১] গেছে তা সে জানে! এখন আর কোনো কিছুতে সাড়া ওঠার নয়।

গোনজোরালি পুরো পৌরুষে জরির চুল পাড়িয়ে ধরে ধুনতে থাকে, ক ছেনাল এ রক্ত কীসির? কীসির রক্ত? কীসির রক্ত? কীসির রক্ত?

সাধারণত আদিম জীবের রমণেচ্ছা এই ভাবে জাগে। কলহ থেকে সংঘাত থেকে সংগম।

থোন আপনের পাও ধরি আর না। ছ্যাক[২] দেন আর না। চুলডুক গ্যালো আল্লাঃ!

সেই অনিঃশেষ ডুকরানির মধ্যেই নিষ্ঠুর যৌনাক্রোশ জরিনের যোনি বিদ্ধ করে। শুধু অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ছেলেটির দার্শনিকতাগ্রস্ত দুটি গোল্লা চোখ; আর কোনো তৃতীয় পক্ষ থাকে না এই প্রাকৃত ধর্ষণদৃশ্য প্রত্যক্ষ করার।

মাথার উপর আবার মেঘ চেপে আসে। আর আসে ঠান্ডা বাতাস দূরবৃষ্টির গন্ধ বয়ে নিয়ে। তিনটি প্রাণী সস্তা তৃপ্তির অবসাদে অবশ।

কল কল করে সেই মেঘচোঁয়া বৃষ্টি নামে।

গোনজোরালির গলায় নতুন ধরনের প্রসন্নতা,

জরি রে!

উম! কন ক্যানে।

রানি সাজবি?

জে?

চোদ্‌রিগো বলেশ্বরীবিবি হবিনি?

জরি এ ঠাট্টায় সত্যি আজাব পায়। কৎ কৎ করে বলে, কন তয় কন। আল্লা ক'তি দিছে, কন। ভাত পায় না খাতি খাটার জন্যি কান্‌দে। হায় গ!

---

১. গরকি = মাহাঘূর্ণিঝড়।

২. ছ্যাক = ভঙ্গ।

BanglaBook.org

পেত্যয় গেলিনে তো? হাড়িতি দ্যাখ হাতায়ে।

দ্যাখপানি। আগে কনদিনি ছেমড়া কেডা?

পাইছি।

পাইছি মানে?

পানিতি পাইছি। আনলাম — তোর প্যাটে তো পাথর বাধিছে।

লজ্জায় কোড়া[১] দেয় জরিন। ব্যর্থতা জমে বোঝা হয়ে উঠেছে তার এই বিরাট দেহটা। পুরুষের একটি কীটকেও বাড়িয়ে তোলার ক্ষমতা সে অর্জন করতে পারেনি। না, ক্ষমতাটুকু আসলে কয়েকটি টাকার লোভে হেলথ সেন্টারে বিকিয়ে দিয়ে এসেছে। তবু তাকে গোনজোরালি তালাক দেয়নি। না দিয়ে একনাগাড়ে গোঁ নিয়ে খুঁড়ে চলেছে জন্মনাড়ির গোড়া। জরিনের বড়ো চোরাকান্না। বাছাবাছির হাউশ[২] আর নেই। এখন পেটের হোক পথের হোক একটা জ্যান্ত কিছু পেলে হল। তার বড়ো চোরাতেষ্টা। মা-ডাক টাটিয়ে ওঠে স্তনের তলায়।

ছেলেটা অনড় ডাঙায় ঠাঁই পেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠতে উঠতে বিকেল। আচমকা দানা পাওয়া ডবকা পেট তখনও বসে পারেনি। জরিন প্রথমে তার গাল চেপে দিয়ে পরমুহূর্তে নিজের বুকে চেপে ধরল।

তার আগে দুপুরের দিকে সে সত্যি গোনজোরালির সামনে রানি সাজতে বসেছিল।

স্বামীর কথায় প্রথমে গুরুত্ব দেয়নি। তাই খানিক ভেজা গম খেয়ে বসে হাঁপাচ্ছিল যখন, গোনজোরালি আবার হাঁড়িটার কথা মনে করিয়ে দেয়। জরিন হাসতে হাসতে হাঁড়িতে হাত দিয়েই দে চিক্‌কুর।

এ কী! এ কার ধন লুট করিছ? সব্‌বোনাশ!

থাম! এ আমারগো হক। চুপ দে।

চুপ দেব ও আল্লা কয় কী!

হ চুপ্‌পো! আমরা খাটিছি আর চোদ্‌রিরা সোনা বানাইছে। এমনি এমনি পারত? নে পর। বানের টানে গাঙডা উলটে গেইছে। আশ্‌শাদে ভাই কইছে না বান্‌ধে বইসে?

জরিনের ছেঁড়া কাপড় ময়লা শরীর। তবু গহনা তাকে রাজরানিই বানিয়ে তুলল।

গোনজোরালি এখন বিষয়জ্ঞানী। ধমক দিয়ে বলে, নে সিটকেস না। খুলে রাখ। চোরডাকাতরে দেয়া যাবে না। এই দিয়ে বাঁচতি হবে কলাম।

যেন বিষকেউটের বাচ্চা সব। সুড় সুড় করে হাঁড়িতে চালান হয়ে যায়। সরা দিয়ে এঁটে দেয় মুখ। তারপর দুজনে মিলে মাটির তলায় পুঁতে রাখে। সরকারি রাস্তার ধারে নয়, কাঁচা সড়কের পাশে খাড়া করা অস্থায়ী ঝুপড়ি। তার আয়ত্তে আটকানো বেআইনি মাটি। তার তলায়।

---

১. কোড়া = কুঁজো।

২. হাউশ = শখ।



BanglaBook.org

## দশ

এখন বিকেল প্রায়। বাতাসের ভাব ভালো নয়। রাতে পানি বাড়বে বোঝা যায়। আবার ঢল নেমেছে দেয়ায়। বদবদে গন্ধ উঠছে পচা কাদা থেকে। কচাডালের খুঁটি বেয়ে পাক খাচ্ছে শামুক।

দারুণ দুর্গন্ধে নাক বুজে আসে জরিনের। গোনজোরালিও হোয়াক করে বমি করে দিল।

ছেলেটার দাস্ত হচ্ছে। শুধু পাতলা ঘোলা পানি। পাছাউরু সমস্ত মাখিয়ে ফেলেছে। জরিনের ফাউ ত্যানাকানি নেই। কী দিয়ে মোছাবে? শুধু অঢেল বৃষ্টির জল। তাই দিয়ে যত ইচ্ছে ধোয়ানো চলে। উৎসাহ আর যত্ন পেয়ে দাস্তের জলও নিশাল ধারায় পিচকিরি দিয়ে ছুটছে। সঙ্গে জলের বমি। মানুষের দেহে এত জল। দুমুখো চাপে গলা ও গুহ্য হাল্লাক হয়ে সদরনালি। বিরামের নাম নেই।

ভেদবমির এমনি গুণ, দেখতে দেখতে চোখ বসে যায় ছেলের। ঠোঁটের পাতা কালো হয়ে আসে।

গোনজোরালি গজ গজ করে, রিলিফ খাইছে! পচা রিলিফ। পচা দুধ। পচা বিস্কুট। পচা গোম। বোঝো ক্যামন ঠ্যাহে!

জরিন ছেলে বুকে নিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদে। সদ্য গজানো মাতৃত্ব তাকে পুরো স্বাদ বুঝিয়ে দিয়ে পারেনি। তার আগেই ছাড়াদশা। মনে হয় বোবা ছেলের পাল্লায় পড়ে সেও বোবা হয়ে যাচ্ছে। কী বলবে কী করবে কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু আতংকের কাঁপুনি আর হতাশার কাঁদুনি।

হা রে একফোঁট মাসুম বাচ্চা! কী হল?

হইছে ভেদ। চিত হয়ে শুয়ে থেকে মত প্রকাশ করে গোনজোরালি। তারও বারকয়েক হয়েছে পাতলা পায়খানা। ভেদ কি না এখনও নিশ্চিত হতে পারেনি।

সামনের ঝুপড়ি থেকে শেয়ালে এই বিকেলেই বাচ্চা তুলে নিয়ে গেছে। মা-টা কুয়োল[১] দিয়ে কাঁদছে। সেই কান্না শুনে জরিনও কুয়োল দিয়ে ওঠে, অ গো মোর বাছাডা রে! আসলি যদি তো বাঁচপিনি ক্যান? বাজান আমার বাঁইচে ওঠ। ও আমার বাজো রে.....!

জমপেশ করে সন্ধে ধরেছে। জরিন মুখে মুখে পাতিগুরুর হাতও ধরছে পাও ধরছে। সে যদি ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। আর কিছু না পারুক গহনাগুলো তুলে দিক। ক্যাম্পে নিয়ে বেচেটেচে যদি ওষুধপত্তর নিয়ে আসতে পারে।

গোনজোরালি গরম গলায় বলে, তাহলে ক্যাম্পের অফিসাররা ডাকাতির মাল সন্দেহে তাদের ধরে সদরে চালান দেবে। আর হাঁড়ির দৌলত সব ওই আসল ডাকাতের দল গাপ করে দেবে। জরিন কেন যে বোঝে না, কেঁদে গরিবের হকদাবি টেকানো যায় না।

জরিন ধ্যান ধরে ছেলের ফুরোনো রূপ দেখে। কার ছেলে এ কোত্থেকে এসে উঠেছে?

---

১. কুয়োল = শোকের সুরেলা কান্না।

BanglaBook.org

এতটুকু পরমায়ু নিয়ে কী দরকার ছিল আসার? যে মায়া মা-বাপের স্মৃতির অধিক, তার গেঁজামিল মেশানো ভাগটুকু পেয়ে জরিনের অস্তিত্ব গলে যেতে বসেছিল। আবার এখন মারির মার খেতে বসে যে চট করে শক্ত হবে, ধাতে কুলোচ্ছে না। ভীষণ ক্রোধ হচ্ছে কোমর ঝুলিয়ে শুয়ে থাকা ওই শয়তান মর্কুটের উপর। পুচ পুচ করে হাগছে আর যন্ত্রণায় মুখ ভ্যাটকাচ্ছে। মাছি বিজ বিজ করছে। তাড়াবার ক্ষমতা নেই। লোকটা সুস্থ থাকলে কিছু একটা করতে পারত তো। গছিয়ে দিয়ে এখন নিজে রোগ বাধিয়ে বসে আছে।

ছেলেটার লাউপেট ধসে গেছে। নেভা চোখে চেয়ে আছে। শির শির করে ঠোঁট কাঁপছে। হয়তো বলতে চাচ্ছে, আমায় তোমার গায়ের তাপ দিয়ে বাঁচাও মা। বলতে পারছে না। গলা দিয়ে শুধু ঘষা বায়ু বেরোয়, শব্দ ওঠে না। উঠলে লোকে আর তাকে বোবা বলত না। বমিদাস্ত সব জরিনের হাতের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। কী দিয়ে মোছাবে? সামান্য ন্যাতা, বৃষ্টিতে যটুকু না ধোয়া যায়, তার চেয়ে বেশি ধোয়া হয় চালধোয়া দাস্তের জলে।

নদীর ডাক বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে ঝোড়ো বাতাসের গোঁজানিকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। শাড়ির পাড় দিয়ে কলাপাতার চাল বাঁধা ছিল। একধাবড়ে সেটুকুও উড়ে যায়। কদাকার দৃশ্যটা গোটা ক্যানভাস নিয়ে খোলা পড়ে থাকে আকাশের মুখোমুখি। জরিন দু'হাত তুলে উপরের দিকে চায়। সপসপে বৃষ্টি-ঢালা ধোঁয়াটে মেঘের আকাশ। তার বেশি কিছুই দেখার নেই।

উক্ উক্ করে হিক্কা তুলছে ছেলেটা। দাঁতে দাঁতে ঠুকে কাঁপছে। পুষ্ট মাইজোড়ার গরম দিয়ে ছেলেটাকে তাতানোর চেষ্টা করে চলে জরিন। ওভাবে তো কোনোদিন মৃত্যুর শীত কমার কথা নয়। বড়ো সীমিত জীবনের দেহবল।

ছেলেকে পাটাপিঁড়ির উপর শুইয়ে রেখে জরিন উঠে দাঁড়ায়। বৃষ্টির পানিতে রগড়ে রগড়ে হাতের ময়লা ধোয়। কাপড় ঘুরিয়ে গাছকোমর বেঁধে নেয়। তারপর বিস্কুট আর দুধের টিন বুকে আঁকড়ে নিয়ে ঝুপড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে।

তখন কালসন্ধে।

নদীর জল রাস্তার উপর খাবল মারছে।

দূরে দেখা যাচ্ছে ইলেকট্রিকের আলো বৃষ্টিতে জমে আছে।

কার জানি বাঘা গলা মাইকের ভেতর গাঁ গাঁ করছে।

এই অবস্থায় হঠাৎ বা'নেনির সঙ্গে দেখা। চুলছাড়া পাগলি ভৈরবী। শেয়ালের মুখ থেকে তিনমাসের অর্ধেক ছেলে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। কাদা ভেঙে কোথায় ছুটে যাচ্ছে ঠিক নেই। জরিনের মুখে পড়ে হাহাকার দিয়ে ওঠে, এই আধখোন ছোয়াল পাইছি। দেবে না মানে? যাবে কোহানে?

জরিন তাকিয়ে দেখে, বা'নেনির হাতে রক্তমাখা ঠ্যাং আর কোমর। নাড়ি ঝুলছে থল থল করে।

ও জরিবু, খোকারে গোর দেব। কাফন পাই কই? সাবান কই? লোবান কই? ও জরিবু, আমার খোকারে গোর দেবা না?

BanglaBook.org

জরিন দুধবিস্কুট বুকে নিয়ে ছুটে পালায়।

প্রচণ্ড বৃষ্টি আর দমকা বাতাসে মেয়েলি গলার আর্ত চিৎকার কেটে কেটে ছড়িয়ে যায়,—

তোমরা কেডা কেডা দুধ নেবা বিস্কুট নেবা ন্যাও। আমার ছোয়ালডারে এট্টু ওষুদ আ'নে দ্যাও। ওলো দুদুরা ভাইডিরা অর ভেদ হইছে অরে বাঁচাও! বাঁচাও গ!

অন্ধকার চিরে চিরে শড়কির ফলার মতো সেই স্বর এমাথা-ওমাথা ধাওয়া করে। নদীর বুকে কোটি কোটি লোল জিভ লাফিয়ে ওঠে। তার অনন্ত খিদে।

তখন বন্যার্তদের জন্যে সেবামূলক গান হচ্ছে মাইকে। হয়তো এর পরই খাওয়া। গোনজোরালির কিছুটা চেতন ফিরেছে। মনে হচ্ছে পুরো বুকটাই খালি কলসি হয়ে আছে। বুক ঘেঁষড়ে ঘাড় কাতিয়ে মুখ হাঁ করে ধরে। ইচ্ছে করলে আকাশের সারা বৃষ্টি চুমুকে শুষে আনতে পারে। ময়লা পচা গামছা নিঙড়িয়ে ছেলেটার মুখে জল ঢালে। ময়লা জল দাঁত ভেদ করতে পারে না। কষ বেয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে।

দাঁত লাগিছে দ্যাহো! গোনজোরালি মনে মনে বলে।

চুলের জটে আঙুল ঢুকে আটকে আছে। খুব ভাবতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কী যে তা খুঁজে পায় না। সাদা বেগুনি হলুদ এই সব রং তার মাথার মধ্যে পালটাপালটি আসাযাওয়া করছে। একবার মনে হচ্ছে বিরান চর। সবটা ধূ ধূ। আবার মনে হচ্ছে মেঘ জমে জমে আলকাতরার মতো ভারী হয়ে আছে। কোনো চিন্তাভাবনা তার উপরে বা মধ্যে নড়াচড়া করতে পারে না।

মাইকে এখন আবার বক্তৃতা চলছে। এটাকে বলতে হবে সভাপতির ভাষণ। চৌধুরির সঙ্গে মিটিঙে গিয়ে গিয়ে সভাসমিতির শব্দগুলো সে শিখে নিয়েছে।

সভায় যাবার আগে গোনজোরালিকে খাড়া করে চৌধুরি মকশো করত, অই বান্‌দির বাচ্চা! তুই হলিগে পাবলিক। খাড়া সামনে। সভাপতির ভাষণ দেই শোন।

চৌধুরিসাহেবের মতো বড়োমানুষ ওই তল্লাটে দ্বিতীয়টি তার আর দেখা নেই। মোটাসোটা বাঁটুল মানুষটি। বুক ছাফিয়ে কালো কোঁকড়া পশম কাঁধে উঠেছে। তার একচাকলায় কত কানি জমি গোনজোরালি হদিশ জানে না। শুধু মনে পড়ে, তাকে নিয়ে চৌধুরি হাঁটা শুরু করেছে। মাঝপথে গিয়ে কেলিয়ে পড়েছে। গাল দিয়ে শ্বাস নিতে নিতে মুখখিস্তি করেছে, ও হারামজাদ মজা দেখতিছ? গামছা দিয়ে বাতাস দেবার পারিস না?

যতদিন ছিল পায়ে পায়ে ছায়া হয়ে ছিল। কে জানত ছায়া মানুষকে ডিঙিয়ে যাবে? অত বড়ো ডাকসাইটে চৌধুরি। তার চেয়ে মহাবড়ো বন্যা। আর সেই বন্যা বেয়ে বেয়ে বান্দা গোনজোরালি চৌধুরিদের টপকে উঠল। তাদের গেরেস্তারি লাফকাফের[১] উৎসে যে দৌলত, তাই ডাঁটসে লুটে নিয়ে এসেছে। মানুষের এত সাহস, স্বপ্নেও কল্পনা করেনি গোনজোরালি। যার হাতে মার খায়, দিন পেলে তার হাতে কামড় বসায়, মাথাও চিবিয়ে খায়। ভেজাগম চিবুতে চিবুতে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে পড়ার মতো হয় তার।

---

১. গেরেস্তারি লাফকাফের = দেমাকি লাফালাফির।

BanglaBook.org

আশ্চর্য! বন্যার মুখ সাপের মুখ খিদের মুখ থেকে বাঁচিয়ে আনা ছোটো ছেলেটা মউতের মুখে নিকেশ যাচ্ছে, দেখেও কোনো টান টের পাচ্ছে না মনে। জরিন বুকে টেনে নেবার পর পর দরদটুকু দিল থেকে কেটে পড়েছে।

শুয়ে শুয়ে হিক্কা তুলছে ছেলেটা। বিদ্যুৎ চমকালে দেখতে পায়, সারা গায়ে শীতের জাড়কাঁটা। নুনুটুকু গুটিয়ে কোষে মিশে গেছে। ক্ষয়াচাঁদের মতো পাণ্ডুর শরীর। হ্ হয়ে এসেছে প্রায়! তালগাছের মাথায় কোথাও সময় গুনছে শকুন। তার আগে মাছিতে এঁটো করে দিচ্ছে।

গোনজোরালি দু'হাতের পাতায় জোড়া লাগিয়ে উঁচুতে তুলে টান মারে। কট কট শব্দে গিরেগুলো বাজে। হাতদুটো আরও উপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙে। তারপর নীচেয় নেমে ছেঁড়াফাঁসা কলাপাতা কুড়িয়ে এনে উপরের ছাউনি ঠিক করে। ছেলেটাকে টেনে ভিতরে সরিয়ে আনে। এই ছেলে বেঁচে গেলে একে আর চৌধুরি বানাত না। মানুষ বানাত। মানুষ মারা পাপে চৌধুরির জমি গেল জরু গেল জেওর গেল আখেরে জানও গেল। এদের এই-ই পরিণাম তবে?

দ্যাখো না, আমি শালা গোনজোর ঠিক টিকে আছি। আমার জমি নেই কী যাবে? জরুটা আছে। জেওর তাও হল। এখন জানটা। কোন্ মাগ ছিনতে আসবি আয়!

সৌভাগ্য বড়োই অবিশ্বাস্য ধন। তাই বার বার যাচিয়ে নিতে হয়। কাদার তলায় শক্ত এঁটেল মাটি। তার তলা থেকে কাজেই আবার সোনারুপোর হাঁড়ি উপরে উঠে আসে। জলধোয়া নির্লজ্জ জেল্লায় জেওরগুলো দুচোখের তারা ধাঁধিয়ে দেয়।

এই যে মাকড়ি এর আরেকটা কই? বড়োবিবিসায়েবা পরত। এখন তার জরিন পরবে। ভোমা সাইজের পাথর বসানো এই রুপোর আঙটিটা নায়েবসায়েবের আঙুলের ভূষণ। বিবিকে দুরস্ত করার সময় এই আঙুলটার নিয়মিত ব্যবহার করত। এই সোনার হাঁসুলিটা বলেশ্বরীবিবির গলার। আর এই যে সোনার মাদুলিটা মনে নেই কার বাচ্চার। যারই হোক এটাও বেচা যাবে না। এই ছেলের কোমরে বেঁধে দেবে।

কোদা রে তই তড়াতড়ি সাইরে ওঠ!

মাইকে এখন 'আমার সোনার বাংলা'। তাহলে হ্যাঁ, এইবার দেবে খেতে। খাসি বলো গোরু বলো ও মাংসের চেয়ে তোমার হাড্ডিতেই মজা। আরও যদি বিরিয়ানির চাপাপোলাও থেকে গরম গরম টুঁড়ে বের করে আনতে হয়। খায়নি। শুনেছে। চৌধুরিরা যখন খাওয়ার পর বলাবলি করত। চৌধুরিরা তাকে দিয়ে অনেক এঁটো ড্যাগ[১] ধুইয়েছে। তাতে হাড্ডি থাকত কিন্তু সবই গোস্তবর্জিত।

ধনের হাঁড়ি কোলে নিয়ে বসে থাকে গোনজোরালি। বসেই থাকে। মাটিতে পোঁতার কথা বেবাক ভুলে যায়।

এই সময় জরিন ঢোকে গুন গুন সুর নিয়ে। কান্নার সুরে সে অনেক প্যাচাল জড়ানো। কিছু অর্থময় কিছু অর্থহীন। জীবনে তার কোনো কামনাবাসনা মিটল না। শাড়ির তলায়

BanglaBook.org

১. ড্যাগ = পোলাও-মাংস রাঁধবার বড়ো তামার হাঁড়ি, ডেগ, ডেক, ডেকচি।

সায়া জোটেনি। সায়ার উপর শাড়ি চাপেনি। ছেলে যদি না বাঁচে তাহলে সে কচমচ করে তামাম দুনিয়া চিবিয়ে খাবে। তার আখেরও নেই আখেরাতও নেই। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

গুম গুম করে মেঘ গড়িয়ে যায় মাথার উপর দিয়ে। বিদ্যুতের আলোয় দশালাগা তিনটে প্রাণীর নিঃসঙ্গতা কর্কশ ও নগ্ন হয়ে ওঠে। কেউ কারুর ভেতরে ঢুকতে পাচ্ছে না। শুধু পরস্পরের সাক্ষীর বোঝা। রোমশ জানোয়ারের মতো মেঘ বুঝি মাটিতেই নেমে এসেছে। নীচেটা অন্ধকার। ওপরে ধূমকালো।

ও সাধুর বেটা!

হঃ।

চেতন আছেননি?

ক শুনতিছি।

এ্যাহন করবানিডা কী? ওষোদ পালাম না পত্যি পালাম না। সব তো গ্যালো! ও কোদার বাপ—

নির্লিপ্ত গলায় গোনজোরালি জবাব দেয়, গ্যালো তো গ্যালো।

জরিন আঁতকে ওঠে, ক'লেনডা কী! আপনে ঠ্যাক না দিলি তারপর?

ঠ্যাহাবো কী দিয়ে? আমার আছেডা কী? কিছুক্ষণ থিতু মেরে থাকে গোনজোরালি। তারপর ফিশ ফিশ করে বলে, এ জরি!

কন ক্যান?

গোনজোরালির গলা দিয়ে ফ্যাঁসফেঁসে বাতাস বেরোয়, তুই বরং ক্যাম্পে যা। অরগো ওষোদ আছে পত্যি আছে ডাক্তার আছে। যা তাই যা।

আড়াই হাত দূর থেকে যেন ঠেলেই পাঠিয়ে দেয় জরিনকে।

জরিন এখন ছেলেটির ছায়ায় মিশে আছে। ভেদটুকু লোপ পেয়েছে জোলো অন্ধকারে।

হঠাৎ সরু চিৎকার শোনা যায়, ও সাধুর বেটা করেন কী? হাতপাও যে কালায়ে আইছে বাজানের!

পুরুষগলা শোনা যায়, যাতি লাগুক। আয়ু থাকলি য়োমে থুয়ে যাতি পথ পাবেনানে।

আল্লা রহম করো! আল্লা মিশকিনরে রহম করো! বিড় বিড় করতে করতে বৃষ্টির জলে ওজু সেরে নেয় জরিন। তারপর হাঁটু মুড়ে নামাজে বসে।

তার ছুরা পড়ার তালে তালে গোনজোরালি বকতে থাকে।

সেজদা পর্যন্ত গিয়ে পারেনি। রুকু থেকেই মাথা তুলে জরিনকে জবাব দিয়ে নিতে হয়, হায়াডুকও নেই! সব খাইছে। বুড়ো হয়ে গ্যালো এ্যাটটা বেটাবাচ্চা বানাতি পারল না তার আবার—

শপাঙ করে পালটা উত্তর দেয় গোনজোরালি, তা তো! খুঁচে ফালা ফালা করলাম। দোসোরা মাগি হলি বিয়েয়ে তলায়ে দেতো। বাঁজার জাত!

নামাজ সেরে উঠে জরিন ছেলে তুলে নেয়। অন্ধকারে দেখা যায় না চেহারা। তবু হাত বুলিয়ে নাক মুখ ভুরু ঠাহর করে। আর রাতেও মাছিতে ছাড়ে না। সে যে কী

BanglaBook.org

আজাব! তাড়িয়ে পারা যায় না। জরিনের বাপেও কলেরায় মারা গেছে। কিন্তু তখন তো তার বোধ জন্মে পারেনি।

নিজের বুকের তলা খালি হয়ে গেছে। খিদে ছিল আগুনের মতো। পুড়ে নিভে গেছে। তেষ্টা ছিল। চিন্তায় শুষে নিয়েছে।

খলাত খলাত করে নদী এগিয়ে আসছে। রোজ রাতে এগোয়।

ছেলেটার মুখে আঁচল নিঙড়ানো পানি ফোঁটায় ফোঁটায় দিতে লাগে। গগগগগ শব্দ ঠেলে ওঠে মরন্ত গলা দিয়ে।

বাবাঃ! এর মধ্যে ছহিবড়ো জংগেনামা পড়া হচ্ছে সুর করে। গোনজোরালি উত্তেজনায় খাড়া হয়ে ওঠে। দস্তে কারবালায় ইমাম হোসেন বধের আহাজারি চলছে। কাজেমালির গলা। পাঁচটা ঝুপড়ির পরে থাকে। উপোসের মধ্যেও সুরটি খাসা আছে।

মাইকে এখন একের স্বর চাপা পড়ে গেছে বহুর বাচালতায়। তালগোল পাকানো বিজবিজ গিজগিজ আওয়াজ উঠছে। একসঙ্গে কত না রকমারি আওয়াজের রংমেশাল!

ওখানে মাইক গোঙাচ্ছে। এখানে উক উক হিক্কা। জরিন ছড়া কেটে কাঁদছে বিনিয়ে বিনিয়ে। তারও চেয়ে জোরে বাতাস বইছে যেন বোবাকানাবয়ড়া জীবনভর শোকের বাতাস। ঝড়ের বাতাস ঠিক নয়। ভরা নদীর পাশে এ বাতাস আজকের নয় নতুন; আদিজন্মের থেকে। আর নদী নামের কুলভাসানি কুলটার ডাক জানফাটানো। থেকে থেকে মেঘের কড় কড় গড়ানি। আদিম অন্ধকারের আড়াল পেয়ে অসংখ্য বুনো নোনা প্রেতের কান্না। সেই যে রাতে মা-বাপের উজাগরে ঘুম মেটানোর স্বার্থে দুধের বাচ্চা না বলে কয়ে মাচাঙ থেকে জলে পড়ে গেল; এখন মা'টার কান্না। ছবরোদ্দি সদরে ভেসে গেছে, তার আয়নাসুন্দরীর মড়াকান্না। বা'নেনির আধাবাচ্চা শেয়ালফেরত হয়েও কাফন পেল না; সেই চোরাকান্না। গোনজোরালি শুনতে পায়, তার বুকের মধ্যেও কলিজার উপর ধপাস ধপাস হাতুড়ি পিটছে জান। আর মাঝে মাঝে নদী-বাতাস-মেঘ-মানুষ সবার কান্না দাবিয়ে ছহিবড়ো জংগেনামা পাঠের নিখাদ কড়িমধ্যম তীক্ষ্ণ সুর পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে আসছে।

রাত যে এত ভয়াবহ আর অমানুষিক হতে পারে গোনজোরালি আগে দেখে থাকলেও আজ এখন এই প্রথম শ্রুতি দিয়ে অনুভব করে। হাঁড়ির মধ্যে নয়া জীবনের পরোয়ানা। অবচেতনে হাত ঢুকিয়ে ঘেঁটে চলেছে। হঠাৎ হাত বের করে ভীষণ শুঁকতে থাকে। নতুন বউয়ের তেলচপচপে মাথা শোঁকে যেমন সইরা।

না, দুর্গন্ধের চিহ্নমাত্র নেই। ধুতে ধুতে মড়াগন্ধ কেটে গেছে।

গোনজোরালির বড়ো আশা হয়। যদি বাঁচা যায়।

ক্যাম্পে এখন নির্ঘাত ভোজপর্ব চলছে। খা শালারা! খেয়ে কলেরা হ! রুইয়ের মুড়ো। খাসির কল্লা। ঘি পাকানো ভাত। হলুদ সর পড়া দই। দানাদার আর ছানাসান্দোশ। খা। খেয়ে মরগে গুষ্টিসমেত। গোরে যা।

ট্রাকের শব্দ হচ্ছে। একটা কি দুটো।

জরিনের দুটো হাত দারুণ শিউরে ওঠে। হাতের মধ্যে ছেলেটা মোচড়াতে শুরু করেছে। ডান হাত কনুই অবদি বমির পাতলা জলে ভেসে যায়।

BanglaBook.org

ছেলেকে নামিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। খোঁপা করে চুল বাঁধে। কোমরে কাপড় জড়ায়। নাক ঝেড়ে চোখমুখ ধুয়েমুছে পবিত্র পরিচ্ছন্ন হয়। তারপর গোনজোরালির সামনে এসে দাঁড়ায়। কিছুই দেখা যায় না। শুধু ধূ ধূ চর পাড়ি দেয়া শুকনো নিশ্বাস আর তার তাতানো আগুনে জ্বলে ওঠা আংড়া চোখ। আর সামান্যতম ভাষা।

যাইগে।

কই?

ক্যাম্পে।

আঁ!

কলেরা যে। নুনের ইংগেশোন লাগবে। দেহি যদি আনা যায়।

যা তয় যা! ওডারে বাঁচানো দরকার। সাপেও কাটিনেই।

জরিন বড়ো কষ্টে একটা মাইলটাক দীর্ঘ দম ধরে রাখে। তারপর লিক খাওয়া টিউবের মতো অল্পে অল্পে ছাড়তে থাকে। একসময় সবটুকু খালাস হয়ে শূন্য পাতলা টলতে টলতে নিশ্চিহ্ন হয় অন্ধকারে।

কালো রাত চিরে চিরে যাচ্ছে বাইরে কোথাও কুকুরের কান্নায়। কালো রক্ত ঝরে ঝরে মাটির কাদা কালো হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় খেতে পায় না কুকুরটা। উঠে যাবার তাগদ নেই। আধ মাইল দূরে শরণার্থী শিবিরে খাবারেকাদায় গড়াগড়ি। দূরে শুয়ে শুয়ে গন্ধ পায়। কুকুরের নাক দূরের গন্ধ টেনে আনে।

চালার ঢালু কোণ বেয়ে পানির ধারানি। সে ধারাপাতে মাটিতে ক্ষয় ধরেছে। নরম জল পড়ে পড়ে শক্ত মাটি গর্ত করে চলেছে। গোনজোরালির মরা চোখে এই নগ্ন ক্ষয়কাজ বিন্দুতম বিকার তুলতে ব্যর্থ। মুহূর্তে তার প্রবৃত্তি-আসক্তিও স্পৃহারহিত। কোমর ধরে আছে। দাঁড়া ও দাফনা জুড়ে বৈঠা বাওয়ার যন্ত্রণার জের।

ছেলেটা বাঁ ঘাড়ে ভর দিয়ে উবুড় হয়ে পড়ে। দুটো ঠ্যাং টনটনে সোজা। উঠে গিয়ে চিত করে শুইয়ে দিল। হাতখানা বুকের উপর তুলে ভাঁজ করে রাখল। চুলগুলো কী মোলায়েম! জলে ভেজা। যেন বড়োলোকের বানানো ছেলে।

হঠাৎ খেয়াল হয়, এ কে? কার গায়ে তার ভালোবাসার হাত?

তখন ব্যস্তত্রস্ত হাতখানা নিয়ে ছেলেটার বুকে রাখে। নাঃ দোলন নেই। নাকে রাখে। না এ হাতে কোনো গরম ভাপ পড়ে না। অপ্রস্তুত হয়ে হাত তুলে নেয়। না। নাড়ি ছেড়ে গেছে।

গোনজোরালি ভেবেছিল, বৃষ্টিভেজা শরীর, তাই ঠান্ডা। এখন তার হাত বলছে, এ ঠান্ডা আসলেই কালহিম। কলকাঠি অচল হয়ে গেছে। আর কোনোদিন তাপ ফিরে আসবে না।

মরিচির খ্যাপে গেইছো তয়? ধা'চ্‌লে।

খুব তেতো মুখে কথা বলে গোনজোরালি। বকতে বকতেই ছেলেটার চোখের পাতা নামিয়ে দেয়। জরিনের ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে পা থেকে মাথা অবধি ঢেকে দেয়।

BanglaBook.org

পেছনের আকাশ খুব বেশি ফাঁকা লাগছে। আশ্রয়দাতা পুরানো উড়িআমগাছটা কখন নদীর পেটে সেঁদিয়েছে টের পাওয়া যায়নি।

রাতটুকু পোয়ালে ঝুপড়ি তুলে সড়কের ওপারে নিতে হবে। নদীতে সড়কও খেয়ে নেবে মনে লাগছে। তখন অন্য ব্যবস্থা ছাড়া উপায় থাকবে না।

## এগারো

মাইকের কাজ অনেক আগে থেমে গেছে। সেখানে এখন কড়া আলোর নীচে গিজ গিজ ভিড় প্যাচপেচে কাদা। শামিয়ানা ফেটে জল গড়াচ্ছে।

জরিন সেই যে খাম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। পায়ে গোদ বসে গেছে। কাদায় খেয়ে খেয়ে আঙুলের হাড় বের করে ফেলেছে। এখনও সেই রিলিফঅফিসারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করে উঠতে পারেনি। সে দেখতেই পায়নি ওকে এই তালতলার অন্ধকারে। এখানে ছোট্টো দুটো তালগাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তার নীচে বৃষ্টি নেই। আলো নেই। জরিন এবারে শেকড়ের ঢিবির উপর উঠে দাঁড়ায়।

ভুঁড়ে লোকটাকে এখান থেকে খুব স্পষ্ট লাগছে। ফাইল থেকে টুপটাপ কাগজ ঝরে পড়ছে। গামবুট পায়ে থপ থপ হাঁটছে। পেছনে ডিঙি মেরে চলছে ওটা চাপরাশি। কাগজ পড়ছে পড়ুক। সরকারি কাগজ। সরকারও পড়ে। তার চাকরি ঘাড়টা ঠিকমতো ঝুঁকিয়ে পেছন পেছন চলা। যেন সামনে কদম বেড়ে না যায়।

এখানে একটা নাটক ছিল পাঁচ অঙ্কের। শেষ হয়ে গেছে। রাত শেষ হয়নি। আরও বাকি এখনও।

ত্রাসেতাড়নায় মশার বিষও পানসে হয়ে যায় জরিনের চামড়ায়। হয়তো এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রাত কাবার হয়ে যাবে। গায়ে তার ম ম করছে দাস্তের গন্ধ বমির গন্ধ। যেন ছেলেটার কাঙাল ভালোবাসা তরল গন্ধে মেখে আছে তাকে। বাৎসল্যের স্নেহের টানে মাইয়ের মাথা টাটায়। একধরনের মিষ্টি রসালো যন্ত্রণা লাগে। হায়, এতে করে যদি মৃত্যু পালাত!

একটি মানুষের আশায় সে সেই প্রথম রাত থেকেই চেয়ে আছে। সেই ভুঁড়িয়াল রিলিফঅফিসার যার চোখদুটো কথা বলার সময় পোকাপড়া কুকুরের মতো বাঁই বাঁই করে ঘোরে। মাংসের ভোগ পেলে যে উদারতার চোটে রিলিফের মাল হাত ভরে তুলে দেয়। যার জাঙ্গিয়া খুললে কয়েকবছরের ভাপানো ঘামের চিটে গন্ধ লাফিয়ে পড়ে।

লোকটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। তার মতো অনেক অনেক ভুঁড়েলের ভিড়ে গুলিয়ে গেছে। ছায়ায়-আলোয় আলোয়-ছায়ায় বার বার বদলাবদলি হচ্ছে। একটা রেখারও থির থাকার উপায় নেই। বিকারের তাড়নায় পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে এড়িয়ে ভূতের মতো ছুটছে। সিঁটে আকাশ আর গলগলে অন্ধকারের এই ফাঁকা জায়গাটায় কয়েক পোঁচ আলোর চাপে এটা একটা প্রেতলোক।

একজন আর-একজনের পেছনে ঘোরে। কে কার পেছনে জরিন বোঝে না। মহকুমা রিলিফঅফিসার জেলা রিলিফঅফিসারের পেছু পেছু। জেলা রিলিফঅফিসার বিভাগীয়

BanglaBook.org

রিলিফঅফিসারের পেছু পেছু। বিভাগীয় রিলিফঅফিসার খাদ্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর সেক্রেটারির পেছু। ত্রাণ ও পুনর্বাসন শব্দদুটি অঞ্চলবিশেষে তৎসমজাত। এখানকার প্রাকৃতজ নাম পানিমন্ত্রী। শুধু পানিমন্ত্রী নয়। তারও সঙ্গে বিশকিসিমের তৎসমের জটলা। সচিব, উপসচিব, কমিশনার, ডি.সি., এ.ডি.সি., এম.পি., চেয়ারম্যান, যুবউপদেষ্টা, ডি.আই.জি., এস.পি., পি.এ., স্টেনো..... এই আলোঅন্ধকারে এসের নাম বা মুখ চেনার কথা নয়। দেহে দেহ ছায়ায় ছায়া মিশে ঢুকে গলে।

এ জগতে প্রথমটা এসে হঠাৎ ভয়ে পা থামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় জরিনকে। সেই থেকে দাঁড়িয়েই আছে। তখন সভা চলছে। মঞ্চ আলো করে রাজা বসে। পাশে পাত্র-মিত্র-অমাত্য। নীচে পুলিশ। চারদিকে কয়েকহাজার মানুষ। জরিন ভেবে আশ্চর্য হয়, এদের ঠিকঠাক এনে তুলতে কী পরিমাণ বেগ পোয়াতে হয়েছে! মাথার উপর লালসাদা ডোরা দেয়া শামিয়ানা। কোথাও ফাটল দিয়ে বাতাস আসছে। কোথাও বৃষ্টির জল জমে ঝুলে আছে। কলকের মতো দেখতে পাঁচ-ছ'টা মাইকের চোঙা বাঁশের ডগায়। সব কটা একসঙ্গে খেপে গেছে। রাগের চোটে গাঁ গাঁ করছে। ফ্লিক ফ্লিক ফ্ল্যাশ জ্বলছে। শাটার পড়ছে। রেডক্রস-কেয়ার-ইউনিসেফের সাহেবরা মোটা মোটা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ঘুরছে। এলাহি কারবার! জরিনের ছেলের ওলাওঠা এই কারবারের মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকে। জরিনও বামন বনে যায়। চুলের গোছ নিঙড়িয়ে পানি ঝরায়। আসলে সে কী জন্যে এসেছে তাইই ভুলে যায়। হয়তো বদখদ দুঃখ বসে তার জন্যে এখানে। সে-ই টেনে এনেছে। সে পালা হয়তো এখনও শুরুর অপেক্ষায়।

ওষুধ আর ইনজেকশন, এ দুটো শব্দ জপের বীজের মতো তার গলার গোড়ায় নড়েচড়ে। কী দিয়ে এমন দামি জিনিস মেলাবে সে? নিজের শরীরের দিকে চুরি করে চায়। বিকোবার মালপাত্তি সব ঠিকই আছে। চাইকি চাহিদার থেকে কিছু বেশি বা, কিন্তু ওপরের আস্তরণে বড় ইস্পতে ঘিঞ্জি। কিছু সোনা চাপিয়ে এলে হয়তো খোলতাই হয়। হয়তো নজরে পড়ত।

হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢাকে জরিন। তারও পাকস্থলি ব্যথায় কুঁকড়ে ওঠে। সেই ভেদই বটে?

এই অবস্থায় কী করে যেন সেই ষেঁড়েলমার্কা মদ্দা মেয়েলোকটার চোখে আটকে যায় সে। জরিন চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে, খর দৃষ্টিতে সে তাকেই দেখছে। কী যেন বলতে যায় জরিন। শব্দ ঠোঁটে ওঠে না।

মেয়েলোকটা বলল, আইছিস লা? মরিসনেই তাহলি?

জরিন এবার সারা শরীরে ঝাঁকি এনে বলে, মন্ত্রী কোহাবে বু? আমি তেনার ধারে যাব।

মেয়েলোকটা তার হাত টেনে নেয়। ছোট্টো চাপ দিয়ে বলে, মিনিস্টার? আ কপাল! তোর মাথার পরথে উড়ে গ্যালো না?

সত্যি জরিন হুঁশে ছিল না যখন হেলিকপ্টার উড়ে যায় মাথার উপরকার অন্ধকার দিয়ে। হাঁ করে চেয়ে থাকে কালো আকাশে।

BanglaBook.org

ষেঁড়েল হাত ছেড়ে দেয়। বলে, ওদিক খাওন লাগিছে। র এট্টিবারা। নড়বিনে মোটে।

অসহ্য পেটব্যথায় সেখানেই কুঁজো হয়ে বসে পড়তে হয় জরিনকে। ঠান্ডায় দুবলা লাগছিল। জোড়াউরুর মধ্যে বুক চেপে ধরে ফুটখানেকের ওম আদায় করে। এখন মনে হচ্ছে, জানটা এখানেই মউত তামাৎ[১] যাক কেটে। তার ঘর নেই। তার সংসার নেই। তার টান নেই।

বুকের মধ্যে হু হু করে বাতাস বয়ে যায়। গরম ছ্যাঁকা দেয়া লু। কলিজা ও দিলগুর্দা পুড়ে ঝলসে যাচ্ছে। সেখানে শুকনো সরু বোঁটায় কচি বয়েসের কিছু ছড়ার দ্রুত লয়, কিছু আমপারা মুখস্থর ঘাড়দুলুনি, কিন্তু রান্নাপাতি খেলার ছালুন[২] চাখার স্বাদ, কোনো কিশোর সাথির সঙ্গে সারাটা চৈতি দুপুর পাকুড়তলার বাতাসে বসে কাটিয়ে দেবার স্মৃতি ধুঁকে ধুঁকে দুলত। বিদ্যুতের আলো, মাইকের গেরেম্ভারি গলা, ট্রাকভরা দুধ-কাপড়-গমের বোঝা, মানুষের পাত পেড়ে ভোজনের বহর, নিশ্চিত নিশ্চিন্ত আশ্রয়শিবির ইত্যাদির শ্লেষবিদ্রূপ তার নড়বড়ে খুঁটি উপড়ে নেয়। ছাউনি উড়িয়ে দেয়। ভেতরের গোঁটা তল্লাট এখন চটান।

কড় কড় করে বাজ পড়ে। দশহাত দূরের তালগাছের মাথা পুড়িয়ে ন্যাড়া বানায়। এদিকের তালগাছের মাথায় শকুনবাচ্চা ভয়ে কাঁদে। ছিটকে ওঠে জরিন।

বাতাসে যে দম ধরেছে। এর মানে কী?

গোনজোর তাকে কী দেবে? তার নিজেরই হাঁটু অবধি খোল। ঘর দেয়নি। শীতের ক্যাঁথাকানি দেয়নি। পোয়াতির আঁতুড়বাস দেয়নি। আজ এই পরের ছেলে ধরে এনে বাপ বোলাচ্ছে। এরও আয়ু খুয়োনোর পথে। পরের জেওর[৩] এনে বলছে, পর। পরলে তো ফের চৌধুরিদের হাতে পড়বে। ভরসা কী?

পতিধোন গো পতিধোন। কপাল কুটে জায়নামাজের বেতির বুনোট ভুলভুলে বানিয়ে তুলেছে। তার তলা থেকে বদনসিবের পাথর একচুল হঠাতে পারেনি। পা তোলার পর প্রতিটি কদমের তলায় যদ্দুর নজর যায় তিতোবিরক্ত দাগ পড়ে রয়েছে। চৌধুরিবাড়ির পেষণ তাকে তো কম কষেনি!

আনকোরা লোভের রস। জরিনের জিভ ভিজে টস্ টস করে। আর পারে না। মগজ মনে হচ্ছে গলে উঠেছে। ফুঁড়ে বেরুতে পারছে না গরম ঢেউ। তালুর চাড়ায় আটকে গেছে। প্রচণ্ড চাপ কপালে-চোখে-কানের পর্দায় ঠেলা দিচ্ছে। দু'হাতের পাতা দিয়ে আগুনের হলকা ঠেকানোর চেষ্টা করে।

নাটক মিটে গেছে। এখন জের। বাতাসে বাদুড়ের ডানাকাটা শব্দ। শেয়ালে-কুকুরে উচ্ছিষ্ট হাড়হাড়্ডি নিয়ে কামড়াকামড়ি চলছে। হলুদ বাল্‌ব ঘিরে পোকাদের অজস্র বৃত্ত।

---

১. তামাৎ = পর্যন্ত।

২. ছালুন = ব্যঞ্জন, তরকারি।

৩. জেওর = অলংকার, গহনা।

BanglaBook.org

গোঁ গোঁ গর্জনের শব্দ। মালভর্তি ট্রাক স্টার্ট নিচ্ছে। আলো থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে ঢুকে যাচ্ছে।

সেই যে আগুনচোখো শুকনো বুড়ো ইদু মুনশি, যার প্রতি কথার মুদ্রা 'মানেকথা'; শূন্য মঞ্চের কাছে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে চেয়ারগুলোকে, না বক্তৃতার স্ট্যান্ডকে, কাকে জানি ভীষণ শাসাচ্ছে।

ষেঁড়েল মেয়েলোকটা ফিরে আসে। সঙ্গে অবশ্যই সেই ভুঁড়েল। অকারণে হাঁপাচ্ছে। কর্তারা রেহাই দিয়ে বিদায় নিয়েছে তবু হাঁপ যায়নি। হাতে ফাইলও নেই। পেছনে চাপরাশিও নেই। গলার স্বর অপরিষ্কার ঘষঘষে।

ক্যাম্পে নিয়ে উঠোতে পারবি তো?

ষেঁড়েল মোটা গলায় জবাব দেয়, পকাতি হবে। দেহি।

ভুঁড়েল মাল গুরুচরণ। কী তাই না?

ষেঁড়েল (আস্তে) গায়ে গৈরংগ[১] দে হা রে কুওরা[২]! (জোরে) বয়েস নি হইছে!

ভুঁড়েল টাকা-শাড়ি বোথ পাবি। রাত আর ঘণ্টাতিনেক। দেখ পারিস নাকি।

ষেঁড়েল বিটির চেতন নাই। সইতে হবে।

ভুঁড়েল নিয়ে আয় দইবিরানিপোলাও। ধ্যাধধেড়িয়ে উঠে পড়বেখন।

ষেঁড়েল তাই চলেন যাই। লইয়ে আসিগে।

দ্বিতীয় দফায় ষেঁড়েল একা আসে। হাতে পলিথিনের ব্যাগভর্তি খাবারদাবার। অন্য হাতে কলাপাতার তাড়া।

জরিন তখন স্বপ্নে খাচ্ছে। হ্যাঁ, জরিনও স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্নের বিষয় পতিপুত্র। ক্যাম্প থেকে জরিন খালি হাতে ফিরে এসেছে। ইনজেকশন ওষুধ কিছু দেয়নি সাহেবরা। মনের ঝালে চুরি করে এনেছে একহাঁড়ি দই। গোনজোরালি খুব গলা জাঁকিয়ে কাঁদছে। বাপো গ বাপো গ করে বুকে কিল পিটোচ্ছে। সামনে বোবা ছেলেটার লাশ পড়ে আছে।

জরিন গোনজোরালির মাথা বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বুঝ দিচ্ছে, না কান্দেন গ পতিধন। ছোয়াল দেবানি। প্যাট ভরে বীজ নিয়ে আইছি এই দ্যাহেন তয়।

কাপড় তুলে পেট দ্যাখায়। তখন গোনজোরালি বুঝ মানে।

জরিন স্বামীর দাড়িতে দইয়ের হাঁড়ি তুলে ধরে মিশ্র শৃঙ্গারে বলে, নেন খান ক্যানে।

গোনজোরালি ধর্মভীরু গলায় বলে, তয় তুইও খা।

তখন দুজনে একহাঁড়িতে ভাগাভাগি জোড়ে।

ষেঁড়েলের ডাকে স্বপ্ন ভেঙে যায়। তবু ডান হাতের পিঠ দিয়ে সে প্রাণপণে মুখের দই মুছতে থাকে।

নে ছেমড়ি ওঠ। দুটো প্যাটে দে।

---

১. গৈরংগ = উদ্বাহু, গৌরাঙ্গনৃত্যসুলভ পুলক।

২. কুওরা = ন্যাকামো, রংগ।

BanglaBook.org

ষেঁড়েলের ডাকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকায় জরিন। তারপর ভ্যাক করে কেঁদে দেয়।

মদ্দা মেয়েলোকটা এবারে জরিনের সামনে সেই ভিজে মাটিতে বসে পড়ে। ভেতরের কোথাও চোরা নিশ্বাস গোঁত্তা মারে। নিজের হাতে প্যাকেট থেকে খাবারগুলো বের করে আনে। আঁচল দিয়ে কলাপাতা মোছে। একটা একটা করে সাজিয়ে দেয়।

জরিন সেই ডাঁশা গলা পেঁচিয়ে ধরে হুউ-উশ করে চোখের জল ছেড়ে দেয়।

অরে বু গ, আমার পোলাডা নেই বুঝিন। নিকেশ—

ষেঁড়েল নিস্পৃহ গলায় বলে, হইছে কী?

ভেদ গ বু ভেদ। এট্টু নুনের ইংগেশোন পাব না? দেবা না?

পাবিয়ানে। আগ চা'ড্ডে প্যাটে থো। সব দেবানি।

সঙ্গমের সুখে যেমন কুকুর-কুকুরীর আবরুবোধ মাথায় ওঠে, খাবার ও জরিনের সংযোগে তেমনি চামড়ার আড়ালটুকু লুপ্ত হয়ে যায়। পাশবিক গ্রাসের সামনে পর্দার রুচি নিদারুণ বাহুল্য।

সপ সপ শব্দে বাকিব্রহ্ম বিলুপ্ত। ছেলে ফিকে হয়ে যায়। গোনজোরালি মুছে যায়। ঝুপড়ির রাস্তা ডুবে যায়। জরিনের নাকগোঁফথুতনি ঘামে জবজবে। মাতালের মতো বকে, মউততামাৎ খাব! খাতি খাতি মরব! খাব না তয়?

একসময় ফুরিয়ে আসে। কিছু আর পড়ে থাকে না যে চাটবে। কলাপাতা তলা দিয়ে চিরে গেছে হাতের চাপে। ষেঁড়েলের পা থেকে চোখ পর্যন্ত নজর উঠিয়ে শিশুর মতো ফিক করে হেসে দেয় জরিন। ঠোঁট টিপে বলে, একখিলি পান পাতাম যদি।

ষেঁড়েল তার হাত ধরে টেনে তোলে। বলে, চল।

চলো তয়। জরিন তার পেছু নেয়।

রিরি রিরি ঝিঁঝির ডানা ঘষার শব্দও পিছু পিছু চলে।

অয় মাতারি! ভলান্টার হবিনি? যেতে যেতে প্রশ্ন করে ষেঁড়েল।

কোনো সাড়া আসে না। আবার জিগগেস করে, কী ফুট্ কাটিসনে যে? বোবা নাকি?

গুরুপাক খাবার তখন গুরুতর বিপাকে ফেলেছে জরিনকে। অন্ত্রনাড়ি কূপিত। পানশুপুরির কষায় রস ঠেলে দিতে পারলে বমি দামালো যেত। উক করে একটা আওয়াজ বেরোয় গলা দিয়ে।

স্কুলঘর ছিল এদিকটায়। প্রথম ঝড়েই উড়ে গেছে। পরে আবার রিলিফের টিন দিয়ে ছাপড়া বাঁধা হয়েছে। দুই কামরার ইঁটের গাঁথুনিটুকু টিকে গেছে। এখানে এখন একটা বিদেশি স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার কর্মীরা থাকছে।

এলাকাটা ঘুরে ওরা উত্তরে বাঁশবনের দিকে চলে এল। কে বলবে এর সাতহাত ওপাশে বিদ্যুতের আলো জ্বলছে। এ অন্ধকার হাজার হাতের ছাতাপুরু ছালপুরু। কিছু দেখা যায় না। বুনো শার্কেলের[১] ভুরভুরে গন্ধে নাক বুজে আসতে চায়। মাথার উপর ঝাড়ে

১. শার্কেল = বুনো জন্তু।

BanglaBook.org

ঝাড়ে ধাওয়াধাওয়ি করছে। কামড়াকামড়ি আর খ্যাখ্যাক হাসির বিজাতীয় শব্দ। একটা নর অন্যটা নারী। জরিন জানে।

ষেঁড়েলের খালি কাঁধে গরম জল এসে ছিটকে পড়ল।

হেঃ! শা'রেলে[১] মোতলো। যতো ছাতার জ্বালা।

খিস্তি চালাতে চালাতে জরিনের হাত ধরে কাছে টেনে আনে ষেঁড়েল। শার্কেলের পেচ্ছাবে বড়ো গাঢ় মিষ্টি বাস। জরিনের নাকের তলা জ্বালা করে।

পেছনে হাতের বেড় দিয়ে ষেঁড়েল তার ওপরের আদ্ধেকটা জড়িয়ে ধরে। ফোঁস ফোঁস করে বলে, অয় ছাইকপালি, কতা কোসনে ক্যান? ভলান্টার হবি? কী, হবি? ক!

জীবিত মানুষের ছোঁয়া এত ঠান্ডা! আর তার নিশ্বাস এত গরম!

সাঁড়াশির মতো হাতের প্যাঁচে জরিনের পিঠের মাংস উথলে ওঠে। কলাগাছের মাঝের পাতার মতো কাঁপতে থাকে হঠাৎ। সে টের পায়, তার ওপর মিশে থাকা মুগুরের মতো শক্ত দেহটায়ও দুরদুর কাঁপন ধরেছে। নিশ্বাসের হলকায় চোখ পুড়ে যাচ্ছে।

দোব্যালা ভাত পাবি। গাদাইলিশ ভাজা খাবি। কাপুড় পাবি। মাদ্‌বরি মারবি। কী, করবি ভলেন্টারি? ক ক মুখ ফুটে ক—

কী পেষণ! জরিনকে গুঁড়ো করে ফেলছে। কৎ কৎ করে কেঁদে ওঠে, পাও ধরি বু ছাইড়ে দ্যাও। মরে গ্যালাম গ!

ক। ক তুই থাকবি? রানি বানাব দেহিস।

খুব পাতলা ফিসফিসে বৃষ্টি। শোঁষ ধরা বাতাস। বাঁশডগার ফোঁসানি। নিরেট অন্ধকার। এর মধ্যে দুটো দেহ মিশে একপেয়ে হয়ে দাঁড়িয়ে। পেছনের ঢালু পগারে থিকথিকে জল তাদের ছায়া ধরে রেখেছে। জল মালুম হয় না। আকাশ মেঘে লেপা। বাঁশপাতা-পচা পাঁকের মধ্যে পচ পচ করে পা ডুবে যায়।

দু'মিনিট। আড়াই মিনিট। তিন মিনিট। একটা চরম ঝাঁকুনি দিয়ে সাঁড়াশি তার কামড় খুলে নেয়।

## বারো

ভেজা গমের গুমো গন্ধে ঘরের ভেতরের বাতাস নড়তে পারছে না। বাইরে বেরুবে সাধ্য কী! তার মধ্যে অমানুষিক স্নায়ু ও ধী নিয়ে কয়েকটা মানুষ বসে বসে হিসেব ফাইন্যাল করতে ব্যস্ত। বাইরের দুনিয়া ঝড়ে উড়ে যাক, বানে ডুবে যাক, এই মুহূর্তে তাদের ধ্যানজ্ঞান শুধু খাতায় আঁকানো কতকগুলো সংখ্যা আর অঙ্ক। লক্ষ লক্ষ টাকার রিলিফের মাল এখন সংখ্যায় সংক্ষিপ্ত হয়ে কিলবিল করছে।

এ ঘরও জিনিসপত্তরে ঠাসা। খাটের তলায় কয়েকবান[২] টিন। দুইকোণায় গমের বস্তা গাদা মারা। মাঝখানে টেবিল চেয়ার তক্তপোশ আলমারি। দাঁতেদাঁত সাঁটা অবস্থা। শুধু মেলাখোলা দশা ওই কাঠের আলমারির দরোজার পাল্লা হাট করা। ভেতরের পাঁচ তাকের

১. শা'রেল = শার্কেলের গ্রাম্য উচ্চারণ।

২. বান = ঢেউটিনের ওজনের মাপ।

BanglaBook.org

দেড় তাক খালি বটে। বাকি তাকগুলো দরকারি খাতাপত্তরে ঠাসা, নীচের তাকে অর্ধেকখানি জুড়ে শুধু টাকা। দশ-পঞ্চাশ-একশো টাকার নোটের তাড়া সুতো-বাঁধা। পাশে কাঁচাটাকার তোড়া। কত কত যে তার হিসেব বা হদিশ ঘরের কারও হয়তো সঠিক জানা নেই।

খাটের নীচে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে কয়েকজোড়া কাদামাখা রাবার স্যু। সেদিকে ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে আছে রিলিফঅফিসার। ভুঁড়িটি নিজস্ব ভারে নেমে এসেছে। চোখের কোলের মাংসপুঁটলিরও সেই অধোদশা। আসলে সে ভারী ক্লান্ত এখন। সারা দিনরাতের ভূতের খাটনি, মন্ত্রীর সঙ্গদোষে মানসিক পেরেসানি, ওভংকরের হিসেবে ক'হাজার মুদ্রা ডানে পড়ে সেটা না জানা পর্যন্ত উৎকণ্ঠা, কালকের মালটাকে ষেঁড়েল ঠিকঠাক গেঁথে তুলতে পারল কি না সেই দুশ্চিন্তা, আর, অমোঘ ঘুম মগজের গোড়ায় এসে ল্যাজ বুলিয়ে যাচ্ছে তার তাড়না। ভোঁস করে শ্বাস ছেড়ে দেয়। ভুঁড়েলের ভারে চেয়ার মচ মচ করে ওঠে।

মনটা বিশেষ কারণে ব্যাজার। মিনিস্টারের সেক্রেটারি বয়েসে বুঝি বা তার পুত্রবৎ। সে তাকে এই বয়সে আজ ধমক দিলে। মিনিস্টার দিলে তবু সে এক কথা, জিন্দেগি ভর ইয়াদ করার মতো পুঁজি হত। কেবলই সে মিনিস্টারকে বুঝিয়ে বলতে গেছে, ইওর অনার সার, দিস ইজ দি হাইয়েস্ট ফ্লাড সো ফার মাই মেমোরি গোজ। সার, ব্রিটিশ পিরিয়ডে...

এ্যাও-প্! গর্জন শুনে তাকিয়ে দেখে, উরিব্বাপ্স, ক্লিনশেভ্ড ক্রিমকালার্ড মুখের পর দুটো চোখে আগুনের ভাঁটা। ইনি সেক্রেটারি বটেন। পাক আমলের সি.এস.পি.।

একটা সিগারেট ধরায় ভুঁড়েল। আর এগারো বছর এখনও রিটায়ার করতে।

ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, স্কুলের সেক্রেটারি, যুবদলপতি এরা সব কেবল বিদেয় হয়ে গেছে। আজ হিসেবে সত্যিকার বাম্পার ক্যাশ। এবারকার বন্যার কামাইতে আগে মেয়ে পার করা তারপর অন্য যা যদ্দুর পারা যায়। পাড়ার যুবকর্মীদের সঙ্গে ষড় করে এই বড়োমেয়েটি তাকে যারপরনাই ভোগা দিয়ে চলেছে।

বৃষ্টি ধরে এসেছে। সিগারেটের আগুন আঙুলের ডগার কাছে।

দোরগোড়ায় সপ সপ খস খস। ভেতরে ছায়া পড়ে।

কে কালোন নাকি? এসো।

মদ্দামার্কা ষেঁড়েল মেয়েলোকটা ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকে। সারা গা ভিজে। আলোর মুখে তার গঠনের বিকট বিশালতা প্রকট হয়ে ওঠে। কালোন নাম এরই বটে।

তবু ভুঁড়েলের রুচির ব্যাপার আছে। বাসিমাংসে প্রবৃত্তি মরে আসে। রোজ রাতে তার নতুন ব্যবস্থা। ভাঙা গলায় প্রশ্ন করে, একা! মাল কই?

কালোন ফিরে দরোজার বাইরে যায়। তার তম্বি কানে আসে, হারে মেকি মাগি! সাঁধ ভিতরে। যা যা দরকার চালিই পাবি। দ্যাখ্ চাইয়ে।

যাকে সে হিড় হিড় করে টেনে এনে ভুঁড়েলের চোখের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়, সে কাঁপছে। গমের গুমো গন্ধ তার নাক ঠেসে ধরেছে। বোতলের দম আটকে দিলেই ঝাঁকুনি

BanglaBook.org

বাড়ে। তার উপর পথের যন্ত্রণা। এইটুকু পথ পাড়ি দিয়ে আসতে তার পরমায়ু খরচ হয়ে গেছে।

টেবিলের উপর কালো তালা আর তার ফুটোয় দাঁড়িয়ে থাকা লোহার চাবি। নিজের আটকে যাওয়া কিসমতের কথা ভাবতে ভাবতে জরিন ধীরেসুস্থে মনের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয়।

একটি পলকে ভ্যাপসা ঘরখানা গুমট বাতাস ও গোমড়া মন নিয়ে ঝকমক করে উঠল। ভুঁড়েলের পেটের সিধেসিধি রগ ফুলে টনটন।

কী বলছে? যেঁড়েলকে জিগগেস করে।

কালোন জরিনকে হাঁটুর হালকা গুঁতো দিয়ে বলে, আপনের ঠেই ইংগেকশোন হবে? ইংগেকশোন? ওর দরকার। হাসি ভাঙতে গিয়েও ধরে রাখে আঁচলে।

ওঃ। ইনজেকশন? চিন্তা কী? এখুনি দিয়ে দিচ্ছি।

ডানচোখের কোনায় কোয়ার্টারকাট কটাক্ষ মেরে পাকধরা ডানগোঁফে রোয়াব খেলিয়ে পঁয়তাল্লিশের রিলিফঅফিসার পঁচিশের দিলদার হবার চেষ্টা করে।

জরিন ফিরে তাকায়। ভুঁড়েলের কপালসোজা চকচকে টাক। উলটো কাঁসার বাটির মতো। সেখানে আলো জ্বলছে। তার ওধারে কালোনের থাকার কথা। নেই। হাওয়াবিবি হয়ে গেছে কোন্ ফাঁকে।

কান পেতে নদীর ডাক শোনার চেষ্টা করে জরিন। তার জীবনতোয়া নদী। হায় রে! এখান থেকে কিছুই শোনা যায় না। কদ্দূর অবধি এগিয়ে এসেছে বোঝা যাবে না। শুধু ঝোড়ো বাদুলে বাতাস দমকে দমকে ঢুকে পড়ছে খোলা দরোজা দিয়ে।

ভুঁড়েল উঠে গিয়ে খিল এঁটে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে পচা গম, পচা দুধ আর মানুষের পচা পুঁজ ভরা কামাংগের মলগন্ধ ফাঁপতে ফাঁপতে মেঝে-দেয়াল-ছাদ সব সেঁটে ধরে। হিস হিস শব্দে হামা দিতে দিতে কালো ভুঁড়েল এগিয়ে আসে।

গালের কষ ফেটে কিছু আগড়বাগড় সম্ভাষণ ছিটকে বেরোয়, ভলান্টিয়ার হবি না? কী হবি তো?

সকসকে নোলা থেকে খোনা খোনা কথা ঝরছে, কী রাজি তাই না? ফার্স্ট রেফ্যুজি লেখাবি। নেক্সট ভলান্টিয়ার। খাতাপত্তর? ও সব আমারি হাতে।

সরে চৌকির দিকে যায় জরিন। সে তো ফিরে যেতে আসেনি। দেয়া-নেয়ার মজা কালই বুঝে গেছে। তার মতো নেইকপালিরও কিছু দেবার আছে বটে। তার বদলায় কাল না-দাবিতে যা পেয়েছে, আজ চেয়ে তার তিনগুণ আদায় করে নিয়ে যাবে। আস্তে আস্তে শরীরের কাঁপন থামাবার চেষ্টা করে।

লোকটা হাতের আগে ভুঁড়ি দিয়ে নাগাল পায় শিকারের। ভুঁড়ি দিয়েই তার উপর অধিকার কায়েম করে।

তলা থেকে চিঁচি আওয়াজ বেরোয়, ছাবালের ভেদ গ সার! ইংগেশোন দিতি হবানে। মোটে বাঁচে না সার!

BanglaBook.org

ভুঁড়েল ক্যানকেনে গলায় হামলাতে থাকে, ইনজেকশন? দিচ্ছি,এ্যা—এঃ—এই এই সব জান্তব অভিচারক্রিয়ার কালে মানবশব্দ প্রায়শ ন্যূন ও নিরর্থক এট্রুফোট ওষুদ যদি—

হুঁহ্ এই নেঃ!

আর ইংগেশন?

এই দেলাম!

ওরে মা রে!

রাখ!

হা রে ছাবাল!

দিলাম ছেলেঃ!

কী কালরোগ গ!

আরও তো ভোগ!

সব গ্যালো গ!

কোথায় যাবি? থাক। খাতায় তুলে নেব।

রমণমত্ত শার্কেলশার্কেলি। তাদের যে খ্যাঁকখ্যাকানি তারও বাচ্যার্থ আছে বটে।

সমস্ত করুণা ও হিংসা আমকাঠের সস্তা চৌকি বুক পেতে গ্রহণ ও সহ্য করে!

জরিন মানে এখন শুধু একটা নিছক দেহ। ষাটওয়াট বাল্বের মুখের উপর এখুনি ফেটে চুরমার হয়ে যাবে। মন নামে পোকার মতো হাত-পা-ডানা নাড়ানো কিছু একটা ছিল বুঝি এই মাংসের মধ্যে? সে জিনিস আসার পথে সেই এঁদো বাঁশতলায় পচা পাঁকের তলায় পুঁতে রেখে এসেছে। এখন এই অনুভূতির জেরটুকু শুধু। ভূতুমপ্যাঁচাতে ভামেতে ভোদবেড়ালেতেও আছে। এও থ্যাঁতা হতে হতে মরে যাবার পথে। যদি এই অসমধর্ষণ চলতেই থাকে, তাহলে মাংস কেন, মেদমজ্জামন সবই চুন চুন গলে যাবে।

আবার স্বপ্নে পায় জরিনকে।

তার স্তনজোড়া কাঁচা দুধে ফুলে বিশাল ভারি। ব্যথায় টাটান দিচ্ছে। বুকের উপর বোবা ছেলেটা উবুড় হয়ে শুয়ে আছে। তার মুখের মধ্যে বারবার বোঁটা ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু সে মুখ সে দেহ সবই পাথরের। ভেতরে থুথু নেই রস নেই শ্বাস নেই। ঠান্ডা কঠিন পাথর বেয়ে গরম দুধ গড়িয়ে পড়ে। আর জরিনের বুকের দম বন্ধ হয়ে আসে পাথরের ভারে। বাতাস! বাতাস তুমি কোথায়?

গোঁজানো নদী শোঁসানো বাতাস মাতলা মেঘ, শুধু এইই দেখতে পায় জরিন। সে ফসচোখের দেখা। ভেতরে আসে না। মণির পর্দায় দোলে!

মনের মরা অত সোজা নয়। চৌকির কাঠে মাথা ঠোকার ঠকাঠক শব্দ। সেই শব্দে মরাচেতন দাড়স হয়। অন্ধকার থেকে একটু একটু করে জেগে ওঠে।

রাতের শেষ হয়। কিন্তু এই সুরতপর্ব এ বুঝি অশেষ। ভুঁদুড়ে মোষ গায়ের উপর চেপে শুয়ে আছে তো আছে। নামার লক্ষণ নেই। মাঝে মাঝে কোপাকুপি চালাচ্ছে। আবার ফুউস

BanglaBook.org

করে ফাঁপটুকু বের করে দিয়ে বোয়ালের লাশের মতো পড়ে থাকছে। জরিনের গায়ে দাস্তের গন্ধ বমির গন্ধ। লোকটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, ছোঁঃ! কী গন্ধ! এই কথা কটি বলার সময় তারও পায়োরিয়ায় পাকা গাম অন্য ধরনের গাঢ় দুর্গন্ধ ছাড়ছে। জরিনের চল্লিশপাক নাড়ি ছেড়ে যাবার দশা।

ছাবালডা মনে কয় নেই আর। দেন যা দেবেন দেন। জরিনের এ কথায় গলা দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ তোলে লোকটা।

জরিন আবার বলে, নুনের ইংগেশোন দেবেন কলেন। কই দেন।

এবারে আওয়াজ আসে থলথলে মাংসের ছিদ্র দিয়ে, মেরে জান, ওষুধ দিলে তো চলেই যাবে। মাগার এ্যায়সা তোফা মাল তো যানেকি লিয়ে নেহি। তুমি থাকবে আমার কাছে।

আঁতকে ওঠে জরিন। কী মতলুবে লোক এটা! বলে কী!

না না আপনে নামেনদিনি। ছাওডা মরলি এ্যাতে কী জুড়োবে আমার?

আরও কষে শোয় ভুঁড়েল। জরিন ঝাড়া দেয়। কষণ আরও শক্ত হয়।

এ আঁট খোলার উপায় কী? অস্ফুট আর্তনাদ করে জরিন, ছাড়েন। ছাইড়ে দেন আপনার আল্লার কিরে!

এই নামের উল্লেখে লজ্জা পায় লোকটা। ফিশ ফিশ শব্দে বলে, আরেধ্‌ুস! এ্যার মধ্যে আবার ওঁয়ারে টানা ক্যানো? হবি ভলান্টিয়ার। থাগবি আরামে। গেলে তো গ্যালোই ফুরিয়ে।

জরিন টের পায়, এই শেষরাতে ভামটা নতুন করে তার নাক চাটা শুরু করল। তলা থেকে দাপাতে থাকে জরিন, আপনের পাওদুখান ধরি যাতি দেন! কাল আবার আসবয়ানি দ্যাখপেন।

তুই আমার ভলান্টিয়ার। কী তাই না? তোকে খাতায় পার্মানেন্ট করে নেব।

আচ্ছা নেন য্যানো। এ্যাহন নামেন এট্টু। ম'লাম দোম আটকে!

সাংঘাতিক ক্ষমতার পুরুষ বটে। শুয়েই আছে। ঢাউস ভুঁড়ির ওজন পুরোটুকু জরিনের উপর নামিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। হঠাৎ হঠাৎ ঘোড়ার মতো খেপে উঠে কাজ সেরে নেয়। তারপর আবার ওজন ঢিলে করে মেছোকুমিরের মতো মটকা দিয়ে পড়ে থাকে। পুরুষ কম চটকায়নি সে। কিন্তু বাপের জন্মে এমন গেরোর কলে পড়তে হয়নি। এ শালা পুবের বেলা চেতন না করে উঠবে না।

গোনজোরালি কী করছে জেগে উঠে? যা রাগি মানুষ! ছেলেটা কি এখনও বমি করেই চলেছে?

জরিনের মেজাজটুকু চুকা হয়ে যায়। ডাইনির মতো দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে। আর বাইরের বাতাস হঠাৎ ভীষণ মস্ত হয়ে ওঠে। মচ মচ করে দরোজা কাঁপতে থাকে। ঝটকার চোটে খিল ছিটকে যায়। বাইরের বাতাস হুড় হুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। জরিন তাকিয়ে দেখে সব হাওদা খোলা। চৌকির কাগজপত্র দুজোড়া পায়ের লাথালাথিতে মাটি নিয়েছে।

BanglaBook.org

আলমারির তাকে টাকার ঘোঁট। ধরাছোঁয়া থেকে আলাদা নিশ্চিন্তি নিয়ে শুয়ে। টেবিলের এ কোনায় পোড়া সিগারেট খোলা দেশলাই। ও কোনায় খোলা তালা। আর এর মধ্যে শুনতে পায়, তার শরীরের উপর কড়ি-মা পর্দায় নাকডাকার আওয়াজ হচ্ছে, গ্যাগো গ্যাগো...

একমুহূর্তে বদরক্ত উঠে আসে দুচোখে। ভুঁড়েলের মাংসের তলা থেকে পিছ্‌লে বেরিয়ে আসে। এসে উঠেই নিঃশব্দ চিৎকারে ফেটে পড়ে, উরে চদ্‌রির বেটা চদ্‌রি! আয় তোরে জন্মের তরে পরখাওনের হাউশ মিটেইয়ে দি!

রমণরণ অন্তে এখন অবশঘুম। নিরীহ্‌ তেলকোমার[১] মতো দিব্যি নেতিয়ে রয়েছে রিলিফঅফিসার। কে তাকে জাগায়?

জরিনের আক্রোশ ও দেশলাইয়ের বারুদ। দু'য়ের ঘষাঘষির পরিণামে ঘর আর ঘর নয় জতুগৃহ হয়ে ওঠে। প্রথমে দড়িতে ঝোলানো গামছালুঙ্গি। তারপর কাগজপত্র। ধরতে ধরতে টাকার কাগজেও আগুন ধরে যায়। বাতাসের শ্বাসে ছোটো আগুন নিভে যায় প্রথমটায়; না নিভলে বড়ো আগুন হয়ে ওঠে দেখতে দেখতে। সে আগুনে ঘরের ফাঁকা শূন্যতা ভরে যায়। শেষে শরীরের কাঠামো জ্বলে ওঠে। শুধু বাকি থাকে তালাচাবি। জরিন সেই চাবিসুদ্ধ তালা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে বাইরে। একনিশ্বাসে দরোজায় শিকল তুলে তালা লটকে দেয়। তারপর উন্মাদ বনবিড়ালির বেগে নিজেকে ছুঁড়ে মারে অন্ধকারে। পেছনে জানফাটানো আর্তনাদ। শাঁই শাঁই ঝোড়ো হাওয়া।

খ্যাপা মানুষের দৌড়োদৌড়িতে ইলেকট্রিক তারফার ছিঁড়ে সারা শরণার্থী এলাকা কালোকুষ্টি অন্ধকার।

## তেরো

সমস্ত শরণার্থী শিবিরে নরকের অন্ধকার। শুধু এক জায়গায় ঘরজোড়া দোজখের আগুন। আগুনের ঝড়ের উপর ছড়াৎ ছড়াৎ পানি ঢালার শব্দ। নারীপুরুষের আতঙ্কিত চ্যাচামেচি। পায়ের তলায় দইয়ের হাঁড়ি পড়ে ফটাফট ফেটে চাড়ার টুকরো হয়ে যাচ্ছে। টর্চে টর্চে চ্যাঁড়াকাটা খেলা। সবাই ভাবছে ডাকাত পড়েছে। নয়তো ঝুপড়ির উপোসি বানভাসি পরিবারগুলো লুটতরাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ভয়টা ছাতার মতো ছড়িয়ে যায়। ডাঙায় বিস্রস্তমত্ত কোলাব্যাঙগুলো টপাটপ ডোবায় পড়ে ডিগবাজি খেয়ে।

মানুষের ভয়ের ভাষা তাও অসম্পূর্ণ, ন্যূন ও প্রতীকী

শ্যাষ! এক্কেরে শ্যা-ষ। শালা ভুঁড়েল পুড়ে দাড়া দিছে।

গজব! গজাব!

কী, বাঘে ধরল তয়?

আছে না গেছে?

ওরে বাবারে। ওরে —

১. তেলকোমা = শুশুকজাতীয় চর্বিসর্বস্ব থলথলে জীব।

BanglaBook.org

ধম্‌মে সয় না। দ্যাখছোনি ফাঁদ!

যাব কোন্ দিকে? কী, গাঙে পড়ি?

যার যার সারা সার! দে দৌড়।

গেইছে তয়, খতম।

বাতাসপেঁজা অন্ধকার আর ঘুষঘুষে বৃষ্টি। জরিন এই ক্যামোফ্লেজে এখন ধূমাবতী মাতঙ্গি। বিলেইআঁচড়ার কাঁটায় জরাধরা কাপড়খানা ছিনিয়ে রেখেছে। হঠাৎ উদোম পেয়ে বাদুলে ঠান্ডা শরীরের সব চেয়ে বেশি মাংস নিতম্বে খিঁচকামড় বসাচ্ছে। রোঁয়া কাঁটা দিচ্ছে ঘন ঘন।

পুলিশের বাঁশি শোনা যায়। ধানকাইজার[১] শেষ দিকে যেমনটা শোনা যেত! একেবারে কানের কাছে। জরিন হড় হড় করে পগারে নেমে যায়। হাবড়পাঁকে হাঁটু গাঁথা। জল বগল ছোঁয়। টর্চের আলো এ্যাদ্দূর পৌঁছুতে পৌঁছুতে ভোঁতা।

জরিন মুখটুকু ভাসিয়ে রাখে। কানের ভেতর ঠান্ডা বাতাসের শিস। লতির তুলতুলে মাংস আরও খানিক হিম পেলে জমে যাবে। হাত দিয়ে কান চাপা দিলে কিছু ভাঙা সংলাপ ছাড়া ছাড়া ঢুকে পড়ে গোঁ গোঁ আবহ বানায়। যেমন

শালি য্যান তুক জানে। ভস্ম হয়ে গ্যালো?

আছে চাপটি মেরে! যা আঁধার!

আমিই গায়েব!

গমের সাহেবকে পোড়ালি তুই আঁ? গম কারচুপির দলিলদস্তাবেজ পোড়ালি? ফান্ডের ক্যাশমানি সব পোড়ালি?

শালি বড়ো জব্‌বোর ছিল হে! এই রাতকালে পেলে—

ধেস্! কাদা না গোবর? আন্দাজে হাতড়ানো।

রাত কাবার। চলো ক্যাম্পে ফিরি। কড়া ঘুম দেয়া যাক।

আরেকটু নামতে নামতে জরিন উ-ক করে শব্দ করে।

পায়ের আঙুল যেন তিনটেতেই পোঁচ লাগল। জলের তলায় ঠাহর হয় না শামুককুচি না ভাঙাটিন।

পা বুলিয়ে বুলিয়ে এবারে টের পায়, সব রিলিফের টিন। মওকামতো গাপ করেছে কর্তারা। ফাঁক পেলে তুলে চালান দেবে।

শালার খাটাশের দল! একারা বড়োলোক হবা? জরিন মনে মনে বকে।

হঠাৎ খেয়াল হয়, পুবদিক সলক সলক। বৃষ্টির ধোঁয়াটে শলাগুলো মালুম হচ্ছে। আর ওদিকে জট পাকানো হাঁকডাক।

আলোই শত্রুর চোখ খুঁজে বের করে। আর নিবসনা নারীর শরীর গতি হারিয়ে মূর্তি বনে।

---

১. ধানকাইজার = ধান কাটা নিয়ে কাইজা বা দাঙ্গা।

BanglaBook.org

ভয়ে ডোবা থেকে উঠে পড়ে জরিন। আন্দাজে চোখ ঘুরিয়ে নিজের ডেরার দিশা বের করে নেয়। তারপর ছ্যাঁচা দৌড়।

বাইরে তখন আবার পালাবদল হচ্ছে। ফিচেল বৃষ্টি উড়ে সরে গেছে উত্তরে। মেঘ আবার থম ধরেছে। সূর্যের উপায় নেই ঠেলে বেরুবার। কারণ জরিনের শরীরে সুতোর আঁশটুকু নেই। বড়ো দুবলা নাঙা অবলা!

বাতাসের রাগ বাড়ছে ক্রমাগত। এ ভারী অনাদিনের লক্ষণ।

ঘরপোড়ানো আগুন এখান থেকে নজরে আসে না।

এখনও পুরো অন্ধকার। ঘোর কাটার যথেষ্ট দেরি। ডুকরে ডুকরে কে কাঁদে এমন অফলা মলমুহূর্তে[১]? চেরা ফাটা থ্যাঁতা।

কণ্ঠ একটি নয়। একদঙ্গল। এগুলোকে কান্না বললে সংজ্ঞার অপলাপ হয়। উপর্যুপরি উপোস আর ক্রমাগত ঝুঁটি নাড়ানো আঘাত। শোকের শক্তি নেই দানা বাঁধার। ছেঁড়া ছেঁড়া লয়ের ফাঁপ গলে কে কখন সম ছোঁয়, ঠিক নেই। এলোমেলো অবোধ কান্নায় বিষ আর শাপমণ্যি। লক্ষ্য সনাতন সামন্ত পীড়কেরা। একপেশে অদৃষ্ট। শয়তানি নদী। খুরউঁচু ঝড়। বদমাইশ রাত। আর যত নাটের গুরু অমানুষ অদৃষ্ট। যারা যারা জীবনকে দগ্ধে দগ্ধে মারার বিকারে ভোগে।

একটু কান খাড়া করলে স্বরগুলো আলাদা আলাদা করে ধরা যায়

ছবরোদ্দির বউ নদীর কাছে খসম ফেরত চাচ্ছে।

নকি-ছেকেল দু'ছেলের মা কপাল কুটছে ছেলেদের অপূরণ দাবিগুলো মনে করে।

আর বা'নেনি পৃথিবীর মানুষের হাত-পা ধরছে সেই শেয়ালটাকে ধরে দেবার জন্যে যে তার বুকের গ্যাদা বাচ্চার মুণ্ডু চিবিয়ে খেয়েছে।

তারা টের পায় না পেছন থেকে মহানদী খাবল বসাতে বসাতে এগিয়ে আসছে : খাব খাব খাব!

মানুষের এখন মার খাওয়ার কথা। পিঠ পেতে মার খায়। প্রকৃতির মার আর মানুষের মার। এই ভাবে এই পালা খতম হবে। পালটা মার দেবার সময় আসবে তার পর। তখন পিঠ ঘুরিয়ে বুক দিয়ে দাঁড়ানো লাগবে ঠিক।

একদমে ছুটে এসে খাম হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে জরিন। পা জ্বলে যাচ্ছে। কোথায় কত জায়গায় কেটেছিঁড়ে জখম হয়ে আছে খেয়াল নেই। বড়ো আশ্রয় গোনজোরালি, সে ঘুমে বেহুঁশ। তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁই হাঁই করে হাঁপাচ্ছে। ডাকবে কিন্তু মায়া লাগছে।

একফালি ন্যাতা দরকার। কোমরের নীচে বেদম স্বাস্থ্য। রাত ঢেকে রেখেছিল। দিন খুলে মেলে দিচ্ছে। হাত দিয়ে বুক হয়তো বা বেড় দেয়া যায়। কিন্তু নীচের এত চওড়া জমি, চিতেন চটান, এ কীসে মানায়?

জরিনের ভাগে ন্যাতাকানি কিছু বাকি রাখেনি এরা দুজন। ছেলেটা পড়ে আছে চটমোড়া। তার তলায় ঝুড়িক্যাঁথা। গোনজোরালি লুঙ্গি খুলে গলা অবদি ঢেকে নিয়েছে। গামছা বেখোঁজ। পাল্লা দিয়ে ঘুমুচ্ছে দুজনে।

---

১. মলমুহূর্তে = অশুভক্ষণে।

BanglaBook.org

জরিন মাথা নীচু করে ছাউনির তলায় ঢোকে। নাড়া লেগে ঝপ করে কচুপাতার কানা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বমি আর পায়খানা আর পচা খড় জমে এখানকার মাটিতে গাদ বসেছে। ছড়ানো ছিটোনো হলুদ ভিজে গম। সোনার দানার মতো লাগছে।

গোনজোরালির একটা হাত ছেলেটার বুকের উপর। অন্য হাতে মেটে হাঁড়ির গলা পেঁচিয়ে ধরা। বুকে আটকানো শ্লেষ্মার ঘড়ড় ঘড়ড় জানিয়ে দিচ্ছে, ওটা মরা নয় জ্যান্ত।

জরিন আরও উবু হয়ে দেখে, গোনজোরালির বাঁ চোখ প্রায় খোলা। দিন হলে হিঙুলে বর্ণ ঠিক ভয় ধরাত। জরিন জানে লোকটার এই ভাবেই ঘুমনো অভ্যেস। চোখ না বুজিয়ে নাক ডাকাতে পারে।

ক্যাম্পের গোলমাল এতক্ষণে এখান থেকে কানে আসে। বেশ চড়তে শুরু করেছে।

উ রে মা গঃ! জান যায়!

জরিনের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গোনজোরালির চটকা ছুটে যায়। পাকানো চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। সামনে কে? চিনেও চিনতে পারে না। ভীষণ ঘোর লাগে। এই মূর্তি নগ্নিকা বগলা ছিন্নমস্তা। এ কি তার? এ কার নারী?

গোনজোরালি এই বিভীষিকার সামনে কুঁকড়ে যায়। দুহাত উঁচিয়ে ঠেকানোর মুদ্রা তোলে। অবচেতনে চ্যাঁচায়, কে-কেডা? তুই জরি?

থুথুর কুলি ফেলতে গিয়ে বমি করে দেয় জরিন।

জরি রে! গোনজোরালি উঠে বসে। কাঁপ সামলাতে পারে না কিছুতে। কাশির বাড় দারুণ বেড়ে যায়।

আ গ পতি গ! মান নি গেইছে হায় লুট! জানডুক বাঁচান। জরিন জড়িয়ে ধরে স্বামীকে। হিস্টিরিয়ায় কাঁপছে তার শরীর।

লুঙ্গিতে গিঁট এঁটে নেয় গোনজোরালি।

বুকে থাবড় মেরে চ্যাঁচায়, ক'বি তো! ক' কারে ঠাপাব?

জরিন দাঁত কিড়মিড় করে শুধু বলে, ওষুদ দেবে দেলো না। ইঞ্জেশোন দেবে দেলো না। হারামির জাত নাঙচোর সায়েব কালাইছে। দিছি দনিয়া জ্বালায়ে! আরে আমার বাজানডা রে—

হঠাৎ থেমে যায়। সাহস হারিয়ে চেয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। কাপড়ে মোড়ানো ছেলেটা সামনেই শুয়ে আছে। ওটা কি মরা? ভয় লাগে উত্তর শুনতে।

ক্যাম্পের গোলমাল এবার সড়কের উপর ফেটে পড়ে। কামানের গোলার মতো আলো এসে ঝলসে দেয়।

গোনজোরালির চোখমুখ সুঁচলো হয়ে যায়। হাতেপায়ে ভীমবল নিয়ে লাফিয়ে ওঠে। জরিনের হাতে হাঁড়ি ধরিয়ে দিয়ে বলে, নে ধর। জেম্মা।

এ মূর্তি কদাচ ক্বচিৎ দেখতে হয়। ডর লাগে জরিনের।

কী? করবেনডা কী? আইসে তো পড়িছে অরা!

গোনজোরালির বাঁ কাঁধে বাচ্চা ছেলেটা। ডান হাতে দা। জরিনের দিকে ফিরে বলে, ল দোড়োই।

BanglaBook.org

জরিন নড়ে না। বাঁ হাতের পাতায় উরুমূল ঢেকে নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

এবার সস্মিত আসে গোনজোরালির। ছেলেটার গা থেকে ভেজা চট খসিয়ে নেয়। জরিনের দিকে ছুঁড়ে মেরে হুকুম দেয়, নে জড়া। তড়াতড় জড়া। শালারা আসলো বলে।

সড়কের প্রথম দিকের ঝুপড়ি থেকে কান্নাকাটি চ্যাঁচামেচি ভেসে আসে। ঠিক তার পর পর রাইফেলের ফায়ারিং। সমস্ত আকাশ গুম গুম শব্দে ডেকে ওঠে।

সেই ভৌতিক শব্দ মেলাতে না মেলাতে তীক্ষ্ণ টানা ধ্বনিতে আজানের ডাক ওঠে। আর তার ভয়াবহ প্রতিধ্বনি বাতাসের দাপে থর থর করে কাঁপতে থাকে। তখন সরু সরু প্যাঁচে এগিয়ে আসে খ্যাপা কুকুরের টানা বিজাতীয় ডাক। অসহ্য অদৃশ্য অশরীরী।

সড়ক এড়িয়ে ওরা নদীর কান্দির[১] দিকে চলে আসে। সেখানে ফাঁকা জায়গা। ঝড়ে কাৎ করা গাছগর্দান। ডালে বাধানো কাপড়ের টুকরো আজও উড়ছে। তার মানুষটা ভেতর গলে বেরিয়ে জলে ভেসে গেছে কবে জানি।

শেকড়ের ফাঁকফোকর দিয়ে কুঁজো হয়ে হাতড়ে হাতড়ে দুটি প্রাণী ছুটছে। দাড়ি উড়ে নাকচোখ ঢেকে দিচ্ছে গোনজোরালির। ছেলেটাকে এখন বুকের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে। এই হাতে না বৈঠা ধরে? কঠিন মুঠোয় কোমল করে আঁকড়ে ধরেছে দেহটা। পেছন পেছন জরিনের কাতরানি, উঁক উঁক উঁক! সময় নেই সেদিকে ফেরার।

এ জরি থামবিনে। থামলি কলাম গেইছিস।

বাতাস উড়ে এসে ঠেসে ধরে। টুঁটি উলটে দেবে বুঝি। তখন হামা দিতে শুরু করে দুজনে।

হ্যাঁ, ঝড় শুরু হল এই রাতভোরে। ওদের উড়িয়ে নিতে এসেছে।

আবার রাইফেলের শব্দ। খুব কাছে কোথাও। জরিনের বুকের তলা কেঁপে ওঠে। হাতে থুক নিয়ে বুকে ডলে। বাচ্চাটাকে পেলে ওরও বুকে মেড়ে দেয়া যেত।

এ জরি শুয়ে পড়! হাপুর[২] দে। ঘষে হাঁট। যেন সেনাপতির কম্যান্ড লড়াইয়ের ফ্রন্টে।

কাদা আর শেকড়ের মধ্যে বুক ঘষে এগুতে থাকে দুটো মানুষ। মাংস ছড়ে ছিঁড়ে যায়। রক্তে কাদায় মাখামাখি। ওরা এগোয়।

গাছের ডাল বাড়ি খাচ্ছে শরীরে। চামড়া ছুলে নিচ্ছে। তবু বুকে হেঁটে এগুতে হবে সামনে।

জরিনের হাত অবশ হয়ে আসে হাঁড়ির ভারে। মনে হয় খসে যাবে। তাই যাক। নদীতে ভেসে যাক আপদ। নদীর দিকে ফিরে তাকায়। ঠিক তার গায়ের পাশেই আড়াআড়ি খ খ করে হাসছে দাপাচ্ছে ফুলছে দিকহীন জল। ওপারে ভীষণ আকাশ। ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলে জরিন। নাকের মধ্যে নোনা গন্ধ আসে যায়। মনে হচ্ছে, এখুনি তাকে চেটে তুলে নেবে নদী।

উরে মা গ! জলের দিক ছেড়ে কাদায় ঘেঁষে আসে জরিন।

বুকের নীচে গুঁতো মারে এটা কী? জরিন কাদার ভেতর হাতড়ে হাতড়ে শক্ত গোল

১. কান্দি = তীর, পাড়।

২. হাপুর = হামাগুড়ি।

BanglaBook.org

জিনিসটা পেয়ে যায়। একটা মড়ার খুলি। দশ-বারো বছুরে বাচ্চার হবে। ভয়ে শুয়ে পড়ে কাদার মধ্যে। সামনের দিকে তাকায়। ওই যে ওই লোকটা দ্যাওয়ের মতো বুক ঘষে এগিয়েই যাচ্ছে, ওটা কে? তার স্বামীই তো? ভয় নেই। ক্লান্তি নেই। ও কি মানুষ না রাক্ষস? এত শক্তি এতদিন কোথায় ছিল?

ঝুপড়িতে ঝুপড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। আবার গুলি চলছে। হুইশ্‌লের শব্দ। আকাশের মেঘে ঘা খেয়ে সে শব্দ অদ্ভুত বিষাদ নিয়ে ফিরে আসে। সেই বিষাদের ভাষা আলাদা! বোদা ভোঁতা।

সে সব ছাপিয়ে আনকোরা বলীয়ান শব্দ ছিটকে ওঠে আকাশে, পাইছি— হেই পাইছি নাওহান পাইছি!

কখন জানি বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে। জরিন চেয়ে দেখে, ঝাপসা বৃষ্টির মধ্যে নৌকোর দড়ি টানছে গোনজোরালি। এ সেই দেহাতি চাষার ডিঙিনৌকো।

ঝড়ে দিক রাখা দায়। তারই মধ্যে লাফ দিয়ে নৌকোয় উঠে গেছে গোনজোরালি। বাচ্চাটাকে রেখে গোড়ায় ছুটে আসে। হাত বাড়িয়ে জরিকে তুলে নেয়। তারপর মাদারগাছ থেকে দড়ি খুলে দেয়।

বাতাসের চেয়ে জলের ডাকেই বেশি তেজ। কানে তালা ধরে। তারও মধ্যে ঠাস ঠাস চিৎকার শোনা যায় খ্যাপা লড়ুয়ের, হাঁড়ি উঠোইছিস আঁই?

জে। জরিন চেঁচিয়ে জবাব দেয়।

সিন্দুরকাঠের বৈঠার দুই ঘায়ে নদীর যেদিকে বিস্তার সেদিকে মুখ ফেরায় ডিঙি। তুঙ্গে তুফানের মাথা গুঁড়িয়ে লাফিয়ে ওঠে আকাশে।

পুরুষকণ্ঠের গর্জন ওঠে, বদর! বদর!

ওদিকের ঘাটে স্পিডবোট স্টার্ট নিচ্ছে। এত দূর অবধি সার্চলাইটের আলো এসে পড়েছে! ভীষণ বাঁশি পড়ছে ঘন ঘন। আর ভীত কুকুরের ক্ষীণ কান্না।

এ জরি হাঁড়ি সামাল। হুঁশিয়া—র! বাঘের ডাক গর্জে ওঠে বাতাসে।

স্পিডবোট তীক্ষ্ণ আর্ত হর্ণ দেয় ঘন ঘন।

গোনজোরালি আকাশে বুড়োআঙুল তুলে চেঁচিয়ে ওঠে বিকৃত গলায়, খা ক্যালাডা খা! এঃ!

ঝড়ে ডেবে যায় গলা। শাঁই শাঁই শব্দে ডিঙি উড়ে চলে বাতাস কেটে। সুতোনলি সাপের শরীরের মতো।

নারীজাতের কৌতূহল ঠেলা মারছিল জরিনের বুকের মধ্যে। তিষ্ঠোতে না পেরে চেঁচিয়ে জানতে চায় লোকটার মতলব, অয় গ! কোন্ বা দ্যাশে যাওনের চান? এ তো খালি পানিরি মুলুক!

সাড়েপাঁচ হাত উঁচু ঢেউ ঘিরে আসে দিগন্তজোড়া। তাদের মাথায় সাদা ফেনার পাড়।

গোনজোরালির দুই বাইসেপ ফুলে ওঠে। পেশিগুলো কামড়ের চোটে ফেটে যেতে চায়। বুকের মধ্যে ঘড় ঘড় হাঁপানি। বিশাল তুফানের বেড় এসে পড়ার আগে এ কী কানফাটানো গর্জন! বুকে বৈঠা চেপে কাঁপতে থাকে সে। জলের দিকে চেয়ে চোখ রাঙায়,

BanglaBook.org

কী,মাইর খাবি? মাইর!

পালটা, মাথা ভাঙতে ভাঙতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢেউয়ের মার।

জরিন চ্যাঁচাতে থাকে, ওরে আল্লা গ আল্লা! এ কই যান?

যাই? যাই আরেক চরে। নয়তো কোনো গঞ্জে। বাঁচতি হবে না?

সাড়েপাঁচ হাত তুফানের ডগায় নৌকোর গলুই নাচে। তারও তিনহাত উঁচুতে গোনজোরালির দাড়ি ওড়ে মাতলা বাতাসে।

ভয় নেই হুঁশিয়া — র! সামালো — ও —!

পড়তি ঢেউয়ের কোলে তলিয়ে যায় মানুষের শব্দ।

হাঁড়ি আর বাচ্চা একসঙ্গে জড়িয়ে ধরে জরিন। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে নৌকোর খোলে।

পনেরো-বিশ মিনিটের মোকাবিলা সামাল দিয়ে লম্বা দম ছাড়ে গোনজোরালি। ধোঁয়াটে বৃষ্টির মধ্যে নদীকে নদী আকাশকে আকাশ কোনোটাকেই ফারাক করে ধরা যাচ্ছে না। কানেকপালে কিছু শোনারও জো নেই। ঝড়ের বাতাস হামাল দিয়ে এসে পড়ছে। ডাঙার হল্লা এখন পুঁচকেবাঁটুল।

তবু তারই মধ্যে শকুনছানার মতো কান্নার কুয়োল উঠে আসে। সন্দেহ লাগে, কী নদীর নাই খুঁড়ে উঠে আসছে না তো? যারা সব জানেমানে তলিয়ে গেছে তাদের পাঁজর দুমড়ে?

গোনজোরালি প্রথমে কপালের উপর হাতের পাতা উঁচিয়ে রেখে বেলার তত্ত্ব নেবার চেষ্টা করে। তখন নজরে আসে আভাসমতো। নৌকোর খোলে গহনার হাঁড়ি আর বাচ্চা ছেলেটাকে বুকে সেঁটে জাবড়ি দিয়ে উবুড় হয়ে পড়ে আছে জরিন। হ্যাঁ, জরিন ছাড়া কে আর?

নৌকোর দু'মাথা ওপর-নীচ ভীষণ ভয়ংকর উথলপাথাল করছে। সেই দুলুনিতে জরিনের শরীর ফুলে ফুলে উঠছে।

এ জরি! জবর ধমক হানে গোনজোরালি। সাড়া নেই।

এ জরি! জরি! কোনো সাড়া আসে না।

মারলাম বোঠের বাড়ি! কান্দন বা'রোচ্ছি তর।

এইবার গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে ওঠে জরিন।

ওরে যাদু রে! ওরে ধোন রে!

গোনজোরালি ভারী খেপে যায়। ঝড়ের জোর বেগ। নৌকোর মুখ সামলানো মুসিবত। বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে কথা শোনাতে হয়, অয় কানদোনমারানি! পাইছিসটা কী?

জরিনের গলা আরও জোরে ফিনিক দিয়ে ওঠে।

এ যে মরে দাড়া দিছে! ওরে আমার পোড়াকপাল রে! এ-হে-হে-! ন্যাংটো ফ্যাকাশে ছেলেটার দিকে নজর করে তাকাতে হয় গোনজোরালিকে। ঠা ঠা হাসি আর চিৎকার শোনা যায়, পোলা মরিছে তাই? ধুর পাগলি!

BanglaBook.org

এবারের ঢেউ সাতহাতেরও বেশি। দু'মিনিট পরে দেখা যায়, তারও ডগার উপর সাদাকালো দাড়ি সিন্দূরকাঠের বৈঠা। ঠা ঠা করে অট্টহাসছে গোনজোরালি। ঝড়ে ঘোরালো বাতাসে তার গলার স্বর কয়েকগ্রাম তুঙ্গে উঠে বিশাল নদীতে আছড়ে পড়ে।

হাঁড়ির মধ্যি সম্পত্তি। ভাবিসডা কী? ধোনে সব হয়। ঘর বান্‌ব। নিকে করব। ছোয়াল বানাব। তোর কোল ভরে দেব।

সেই দৈব স্বরে জরিনের গায়ে কাঁটা দেয়। আবেগে চোখ বুজিয়ে নেয়। কানে এসে বাড়ি খায় বেপরোয়া শব্দ, খাবডা কী? হাঃ হাঃ! হাত আছে খা'টে খাব। বুঝিছিস? মারে কোন্ সুমুন্দি!

হাজার হাজার কালো ফণা। তাদের মাথায় ফেনিয়ে ওঠা সাদা গরলে গ্যাঁজলানি। জরিন চোখ মেলে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখে, বিষাক্ত ছোবলের মাথা পিষে দ'লে নাচে কালো ডিঙি। ডিঙির ডগায় ওটা কী? বৈঠায় বুক ঠেসে ল্যাকপেকে দানো না ওটা জলের রাক্ষস?

ঝড়বন্যার বিরুদ্ধে পালটা মারমুখো হুংকার

সামালো—ও—হো—হুঁশিয়া—র—!

বাতাসের সঙ্গে জলের যোঝাযুঝি। মানুষ সেখানে এই নিয়ন্তা এই নিমিত্ত।

মানুষের মাথা ছাড়ানো হাজার হাজার পাগলা ঢেউ। ধ্বংসের আডাক ডাকতে ডাকতে তারা ছুটে আসে। মোচার খোলার মতো ডিঙিটাকে পেয়ে বিকট বিদ্বেষে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের খুনে চেহারা দেখে গোনজোরালি চোখ বুজিয়ে ফেলে।

মাটির হাঁড়ি তোপের মতো ছিটকে ওঠে শূন্যে। আগ্রাসী তুফান জিভের ডগায় ধরে নেয়।

বৈঠা কামড়ে ঝুলতে থাকে টিঙটিঙে দানোর ধনুকবাঁকা শরীর।

বেপাত্তা বাচ্চার লাশ আঁকড়ানো জরিন শোলার মতো উড়ে যায় শূন্যে। আগ্রাসী তুফান জিভের ডগায় ধরে নেয়।

সাদা শুঁড় ডগার উপর তুলে নেয় লিকলিকে কালো ডিঙিটাকে। তার গোড়ায় উড়ন্ত গোনজোরালি।

প্রকৃতির নিম্নচাপ বনাম মানুষের রক্তচাপ। দুয়ের বলশালী দ্বান্দ্বিক মোকাবিলা। ক্ষান্তি নেই।

সময় চেয়ে থাকে নির্বিকার নির্বাক দ্রষ্টা।

তিনভাগ গোঁ গোঁ জলের বেয়াদবিতে একভাগ ধুক ধুক মাটি তলিয়ে যায় কখনও। কখনও বা ভেসে ওঠে।

গুঁড়ো গুঁড়ো জলের সাদা ধোঁয়া। সেখানে এখন আকাশ নেই নদী নেই শূন্যতাও নিশ্চিহ্ন। আর বাদবাকি জীবন আপতত অদৃশ্য।

★

BanglaBook.org

# অভিমত

## আবুবকর সিদ্দিকের 'জলরাক্ষস'

কিছুকাল আগে পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে আবুবকর সিদ্দিক সুপরিচিত ছিলেন একজন কবি বলে। তাঁর 'ধবল দুধের স্বরগ্রাম', 'বিনিদ্র কালের ভেলা' এবং 'হে লোক সভ্যতা' কাব্যগ্রন্থগুলি বাংলাদেশের সমকালীন উল্লেখযোগ্য কবিদের সারিতে তাঁর জন্য একটি স্থান করে দিয়েছিল। কিন্তু আশির দশকে এসে আমরা তাঁকে আবিষ্কার করলাম কবি ছাড়াও একজন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক রূপে। ১৯৮৫ অর্থাৎ বর্তমান বছরের প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর উপন্যাস 'জলরাক্ষস' এবং ছোটো গল্পগ্রন্থ 'ভূমিহীন দেশ'। তবে আবুবকর সিদ্দিকের গল্প-উপন্যাস যে একজন কবির রচনা সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারে, চিত্রকল্পে, প্রতীকী ব্যঞ্জনায়, নানা খুঁটিনাটি ডিটেলসহ বাস্তবের জীবন্ত ছবি তুলে ধরার সময়ও তাঁর মধ্যে একটা রহস্যের আমেজ মিশিয়ে দেয়ার সহজ দক্ষতার মধ্যে সে-পরিচয় বিধৃত।

'জলরাক্ষস' উপন্যাসটি আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের প্রলয়ঙ্করী বন্যা, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পটভূমিতে রচিত। এর প্রধান পাত্র-পাত্রীরা দুর্দশাগ্রস্ত নিঃস্ব মানুষ, অধিকাংশই ভূমিহীন, মধ্যযুগীয় সামন্ত জমিদারের শোষণ ও অত্যাচারে জর্জরিত। চারপাশে তাদের ঘিরে আছে ক্ষয়, মৃত্যু, পচন ও লয়। তবু অন্ধকার নেমে এলে ক্ষুধার ঘোরে জেগে ওঠে অমানুষিক বিকারগ্রস্ত সম্ভোগকামনা। যার ফলে দুঃসহ জীবন দুঃসহতর হয়ে ওঠে। মানুষের কৃমিতে, ঔপন্যাসিকের ভাষায়, মাপামাটির ফাঁকা ঠাঁই ভরাট হয়ে যায়।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোনজোরালি। অদম্য প্রাণশক্তির অধিকারী। বয়স মাঝবেলা পেরুলেও এখনও প্রচণ্ড শক্তিশালী, চৌধুরিদের লেঠেল বলে যার পরিচয়। চৌধুরিদের হয়ে নানা কীর্তি-কুকীর্তি করার পরেও নিজের ভেতরের এক নেশার টানে সারাটা বর্ষাকাল সে সিঁদচুরির উপর থাকে। চরিত্রের মধ্যে বীর নায়ক হবার বহু উপাদান থাকা সত্ত্বেও তার দিন কাটে চরম দুর্দশার ভেতর, অভাব নিগ্রহ নিপীড়ন অচ্ছিল্য ও অপমান তাকে ঘিরে থাকে সর্বদা, তাকে আর তার স্ত্রী জরিনকে। গভীরভাবে ভালোবাসে সে তার স্ত্রীকে, কিন্তু অভাবের তাড়নায় টাকার জন্যে একসময় জরিনকে সে ভুলিয়ে হেল্‌থ সেন্টারে নিয়ে এসে তাকে বন্ধ্যা করে দেয়। জরিন ছেলে চায়, কিন্তু তার আর সম্ভাবনা নেই।

'জলরাক্ষস'-এর কাহিনির শুরুতেই আমরা শুনি তিন দিন ব্যাপী খারাপ মেঘের কথা, পুরনো পুঁজে আর পুরনো রক্তে দলা পাকানো যার চেহারা। এই শুরু থেকেই কাহিনি আমাদের নিয়ে যায় ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডবের মধ্যে, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের প্রলয়ের মধ্যে, যেখানে ঘরবাড়ি ভেসে যায়, চারিদিকে দেখা যায় শুধু মৃত্যুর সমারোহ। গোনজোরালি আর জরিন মৃত্যুর ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে বেঁচে থাকে। অন্য অনেকের সঙ্গে তারা উঠে আসে

BanglaBook.org

বাঁধের উপর, ছিন্নমূল মানুষের ভাঙা সংসারের নতুন হাটের প্রহসন গড়ে ওঠে সেখানে। কিন্তু দুর্যোগ তখনও কেটে যায়নি। জানোয়ারের মতো বাতাস গর্জাতে থাকে, নদী বাড়িয়ে চলে তার দখল। পানির তোড়ে আবারও মানুষ ভেসে যায়। গোনজোরালিও। কিন্তু আবার জিৎ হয় তার। ভেলা আঁকড়ে ধরে ভাসে গোনজোর, তারই সঙ্গে শাড়ির বাঁধনে বাঁধা জরিন দু'হাতে জাপটে ধরে আছে কলাগাছ। ইতিপূর্বে বাঁধবন্দি জীবনের গোনজোর যখন কোথা থেকে কাঁচাপাকা একছড়া শবরী কলা নিয়ে এসেছিল তখন আগে সে শিশু ও অন্যান্যদের মধ্যে তা বেটে দিয়ে তারপর নিজে খেয়েছিল। এইরকম ছোটো ছোটো ঘটনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক গোনজোরালির চরিত্রের মানবতাবোধের দিকটি তুলে ধরেছেন নিম্নকণ্ঠে, হালকা তুলিতে। বন্যার পানিতে একূল ওকূল সব ভেসে যাবার পর কিছু সময়ের জন্য ছিন্নমূল মানুষেরা বাসা বাঁধে বড়ো সড়কের দু'পাশে। এই পর্যায়ে গোনজোরের স্মৃতিসূত্রে লেখক আমাদের জানিয়ে দেন, কত দিক থেকে জমিদার চৌধুরি তাঁর দুর্ধর্ষ লেঠেল গোনজোরালির কাছে ঋণী, চরম বিপদের মুহূর্তে তিনি কীভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাকে কথা দিয়েছিলেন যে তার বিপদে তিনি গোনজোরদের সব দায়িত্ব নেবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে শোষকের চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। চৌধুরি চিরকালের মতোই চরম স্বার্থপর, নিষ্ঠুর ও লোভি। বন্যার্ত মানুষের জন্য রিলিফের মাল যখন আসে তখনও এই দুঃস্থ মানুষেরা কিছুই পায় না। রাতের আঁধারে চলে হাত-বদল, চোরা কারবার, অসহায় মানুষের জীবনের মূল্যে মুনাফার পাহাড় গড়া। ক্ষুধা ও ক্রোধে গোনজোরালির মগজ জ্বলে যায়। বড়শিতে যখন না বাইন না সাপ কুচকুচে কালো একটা জীব ধরা পড়ে তখন গোনজোর উৎসাহিত হয়ে ওঠে। জরিনকে বলে ছোটো ছোটো করে কুচিয়ে মাথাটা বাদ দিয়ে তাকে নুনঝালে সেদ্ধ করতে। জরিন বমির ভান করে। ওয়াক! মুসলমানে কি ওটা খায়? গোনজোরের উত্তর প্রায় ক্লাসিক পর্যায়ের, 'খিদের আবার মোসলমানডা কি রে?'

গোনজোর-জরিন এবং আরও কেউ কোনো রকমে টিকে থাকলেও বন্যার্তদের আশ্রয়শিবিরে মৃত্যুও এসে হানা দেয়। অনাহারে, দুর্বলতায়, রোগে মানুষ মরতে শুরু করে। এই পর্বে লেখক ছবি এঁকেছেন ত্রাণকর্মের নামে যেসব সরকারি কর্মচারী, সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান, পুলিশ, এলাকার চেয়ারম্যান প্রমুখ নানান অসৎ উদ্দেশ্যে এখানে ঘোরাফেরা করে, তাদের। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আসেন, হেলিকপ্টারে করে পানি-মন্ত্রী আসেন, মাইকের গাঁ গাঁ শব্দ শোনা যায়, তাঁবু পড়ে, হ্যাজাক লণ্ঠনের আলো জ্বলে ওঠে, আর এর মধ্যে চলে শুধু রিলিফের মাল পাচার নয়, শুধু টিপসই সংগ্রহ নয়, নারীমাংস শিকারও।

'জলরাক্ষস'-এর কাহিনিই লেখক এগিয়ে নিয়ে গেছেন প্রায়ই চলচ্চিত্রের ভঙ্গিতে, নানা ছোটো ছোটো আপাতবিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত একটা সংহতি টেনে নির্মাণ করে। যেমন ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখি চারপাশের মৃত্যুর সমারোহের ভেতর একটি ফরসা টুকটুকে চাষিবউ নৌকোর খোলের মধ্যে রক্তমাখা পানির তোলপাড়কে উপেক্ষা করে তার প্রথম সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। মাতৃত্বের জন্য লোলুপ উপোসি জরিন তার সাহায্যে এগিয়ে

BanglaBook.org

এলেও সে কিছুই করতে পারে না। তার হতের তালুতে যা ঝুপ করে পড়ে তা জীবন নয়, মৃত্যু। তখন সে যেমন করে কলাপাতার গোড়া কাটার কথা, তারও চেয়ে মোলায়েম করে নাড়ি কেটে দেয় ছুরি দিয়ে।

ছিন্নমূল মানুষের বাঁচার সংগ্রামে বিরতি দেবার উপায় নেই। ঝড়-বৃষ্টি আর আকাশের অবস্থা যাই হোক জীবনযুদ্ধ চলতেই থাকে। গোনজোর বেরিয়ে পড়ে বড়ো গাঙে মাছ ধরার সংকল্প নিয়ে। বড়ো নদীতে মোষের লাশ মানুষের লাশ মরে মিশে একাকার। কিন্তু তারই মধ্যে খোলা আকাশের নীচে বিশাল জলরাশির বুকে গোনজোর জীবনের একটা আলাদা স্বাদ পায়। জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়নায় বুকের মধ্যে দুর্জয় সাহস ও শক্তি জেগে ওঠে। মারমুখো বন্যার দাঁতের মুখোমুখি পড়ে তার হাতের শক্ত মুঠোয় মারকুটে বৈঠা মুখিয়ে ওঠে। আবুবকর সিদ্দিক তাঁর উপন্যাসের এই পর্বে প্রকৃতি, মানুষ, পাখি আর গোনজোরালির ভয়ংকর সব কর্মকাণ্ডের চিত্রায়ণে বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। নদীর বুকে গোনজোর একা নয়, আকাশেও আছে সহযাত্রী, তারও একই গোঁ। 'উদ্যত ছোঁ নিয়ে পানিতে নেমে আসে বাজকুড়ালি। মরা মাছের দিকে ঝোঁক। প্রচণ্ড স্রোতে নাগালছুট হয়ে যায় শিকার। ডিঙির পাটাতনে দু'ডানার মস্ত ছায়া পড়ে। গোনজোরালি ঘাড় হেলিয়ে নজর তোলে। মাথার উপর শূন্যে ভাসা মিনে করা মণির মতো কালো ঝকঝকে ছোট্টো চোখ দুটির নজরবিনিময় হয়।

'গোনজোরালির চোখে পালটা শান।' এই শান যে কত প্রখর তা দেখি যখন গোনজোর লাশের মধ্য দিয়ে নৌকা চালিয়ে দেয়, মৃত মানুষের দেহের পচা গন্ধ থেকে বাঁচবার জন্য গামছা দিয়ে নিজের নাক-মুখ-কান-থুতনি সব ঢেকে ফেলে, খোলা থাকে শুধু একজোড়া চোখ, যেন কিমাকার রাক্ষস এক। নৌকো ঠেলে সে এগিয়ে যায়। চৌধুরিরা সব মরে গেছে। ছিপের সুতো খুলে বড়শি গেঁথে সে ছুঁড়ে মারে, টেনে নিয়ে আসে ডিঙির কাছে। ফুলে ঢাউস হয়ে ওঠা মৃতদেহ। দায়ের চাড় দিয়ে তার বাহুর চেন ছিঁড়ে গোনজোর কোঁচড়ে গোঁজে। আংটির পাথরগুলো চৌধুরি বহু টাকার বদলে আরবি ফকিরের কাছ থেকে জোগাড় করেছিল। এখন আঙুল কামড়ে ধরে আছে। বাধ্য হয়ে গোনজোরালিকে চৌধুরির চারটে আঙুল কেটে নিতে হয়।

শুধু চৌধুরির নয়, এমনি করে সেখানে গোনজোরালি যত লাশের গায়ে কানে নাকে হাতে সোনারুপোর গহনা দেখেছে, সব সে দা দিয়ে কুপিয়ে খুলে নিয়ে তার ডিঙির খোলের মধ্যে রাখা হাঁড়িতে ভর্তি করে ফেলে। এবং আবারও এই সাংঘাতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে আমরা হঠাৎ দেখি আশ্চর্য উপায়ে বেঁচে যাওয়া একটি মাথা কামানো গোলগাল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকা বালককে। এবং কী পরিবেশে দূরব্যাপী মৃত্যুর মধ্যে গোনজোর এই প্রথম জীবনচিহ্ন দেখে! ছেলেটির পেছন দিকে খোসা ছাড়াচ্ছে একটা খয়রা রঙা গোক্ষুর। 'কোমর অবধি খসে এসেছে। খই ওঠা নরম নিশ্চল ঘাড় পাক দিয়ে পড়ে আছে। খোলসের ধবধবে সাদা জালে মেঘের করুণ ছায়া।'

গোনজোরালি ছেলেটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে, তাকে তুলে দেয় জরির কোলে। এদিকে রিলিফক্যাম্পে গুঁড়ো দুধ আর অন্যান্য জিনিস আনতে জরি

BanglaBook.org

গিয়েছিল। সেখানে ভুঁড়িওয়ালা রিলিফঅফিসার তার দেহের রস নিংড়ে নিয়েছে, তার শরীরের উপর দিয়ে যেন গরকি চলে গেছে। তবু ছেলেকে সে বুকে তুলে নেয়। আর গোনজোরালির আনা সোনাদানা দেখে প্রথমে কার ধন সে লুট করেছে ভেবে শঙ্কিত হয়। কিন্তু স্বামীর যুক্তি তার মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই রত্ন গোনজোরের বিবেচনায় তাদের, পূর্ণ অধিকার আছে 'আমরা খাটিছি আর চৌদরিরা সোনা বানাইছে। এমনি এমনি পারত? নে পর। বানের টানে গাঙডা উলটে গেইছে।' তবে শেষ পর্যন্ত সোনার গয়নাপাতি জরি গায়ে পরে না, দুজনে মিলে হাঁড়িতে পুরে মাটির তলায় পুঁতে রাখে। এই দিয়ে ভবিষ্যতের জীবন গড়তে হবে।

কিন্তু সদ্য কোলে পাওয়া ছেলেটাকে বুঝি ওরা আর বাঁচাতে পারে না। কলেরায় আক্রান্ত হয় সে। জরির মন হু হু করে ওঠে। আবার রিলিফঅফিসারের কাছেই ধরনা দিতে হবে। নুনের ইনজেকশানের জন্য। জরিনের দেহ এবারও লুটে নেয় লুটেরা। শুধু জরির দেহ নয়, অন্য দিকে পাচার হয়ে যায় রিলিফের যাবতীয় জিনিসপত্র। তাকে ওষুধ বা ইনজেকশান কিছুই দেয়নি সাহেবরা। ডেরায় ফিরে এসে জরি দেখে যে ছেলেটি মরে গেছে, ছেলের লাশ সামনে নিয়ে গোনজোরালি কাঁদছে।

এই পর্বে জরিনের ভয়ংকর বীভৎস অভিজ্ঞতার উপস্থাপনায় লেখক স্বপ্ন আর বাস্তবকে সচেতনভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন শৈল্পিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির তাগিদে। নারীমাংসলোলুপ রিলিফঅফিসারের ক্লেদাক্ত লালসা, ওষুধ আর ইনজেকশানের জন্য জরির করুণ আকুতি, স্বপ্নের মধ্যে ছেলেটির প্রাণহীন দেহ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠা, রমণরন-ক্লান্ত ভুঁরেল পুরুষের ক্লান্ত অবসন্ন দেহের এলিয়ে পড়া : সব যেন একটি বিশেষ মুহূর্তে জরিনকে উন্মাদ বনবিড়ালিতে রূপান্তরিত করে। শোষক ও অত্যাচারী শ্রেণির প্রতিভূ এই রিলিফঅফিসার আর চৌধুরি একাত্ম হয়ে যায় তার চেতনায়। নিঃশব্দ চিৎকারে ফেটে পড়ে জরি 'উরে চদরির বেটা চদরি! আয় তোরে জন্মের তরে পরখাওনের হাউস মিটেই দি!' তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সে ছুটে পালায়।

এর পর আমরা উপনীত হই উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে। ঘর পুড়তে দেখে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। কেউ কেউ ভাবে ঝুপড়ির বানভাসি পরিবারগুলি বুঝি লুটতরাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পুলিশের বাঁশি বাজে, গুলি চলে, কিন্তু এসব কিছুর মধ্য দিয়ে জরিন-গোনজোরের অদম্য জীবনতৃষ্ণা তাদের বাঁচিয়ে রাখে। ঘরের মধ্যে জরিন যখন ঝুপড়িতে ফিরে আসে নগ্নিকা ছিন্নমস্তার মতো তখন তাকে দেখে গোনজোর যেন ভীমবল পায় হাতে-পায়ে। এদিকে আবার বাতাস উঠেছে, অশুভ মেঘ জমছে, ঝড় শুরু হল বলে। রাইফেলের ফায়ারিং-এ সমস্ত আকাশ তখন গুম গুম শব্দে ডেকে ওঠে। 'আর তার ভয়াবহ প্রতিধ্বনি বাতাসের দাপে থর থর করে কাঁপতে থাকে। তখন সরু সরু প্যাঁচে এগিয়ে আসে খ্যাপা কুকুরের টানা বিজাতীয় ডাক। অসহ্য অদৃশ্য অশরীরী কারবার।'

কাহিনি এই পর্যায়ে এ্যাবসার্ড সাহিত্যের আবহ নিয়ে সমাপ্তির পথে এগিয়ে যায়। ঝড়, রাইফেলের শব্দ, কাদা ও শেকড়ের মধ্য দিয়ে বুক ঘষে এগিয়ে যাওয়া দুটি মানুষ, তারপর প্রমত্তা নদী, জরির বুকের নীচে মড়ার খুলির গুঁতো, আর সব কিছু তুচ্ছ করে দৈত্যের

BanglaBook.org

মতো এগিয়ে যাচ্ছে যে লোকটা সে কে? 'তার স্বামীই তো? ভয় নেই, ক্লান্তি নেই। ও কি মানুষ না রাক্ষস?'

কোথায় যাচ্ছে গোনজোর? সে জানে না। কিন্তু বাঁচতে তো হবে। শেষ পর্যন্ত দেহাতি চাষার ডিঙিনৌকোখানায় উঠে পড়ে সে আর জরি। ঝড়ের তাণ্ডবকে উপেক্ষা করে ভেসে চলে আর-এক চর কিংবা নতুন কোনো গঞ্জের সন্ধানে। বন্যায় নিহত লাশের দেহ থেকে ছিনিয়ে আনা স্বর্ণালংকার ভরতি মাটির হাঁড়ি আর মৃত বালকটি জড়িয়ে ধরে জরি। তার স্বামী জলরাক্ষস গোনজোরালির সাহস, শক্তি আর দীপ্ত প্রাণাবেগকে মুগ্ধ বিস্মিত দু'চোখ মেলে দেখে। ঝড় কিন্তু বাড়তে থাকে। সাদা গরলের মতো ফেনার মাথায় নাচে কালো ডিঙি। ডিঙির ডানায় বসে যুঝছে প্রাণপণ গোনজোরালি। সে হার মানবে না কিছুতেই। একসময় মাটির হাঁড়ি তোপের মতো শূন্যে ছিটকে ওঠে। আগ্রাসী তুফান জিভের ডগায় ধরে নেয়। বৈঠা কামড়ে ঝুলতে থাকে ধনুকের মতো বাঁকা গোনজোরের শরীর। বাচ্চার লাশ আঁকড়ানো জরিন শোলার মতো শূন্যে উড়ে যায়। আগ্রাসী তুফান জিভের ডগায় ধরে নেয়। ক্লান্তিহীন লড়াই চলতে থাকে মানুষের আর প্রকৃতির। সময় নির্বিকার দ্রষ্টার মতো তাকিয়ে থাকে। অপরাজেয় জীবনক্ষুধার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ছবির মধ্য দিয়ে কাহিনির সমাপ্তি ঘটে।

এই উপন্যাসের প্রকৃত প্রাণ একটি বীরোচিত চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে নিহিত। গোনজোরালির অপরিমেয় প্রাণশক্তি, দুর্জয় সাহস, চারপাশের মৃত্যুর মধ্য থেকে জীবনকে ছিনিয়ে আনার অটুট সংকল্প, জরির জন্য তার গভীর ভালোবাসা, যার মধ্যে ভাবালুতার লেশমাত্র নাই, চৌধুরির সঙ্গে তার সম্পর্কের জটিলতা, তার শ্রেণিসত্তার বিকাশ; সব কিছু মিলে আবুবকর সিদ্দিক এখানে আমাদের একটি অসামান্য চরিত্র উপহার দিয়েছেন। গ্রন্থের একাধিক স্থানে নীচুতলাকার মানুষের সমগ্র সত্তার তীব্র টানাপোড়েনের মুহূর্তে কীভাবে সর্বগ্রাসী যৌনক্ষুধা জেগে ওঠে, তার অন্তর্ভেদী চিত্রায়ণ আছে। জীবনের নিষ্ঠুর রক্তাক্ত ক্লেদময় পরিবেশের ছবিও লেখক যেভাবে পরিবেশন করেছেন, তার মধ্যে প্রকৃতিবাদী বা ন্যাচারালিস্টিক প্রবণতা সহজেই চোখে পড়ে। আমি বিস্মিত হব না যদি এই উপন্যাস পড়তে পড়তে কোনো পাঠকের মনে পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প 'প্রাগৈতিহাসিক', কিংবা সমরেশ বসুর উপন্যাস 'বাঘিনী' কিংবা মার্কিন ঔপন্যাসিক জ্যাক লন্ডনের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'সি-উলফ'-এর কথা। প্রসঙ্গত, 'সি-উলফ' আর 'জলরাক্ষস' নাম দুটির মধ্যে যে সমধর্মিতা বিদ্যমান তাও লক্ষণীয়।

ধ্বংসোন্মত্ত প্রলয়ংকরী প্রকৃতির পটভূমিতে একজন বিত্তহীন সাহসি মানুষের অসাধারণ সংগ্রামের ছবি এঁকেছেন আবুবকর সিদ্দিক এই উপন্যাসে, মূলত প্রকৃতিবাদী ধারায়, যদিও মাঝে মাঝে নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন এ্যাবসার্ড সাহিত্যের আঙ্গিকও। আমাদের উপন্যাসভুবনে 'জলরাক্ষস' একটি ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি।*

**কবীর চৌধুরি**

---

* কবীর চৌধুরির দীর্ঘ প্রবন্ধের 'জলরাক্ষস'-উপন্যাসটি সম্পর্কে আলোচনাই এখানে মুদ্রিত হল— প্রকাশক।

BanglaBook.org